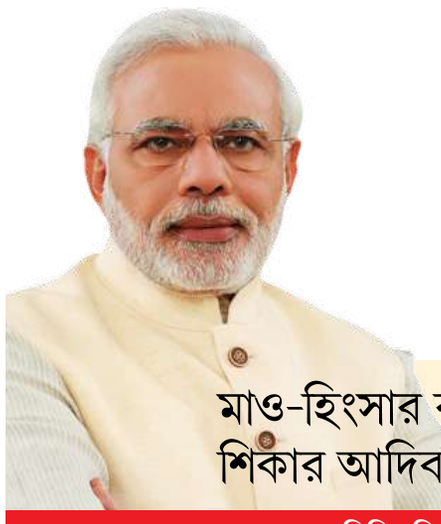
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ



মাও-হিংসার বড় শিকার আদিবাসীরাই ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১৬°	২৭°	১৭°	২৭°	১৮°	২৫°	১৮°



বঙ্গে মিশন সাহসী এবিভিপির ৫



বন্দে ভারত ব্রেক ছাড়াই ৪৬৩ কিমি ছুটল ৭

শিলিগুড়ি ২৯ কার্তিক ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 16 November 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 177

অকুপেন্সি সার্টিফিকেটে অনীহায় রাজস্ব হারাচ্ছে পুরনিগম

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : শিলিগুড়ি শহরে মুড়িমুড়কির মতো বহুতল নির্মাণ হচ্ছে। কিন্তু নির্মাণ শেষ হওয়ার পর সেগুলির কতগুলির ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাছ থেকে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নেওয়া হচ্ছে? পুরনিগম সূত্রের খবর, প্রায় ৯৫ শতাংশ বহুতলের ক্ষেত্রেই এই শংসাপত্র নেওয়া হচ্ছে না। তাতে সরাসরি ধাক্কা খাচ্ছে পুরনিগমের আয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চাইছে প্রশাসক পরিচালিত পুরনিগম। নির্মাণ শেষ হওয়ার পরও অকুপেন্সি সার্টিফিকেট না নিলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বিল্ডিং সার্ভেয়ারদের (এলবিএস) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে কর্তৃপক্ষ। প্রয়োজনে



তাঁদের কালো তালিকাভুক্তও করা হতে পারে। ইতিমধ্যে এলবিএসদের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী শংকর ঘোষও। তবে তাতেও পরিস্থিতির বিশেষ বদল হয়নি। এর নেপথ্যে অবৈধ নির্মাণের প্রসঙ্গও উঠে আসছে।

পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে আমজনতা উদ্যোগী হয়, সেক্ষেত্রে কনজিউমার অ্যাফেয়ার্সের সহযোগিতা নিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার চালানো হবে। তবে তারপরেও যদি নির্মাণকাজ শেষে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে অনীহা দেখা যায় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলবিএসদের ব্ল্যাকলিস্টেড করে দেওয়া হবে।'

পুরনিগম সূত্রে খবর, গত ছ'মাসে বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন চেয়ে আবেদনের সংখ্যা কমেছে। তার আগে প্রতি মাসে কমবেশি ৭০ থেকে ১০০টি বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দিত পুরনিগম। অথচ নির্মাণ শেষ হওয়ার পর অকুপেন্সি সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন জমা পড়ে মাত্র ৫ শতাংশ বা তারও কম। শেষ ছ'মাসে এই শংসাপত্র চেয়ে আনুমানিক ২০টি আবেদন জমা পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন পুরকর্তারা। নিয়ম অনুযায়ী,

এরপর দশের পাতায়



তিনকাটারি পাহাড়ে তামা চুরি



কালিম্পংয়ের তিনকাটারি পাহাড়ে বছরের পর বছর ধরে চলছে তামাযুক্ত পাথর লুট। অন্যদিকে, তামাটে রঙের ঝরনার জলে রোগ নিরাময়ের বিশ্বাসে শুরু হয়েছে বাণিজ্য।

পূর্ণেন্দু সরকার

তিনকাটারি (গরুবাথান), ১৫ নভেম্বর : তামার পাহাড়। এই উত্তরবঙ্গেই। পাহাড় কেটে নিয়মিত চুরি হচ্ছে এই খনিজ সম্পদ। পরিমাণে খুব বেশি নেই বটে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (জিএসআই) ২০০৩-'০৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় দেড় বর্গকিমি পাহাড়ি এলাকায় ৩৫০ কিউবিক মিটার (১২৩ টন) তামা রয়েছে। তামা রংয়ের জল বইছে বিভিন্ন ঝোরায়। সেই জলে বিভিন্ন রোগ নিরাময় হয় বলে বিশ্বাসের কারণে সেই জলও জার ভরে নিয়ে যাচ্ছেন অনেকে।

নির্দিষ্টভাবে পাহাড়ের ভূগর্ভে তামার ওই ভাণ্ডার রয়েছে কালিম্পং জেলায় গরুবাথান ব্লকের তিনকাটারিতে। ভূপৃষ্ঠের সাড়ে তিন থেকে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় ওই তামার সন্ধান ১৫০ বছর আগে ১৮৭৫ সালে পেয়েছিলেন ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ ফেডেরিক রিচার্ড ম্যালেট। তখনই যে সেখান থেকে স্থানীয় মানুষ তামা সংগ্রহ করে, তার উল্লেখ ছিল ম্যালেটের রিপোর্টে। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

১০ বছর আগেও পাহাড় কেটে সংগ্রহ করা তামা দিয়ে বাসনপত্র বানিয়ে আশপাশের এলাকায় বিক্রি করতেন স্থানীয়রা। কিন্তু একবার ব্যাপক পুলিশি ধরপাকড়ের পর বিরাট মাত্রায় বন্ধ থাকলেও তামা খননে পুরোপুরি লাগাম পরেনি। কুমাই প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক সঞ্জনা ভুজেলের বক্তব্যে তার সত্যতা স্পষ্ট। তাঁর কথায়, 'সরকারিভাবে তামা উত্তোলন করে শিল্পস্থাপন বা অন্য কোনও কিছু করা হলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতি হত। অনেক মানুষ কাজ পেতেন। সেই উদ্যোগ প্রশাসনের নেই।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মিডল তিনকাটারির এক বাসিন্দা জানালেন, সংগ্রহ করার পর তামা গলিয়ে বাসন বানিয়ে বিক্রি এখন না হলেও গলানো তামা ডুয়ার্স ও শিলিগুড়িতে বিক্রি চলছেই। এসবের পিছনে বড় মাথা আছেন বলে স্থানীয়দের ধারণা। জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক বিপুলচন্দ্র সরকারের বক্তব্য, জিএসআই এবং রাজ্যের খনি দপ্তরের অনুসন্ধানে ওই অঞ্চলে তামাযুক্ত শিলার উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। বিশেষত চালকোপাইরাইট (Chalcopyrite)-এর মতো তামার উৎকৃষ্ট আকরিকের উপস্থিতি এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

কুমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনকাটারি এলাকায় বেশ কিছু গ্রামে পাহাড়ি ঝরনার জল গাঢ় তামাটে রংয়ের। জলের সঙ্গে ভূগর্ভস্থ তামা মিশে ওই রংয়ের জল স্থানীয় মানুষ জারে ভরে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে জমা করে রাখেন। সঞ্জনা জানালেন, প্রস্রাবের সময় জ্বালাযন্ত্রণা নিরাময়ে তামামিশ্রিত জল পান করলে উপকার হয় বলে এই জলের খুব চাহিদা আছে এলাকায়।

তামার বর্তমান পরিস্থিতি দেখতে উত্তরবঙ্গ সংবাদ হাজির হয়েছিল ওই ৫০০০ ফুট উচ্চতায়। ডুয়ার্সের খুনিয়া মোড় হয়ে ঝালংয়ের পথে আড়াই হাজার ফুট উচ্চতায় কুমাই টপলাইনের পর আর গাড়ি বা বাইক যায় না। হেঁটে পৌঁছাতে হয় আপার তিনকাটারিতে। সেখান থেকে কিছুটা নীচে মিডল ও লোয়ার তিনকাটারি। ট্রেকিং করে যেতে জায়গায় জায়গায় তামার খোঁজে পাহাড় ভাঙার চিহ্ন নজরে পড়েছে।

পাহাড়ে তামার আধিক্য আছে মিডল ও লোয়ার তিনকাটারিতে। খনিগাঁও, খারখোলা, মূর্তিখোলা, আরিখোলা, মহুয়াখোলা ইত্যাদি গ্রামে ঝোপজঙ্গলে অনেক জায়গায় ঢাকা পড়েছে তামা লুটের ক্ষত। *এরপর দশের পাতায়*

- তিনকাটারি পাহাড়ে তামার সন্ধান মেলে ১৮৭৫ সালে
- এই তামার খোঁজ পান ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ ফেডেরিক রিচার্ড ম্যালেট
- জিএসআইয়ের রিপোর্টে প্রায় ১২৩ টন তামার উপস্থিতির উল্লেখ রয়েছে
- পুলিশি ধরপাকড়েও পাহাড় কেটে তামাযুক্ত পাথর সংগ্রহ চলছে

পুলিশের পক্ষে সওয়াল মুখ্যমন্ত্রীর

এনকাউন্টার ৫

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : এক-দুই করে পঞ্চম। এনকাউন্টারে যে লাগাম পরবে না, তা মুখ্যমন্ত্রীর বয়ানে স্পষ্ট। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'বাংলায় ধর্ষক-খুনির জায়গা নেই। পুলিশকে মারতে এলে পুলিশ কি বাতাসা খাওয়াবে! পুলিশকে গুলি করলে পুলিশ পুষ্পবৃষ্টি করবে না। গুন্ডারা বাংলাদেশে পালাও। এখানে থাকলে যা করার তাই করব। কোনও সহনশীলতা নেই। জিরো টলারেন্স।' রবিবার এনকাউন্টারে নিহত হয়েছেন বীরভূমের নানুরের বাসিন্দা রতন শেখ। পুলিশকে গুলি করায় অভিযুক্ত তিনি।

গুলিতে জখম পুলিশকর্মীকে দেখতে গিয়ে শনিবারই এনকাউন্টারের আভাস দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেছিলেন, 'এই ধরনের খুনি, গুন্ডা ও ধর্ষকদের বিরুদ্ধে পুলিশকে খোলাছুট দেওয়া আছে। পকেটে গুঁজে রাখার জন্য পুলিশকে বন্দুক-গুলি দেওয়া হয়নি। সঠিক সময়ে সেগুলির ব্যবহার করতে হবে। অন্যদের মতো পুলিশেরও বাঁচার অধিকার আছে।' যদিও তিনি একথা বলেছিলেন যে, 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা মেনে পদক্ষেপ করতে। আমি আইনের কথা বলব।'

একথা বলার পর ২৪ ঘণ্টাও কাটল না। আইনের পথে নয়, পুলিশের বন্দুকের গুলিতে নিকেশ হয়ে গেলেন নানুরের রতন। শান্তিনিকেতন থানার কনেস্টবল বিশ্বজিৎ দাসকে গুলি করার পর তিনি ফেরার ছিলেন। শনিবারই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, যেখান থেকে হোক রতনকে খুঁজে বের করা হবে। শুধু খুঁজে বের করা নয়, আদালতের দ্বারস্থ না হয়ে পুলিশ তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলল।

রবিবার প্রথমে রতনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশের বয়ান অনুযায়ী তিনি ধরা



- পুলিশের দাবি, অস্ত্র উদ্ধারে নিয়ে যাওয়ার সময় রতন গুলি চালালে আত্মরক্ষার্থে পালটা গুলি চালানো হয়
- বারুইপুর, গাইঘাটা, সামশেরগঞ্জ ও রায়গঞ্জের পর গত ছ'মাসে বাংলায় এটি পঞ্চম এনকাউন্টার
- সওয়াল করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পুলিশকে আক্রমণ করলে পালটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে

পড়েন বর্ধমান জেলার নবাবহাটে। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি নাকি কবুল করেন যে, পুলিশকে গুলি করার আগ্নেয়াস্ত্রটি লুকিয়ে রাখা আছে নানুরের এক ইটভাটায়। এরপরের গল্পগুলি গত ছয় মাসে সংগঠিত আরও চারটি এনকাউন্টারের মতো। রতনকে নিয়ে ওই ইটভাটায় রবিবার বিকেলে তল্লাশিতে যায় পুলিশ। তখন আচমকা গুলি চালান রতন। পুলিশের গাড়িতে গুলি লাগে।

পুলিশ 'আত্মরক্ষার্থে' পালটা গুলি চালালে রতন আহত হন। তড়িঘড়ি নানুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে। সেখানকার এক চিকিৎসকের বক্তব্য, রবিবার বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিট নাগাদ 'শট ডেড' হিসেবে ঘোষণা করেছিল নানুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এখন ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার অপেক্ষা।

তবে পুলিশের হাতে বন্দি অবস্থায় রতন কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পেলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। প্রশ্ন উঠছে, তাঁর সঙ্গে কি বন্দুক ছিল নাকি তিনি পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিলেন? ঘটনা যাই হোক, বারুইপুর, গাইঘাটা, সামশেরগঞ্জ ও রায়গঞ্জের পর বাংলায় বিজেপির জমানার ছয় মাসে পঞ্চম এনকাউন্টার হয়ে গেল নানুরে।

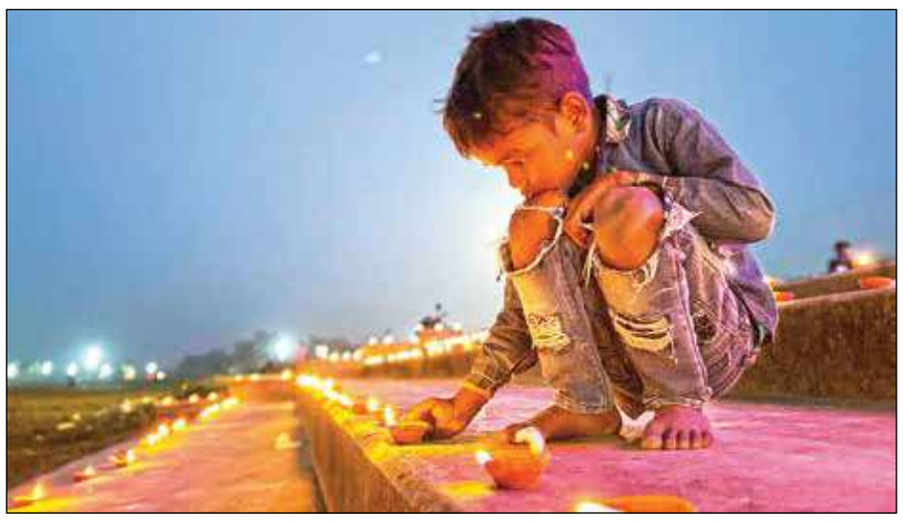
মুখ্যমন্ত্রী এনকাউন্টারের পক্ষে যতই সাফাই দিন, নানা প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। মমতা-তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'এই ধরনের হিরোইজম দেখাতে গিয়ে পুলিশ আসলে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করছে কি না, সেটা বোঝা দরকার। বিচার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে না গিয়ে পরপর এই ধরনের ঘটনা চলতে থাকলে পরে এর অপব্যবহার শুরু হলে সেটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'অপরাধের বিচারের জন্য বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারের কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে আইন-আদালতের দরকার নেই। বিচারের দায়িত্ব সরকার হাতে তুলে নিলে সেটা বিপজ্জনক প্রবণতা।' বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি চালালে ঠিক আছে। কিন্তু সেটা কৃত্রিম কি না, দেখা দরকার। গণতন্ত্রে বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা থাকে।'

প্রশ্ন তুলেছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর-ও। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি রঞ্জিত শুর বলেন, 'এই হত্যাকাণ্ড আসলে বিচারবহির্ভূত। এভাবে বিজেপি সরকার বিচার ব্যবস্থা ও সংবিধানকে হত্যা করছে। যত বড়ই অপরাধী হোক, প্রত্যেকের বিচার পাওয়ার অধিকার আছে।' এনকাউন্টারে নিহত রতন বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। শুক্রবারই তিনি জামিন পান। অস্ত্র আইন, মাদক পাচার সহ ৩৬টি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

জামিন পাওয়ার পর শান্তিনিকেতনের কাছে লায়েক বাজারে স্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন রতন। ওই সময় পুলিশ তাঁকে ধরতে যাওয়ায় রতন গুলি চালান বলে অভিযোগ। তাতে বাঁ পায়ে গুলি লাগায় আহত হন কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বর্ধমান মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। তাঁকে দেখতে গিয়ে শনিবার জামিন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কীভাবে জামিন হল, সরকারি আইনজীবীর ভূমিকা কী ছিল, ইত্যাদি খতিয়ে দেখার কথা বলেছিলেন শুভেন্দু। এনকাউন্টারে অভিযুক্তের মৃত্যুর পর সেসবের আর দরকার হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

উৎসবের জ্যোতি



ছটের আলো শৈশবে আলো দিল কি? ইসলামপুরের কাছে বিহারের বলদিহাটে। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক

কৃতিত্বের ঢাকেই বক্সায় বিপত্তি

সময়ের কথা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী



'তৃণমূল কংগ্রেস ১৫ বছরেও পারেনি। আমরা ক্ষমতায় আসার কয়েক মাসের মধ্যেই বাঘ ফেরালাম'- তাড়াহুড়ো করে শুধুমাত্র এই কৃতিত্ব নিতে গিয়েই বক্সায় বাঘের পুনর্বাসন ইস্যুতে ল্যাজেগোবরে হয়ে গিয়েছে বর্তমান সরকার। এই অরণ্য, তার জীববৈচিত্র্য এবং মানুষের দীর্ঘদিনের সহাবস্থানের ইতিহাসই বাঘের প্রকৃত ঠিকানা। সেখানে বাঘের প্রত্যাবর্তনকে রাজনৈতিক সাফল্যের বিজ্ঞাপন বানানোর চটজলদি উপায় যদি বাঘেরই নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, তবে সেই সাফল্যের ঢাক যত জোরেই বাজুক, ভিতরের ফাঁক ঢাকা পড়ে না। বক্সাতে ঠিক সেটাই হয়েছে।

বক্সায় বাঘ ফিরুক, এই দাবির বিরোধিতা করার কোনও কারণ নেই। বরং দীর্ঘদিন ধরে বাঘশূন্য হয়ে থাকা এই বনাঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের স্থায়ী প্রত্যাবর্তন উত্তরবঙ্গের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের স্বার্থেই জরুরি। কিন্তু বাঘ ফেরানোর মতো বৈজ্ঞানিক, সংবেদনশীল ও দীর্ঘমেয়াদি একটি সংরক্ষণ প্রকল্পকে রাজনৈতিক সাফল্যের প্রচার মঞ্চে পরিণত করায় শুরু থেকেই বিপদের আশঙ্কা করছিলেন বনকর্তাদের একাংশ। সেই আশঙ্কাই বাস্তব হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন শুধু একটি বাঘিনীর গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু বা বাঘের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে বন দপ্তরের ব্যর্থতা নিয়ে নয়। প্রশ্ন হল, পর্যাপ্ত প্রস্তুতি, বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন এবং পরিকাঠামোগত নিশ্চয়তা ছাড়াই এত বড় একটি প্রকল্পের সূচনা করা হল কেন? আর একের পর এক বিপর্যয়ের পরেও দায় স্বীকারের বদলে বনমন্ত্রীর আত্মপ্রচারের প্রবণতা বজায় থাকছে কেন?

বক্সায় বাঘ ফেরানোর পরিকল্পনা হঠাৎ তৈরি হয়নি। সরকারি নথি বলছে, ২০১৮ সাল থেকেই রাজ্য বন দপ্তরের অর্থায়নে ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি ও দীর্ঘমেয়াদি নজরদারির প্রকল্প চলছিল। অর্থাৎ প্রস্তুতির জন্য সময় ছিল প্রায় আট বছর। অথচ ২০২৬ সালের ২ অক্টোবর বাঘিনীকে বক্সায় ছাড়ার জমকালো অনুষ্ঠান ও সাফল্যের ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই প্রকল্পের বাস্তব প্রস্তুতি নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন উঠতে শুরু করল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতেই বলা হয়েছিল, এই প্রকল্পের সাফল্য বাঘ ছাড়ার সংখ্যায় নয়, নিরাপদ বাসস্থান, পর্যাপ্ত খাদ্য, সুরক্ষা, নজরদারি এবং স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে স্বনির্ভর বাঘের জনসংখ্যা গড়ে ওঠার ওপর নির্ভর করবে। সেই ঘোষণার সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাগুলির ফারাক স্পষ্ট।

বাঘ ফেরানোর সাফল্য প্রচার করা সহজ। কিন্তু বাঘের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা দীর্ঘমেয়াদি এবং কঠিন কাজ। বক্সার জন্য পাঁচ বছরের টাইগার অগমেন্টেশন অ্যান্ড সফট রিলিজ প্রকল্পে প্রস্তাবিত ব্যয় প্রায় ৫০.৮৩ কোটি টাকা। শিকার প্রাণীর সংখ্যা বাড়ানো থেকে শুরু করে ঘাসজমি পুনরুদ্ধার, নিরাপদ আশ্রয় এবং নজরদারির পরিকল্পনা রয়েছে। অথচ প্রথম বাঘিনীর পুনর্বাসন পর্বেই এনক্লোজারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যে পরিকাঠামো বাঘকে সাময়িকভাবে নিরাপদে রাখার কথা, সেখান থেকেই তার বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তা হলে প্রকল্পের প্রস্তুতি যাচাই করেছিল কে? বাঘের জন্য তৈরি আশ্রয় যদি বাঘের নিরাপত্তাই নিশ্চিত করতে না পারে, তবে সেই পরিকাঠামোর সাফল্য কোথায়?

এখানে আরও একটি মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে। বাঘকে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে ছেড়ে দিলেই সংরক্ষণের কাজ শেষ?

এরপর দশের পাতায়

পুরভোটের আগে সব ওয়ার্ডে কমিটি তৃণমূলের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : উত্তরের অন্য জেলাগুলিতে সংগঠনের শীতঘুম না ভাঙলেও শিলিগুড়িতে যথেষ্ট তৎপর সদ্য পূর্বতন শাসকদল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইঙ্গিত দিয়েছেন, ফেব্রুয়ারিতেই হতে পারে পুরনিগমের ভোট। ফলে আর দেরি করতে নারাজ গৌতম দেব ও কুন্তল রায়ের নেতৃত্বাধীন জেলা তৃণমূল। দ্রুত সংগঠন সাজানোর কাজ শুরু করেছে মমতা শিবিরের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। চলতি মাসের মধ্যেই ওয়ার্ড সভাপতি এবং ব্লক নেতৃত্বের নাম ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা নেতৃত্ব।

এবার সাংগঠনিক কাঠামোয় কিছু রদবদলও হচ্ছে। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের চূড়ান্ত তালিকায় থাকা ৬৩টি ওয়ার্ড ধরেই সভাপতি বাছাইয়ের কাজ চলছে। তবে ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়লেও শহর ব্লক কমিটি কমিয়ে তিনটি করা হচ্ছে। রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দলের লোকবল কমে যাওয়ায় তৃণমূল এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। যদিও তা মানতে নারাজ দার্জিলিং জেলা সভাপতি কুন্তল রায়। তাঁর বক্তব্য, 'আগে তিনটি শহর কমিটি ছিল। বিধানসভা ভোটের কিছুদিন আগে শহর কমিটির সংখ্যা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে কাজ কিছুই হয়নি। তাই নতুন করে তিনটি শহর কমিটি তৈরি করা হচ্ছে।'

পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে বিজেপি বিরোধী সব রাজনৈতিক দলেরই আপত্তি রয়েছে। সিপিএম এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে আদালতে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে। এর মধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের প্রস্তুতি শুরু করেছে।

বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তৃণমূল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শিলিগুড়িতে মমতা শিবির দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয় গৌতম দেবকে।

এরপর দশের পাতায়

অপেক্ষায় বিশেষজ্ঞরা, বাঘিনী কই!!!

বক্সার জঙ্গলে বাঘিনীর স্বাস্থ্যের খোঁজে বিশেষজ্ঞ দল। শনিবার থেকে নজরদারিতে রয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিক ও বিজ্ঞানীরা। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা কেটে গেলেও দেখা মেলেনি বিটিআর টিএফ-১'এর। তাই ট্র্যাপ ক্যামেরার পাশাপাশি ভরসা এখন নিজের চোখে পর্যবেক্ষণ।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৫ নভেম্বর : বক্সার বাঘিনী বিটিআর টিএফ-১ যে বেশ লাজুক ও চালাক, তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বক্সার জঙ্গলে থাকার সময় হোক কিংবা অসমের লোকালয়ে ঘোরার সময়, বাঘিনীর দেখা পেতে কম কসরত করতে হয়নি বনকর্মীদের। এবার সেই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি বক্সায় তদন্তে আসা বিশেষজ্ঞ দলও। শনিবার থেকে জঙ্গলে ওঁত পেতে রয়েছেন ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এনটিসিএ) এবং ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার (ডব্লিউআইআই) আধিকারিক ও বিজ্ঞানীরা। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা কেটে গেলেও গভীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসেনি বাঘিনী। ট্র্যাপ ক্যামেরাও এখনও বিশেষ কাজে আসেনি। ফলে বাঘিনীর দেখা না পেয়ে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না দল। অথচ সামনে থেকে বাঘিনীকে দেখে তার স্বাস্থ্যের অবস্থা খতিয়ে দেখা এখন জরুরি।

রবিবার তদন্তকারী দলের সদস্য এনসিটিএ'র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনস্পেকটর জেনারেল অফ ফরেস্ট সাজিদ সুলতান বলেন, 'অনেক বাঘ লাজুক হয় না। ক্যামেরার সামনে চলে আসে। এই বাঘিনী উলটো। ভীষণ লাজুক। সেজন্য সহজে সামনে আসছে না। বাঘিনীর স্বাস্থ্যের অবস্থা কীরকম সেটা জানা বর্তমানে খুবই জরুরি। সে সুস্থ রয়েছে কি না, ঠিক করে খাচ্ছে কি না সেটা দেখা হবে। যদি কোনও সমস্যা থাকে তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।'



- ৪৮ ঘণ্টা অপেক্ষার পরও বিশেষজ্ঞদের সামনে আসেনি বক্সার বাঘিনী বিটিআর টিএফ-১
- গর্ভপাতের পর বাঘিনীর স্বাস্থ্য জানতে সরাসরি পর্যবেক্ষণ জরুরি মনে করছে তদন্তকারী দল
- প্রায় ৫০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়েও গত দু'দিনে মেলেনি প্রয়োজনীয় ছবি

বৃহস্পতিবার থেকেই বক্সায় তদন্ত শুরু করেছে ওই দল। বাঘিনীর এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং গর্ভপাতের বিষয়টি সামনে আসার পর গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় এনটিসিএ। সেইমতো দিল্লি থেকে সংস্থার আধিকারিকরা বক্সায় আসেন। দেরাদুন থেকে এসেছেন ডব্লিউআইআই-এর বিজ্ঞানীরাও। বাঘিনী যে এলাকায় ছিল, সেই জায়গাগুলি এবং এনক্লোজার ঘুরে দেখেছেন তদন্তকারীরা। রাজ্যের বনকর্তাদের পাশাপাশি বক্সার আধিকারিকদের সঙ্গেও তাঁদের আলোচনা হয়েছে।

তবে বাঘিনীর বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে তাকে চাক্ষুষ দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা। সেই কারণেই বক্সার যে এলাকায় বাঘিনী রয়েছে, সেখানে অপেক্ষায় রয়েছেন দলের সদস্যরা। বাঘিনীর গতিবিধি ও বিভিন্ন সময়ের ছবি পাওয়ার জন্য জঙ্গলে প্রায় ৫০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। কিন্তু গত দু'দিনে সেগুলি বিশেষ কাজে আসেনি। বাঘিনীকে ফের ট্রাঙ্কুলাইজ করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। অথচ গর্ভপাতের পর তার শারীরিক অবস্থা কেমন, তা জানা জরুরি। তাই আপাতত অকুলার এস্টিমেট পদ্ধতির ওপর ভরসা করছেন বিশেষজ্ঞরা। কোনও যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই দূর থেকে চোখে দেখে, অথবা ছবি পর্যবেক্ষণ করে এই পদ্ধতিতে বাঘিনীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

অকুলার এস্টিমেট পদ্ধতিতে বাঘের পাঁজরের হাড়, মেরুদণ্ড এবং কোমরের হাড় কতটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তা খেয়াল করা হয়।

এরপর দশের পাতায়



আপন মনে আপন দুনিয়ায়... কোচবিহারের তোর্ষাপাড়ে। রবিবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

কাঠ পাচারে সাইকেলে বদল

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : গরুমারার জঙ্গলে গাছ কেটে পাচারের জন্য ব্যবহার করা হত বিশেষভাবে মডিফাই করা সাইকেল। জঙ্গলের সরু রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সাইকেলকে কাঠ পাচারের হাতিয়ার করে তুলেছিল দুষ্কৃতীরা। সাইকেলে চোরাই গাছের লগ চাপিয়ে জঙ্গলের ভিতর থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত। গাছ কাটতে গিয়ে এক দুষ্কৃতীর মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নেমে এমনই পাচার কৌশলের হদিস পেয়েছে পুলিশ ও বন দপ্তর। ধৃত তিনজনকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই কারবারে আর কারা যুক্ত, কীভাবে চলত পাচারের কাজ, তা জানার চেষ্টা চলছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, সাইকেলটি আর পাঁচটি সাধারণ সাইকেলের মতো নয়। সাইকেলের প্যাডল ও চেন খুলে ফেলে মাঝের ত্রিভুজাকৃতির কাঠামো কেটে গোলাকার করা হয়েছিল। ওই অংশের মধ্যে দিয়ে গাছের লগ ঢুকিয়ে নেওয়া হত। পিছনের ক্যারিয়ারের মাঝে বসানো থাকত একটি রড। তার সঙ্গে সাইকেলের রাবারের টায়ার লাগানো হত। একইভাবে সামনের হ্যান্ডেলে টায়ার বসানো থাকত। ওই দুই প্রান্তের টায়ারের মধ্যে গাছের গুঁড়ির দুই দিক ঢুকিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। এভাবে প্রায় ৬ থেকে ৭ ফুট লম্বা লগ বহন করা সম্ভব ছিল। সাইকেলটি চালানোর বদলে ঠেলে সরু পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। বনকর্মীদের নজরে পড়লে কাঠসমেত সেটি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ফেলাও সহজ ছিল।



সাইকেলের প্যাডল ও চেন খুলে কাঠ পাচারের ব্যবস্থা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গলের ভিতরে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার অসুবিধার পাশাপাশি কাঁধে করে কাঠ বয়ে নিয়ে যাওয়ার ঝক্কি এড়াতেই এই পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল চক্রটি। আগে দুজন মিলে কাঁধে করে গাছের গুঁড়ি বহন করতে হত। তাতে সময় ও পরিশ্রম দুই-ই বেশি লাগত। সাইকেলে লগ ঝুলিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়ায় একজনের পক্ষেও সেই কাজ অনেক সহজ হয়ে উঠেছিল। জঙ্গলের ভিতরের সরু পথ দিয়ে কাঠ বের করে আনার জন্য সাইকেলটি কার্যত বিশেষ বাহনের কাজ করত।

> ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে আবেদন জানাবে বন দপ্তর।
>
> **রাজীব দে** এডিএফও, গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগ

গত বৃহস্পতিবার রাতে লাটাগুড়ি জঙ্গল সংলগ্ন জাতীয় সড়কের ধারে রাজকুমার রায়ের (৩০) মৃতদেহ উদ্ধারের পর এই চক্রের বিষয়টি সামনে আসে। গাছ কাটতে গিয়েই দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। কয়েক মাস আগেও ভিনরাজ্যে কাজ করতেন রাজকুমার। সম্প্রতি ফিরে এসে এই চক্রে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তদন্তে জানা গিয়েছে, এই কারবারে মোট পাঁচজন যুক্ত ছিলেন। তবে তাঁরা সবসময় একসঙ্গে কাজ করতেন না। জঙ্গলে গাছ চিহ্নিত করা, কাটা, নির্দিষ্ট পথ দিয়ে কাঠ বের করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া এবং পরে হাতকরাত দিয়ে চেরাই— সদস্যদের মধ্যে কাজ ভাগ করা ছিল। এই পাঁচজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে, তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। বাকি একজনের খোঁজ চলছে। জানা গিয়েছে, তাঁর বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতে।

ঘটনাস্থল থেকেই কাঠ বহনের কাজে ব্যবহৃত সাইকেলটি উদ্ধার করে বন দপ্তর। সেটি বর্তমানে তাদের হেপাজতে রয়েছে। একটি সাইকেলকে এভাবে বদলে নিয়ে কাঠ পাচারে ব্যবহার করার বিষয়টি সামনে আসায় জঙ্গলের ভিতরে নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুদীপ্ত সরকার জানান, ধৃতদের জেরা চলছে। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানান, ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে আবেদন জানাবে বন দপ্তর।

হারিয়ে যেতে বসেছে নুনিয়া ধানের সুবাস

নারায়ণ রায় ও রামপ্রসাদ মোদক



বানারহাট ও রাজগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : শরতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় একসময় বানারহাটের দুরামারি ও নাথুয়ার বিস্তীর্ণ ধানখেত থেকে ভেসে আসত সুগন্ধি নুনিয়া ধানের মিষ্টি সুবাস। সুবাসে প্রাণ জুড়াত রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কায়েতগছ থেকে জামাদারগছে। মাঠের পর মাঠ জুড়ে দুলত সোনালি ধানের শিষ। নুনিয়া ধান শুধু একটি ফসল নয়, এলাকার কৃষিজীবনের গর্ব এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা এক ঐতিহ্য। অথচ সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজ সেই ঐতিহ্যের রং ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। উৎপাদন খরচ, শ্রমিকের অভাব, হাতির হানা ও উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় নুনিয়া ধানের চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন কৃষকদের একাংশ।

একসময় বর্ষার জল মাটিতে মিশতেই শুরু হত নুনিয়া ধান চাষের প্রস্তুতি। ভাদ্র মাসে শুরু হত চাষের কাজ, অগ্রহায়ণে ঘরে উঠত ফসল। ধান ঘরে তোলার আনন্দে মুখর হয়ে উঠত কৃষক পরিবার। বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-১ ও শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এই ধানের চাষ হয়ে আসছে। প্রবীণ কৃষক নবীন রায়ের স্মৃতিতে আজও ভাসে সেই সোনালি দিনগুলি। তাঁর কথায়, 'নুনিয়া ধান ঘরে তোলার আনন্দই ছিল অন্যরকম। নুনিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল পারিবারিক আবেগ ও গ্রামের বহু স্মৃতি। বাড়িতে নুনিয়া চালের রান্নার সুগন্ধ ছিল আলাদা। শাকসবজি ছাড়াই ভাতের স্বাদ ছিল আলাদা রকমের। আত্মীয়স্বজন বাড়িতে এলে এই চাল উপহার হিসেবে পাঠানো হত।'

> নুনিয়া ধান ঘরে তোলার আনন্দই ছিল অন্যরকম। নুনিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল পারিবারিক আবেগ ও গ্রামের বহু স্মৃতি। বাড়িতে নুনিয়া চালের রান্নার সুগন্ধ ছিল আলাদা। শাকসবজি ছাড়াই ভাতের স্বাদ ছিল আলাদা রকমের। আত্মীয়স্বজন বাড়িতে এলে এই চাল উপহার হিসেবে পাঠানো হত।
>
> **নবীন রায়** কৃষক

একসময় পাঁচ-ছয় বিঘা জমিতে কালোনুনিয়া ধান চাষ করতেন রাজগঞ্জ ব্লকের জামাদারগছের ভবদয়াল রায়। তিনি বলেন, 'অন্য ধানের তুলনায় কালোনুনিয়ার দাম দ্বিগুণেরও বেশি। ফলে বিঘাপ্রতি ফলন কম হলেও এই ধানের চাষ করতাম। এখন কমিয়ে দিয়েছি।' এখনও বেশিরভাগ জমিতে কালোনুনিয়ার চাষ করেছেন বলে জানান কায়েতগছের নরেশ রায়। রাজগঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী জেলা কৃষি আধিকারিক অজয় রাম বলেন, 'চাষে আগ্রহ বাড়াতে উন্নত প্রজাতির কালোনুনিয়ার ধানের বীজ এ বছর কৃষকদের দিয়েছি। আমাদের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৬০ বিঘা জমিতে এই ধান চাষ হয়েছে।'

কৃষি দপ্তর উৎসাহ দিচ্ছে, কিন্তু সুদিন ফিরছে না। বানারহাটের কৃষকদের বক্তব্য, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিশ্রমিকের অভাব বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর ধান পাকার মরশুমে মরাঘাট জঙ্গল থেকে হাতির পাল এসে ফসল নষ্ট করছে। দুরামারির কৃষক ধনঞ্জয় রায়ের হিসেব, 'এক বিঘা জমিতে নুনিয়া ধান চাষ করতে প্রায় ৬ থেকে ৮ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ ফসল বিক্রি করে মিলছে মাত্র ৯ থেকে ১০ হাজার টাকা। ফলে খরচের তুলনায় লাভ অত্যন্ত কম।' কৃষক মনোরঞ্জন বর্মন মনে করেন, 'নুনিয়া ধান হারিয়ে যাওয়া মানে শুধু একটি বিশেষ প্রজাতির ধান হারানো নয়, হারিয়ে যাবে এলাকার মাটির সঙ্গে মিশে থাকা বহু প্রজন্মের স্মৃতি।'

হারিয়ে যাওয়ার আগে এই সুগন্ধি ধানের চাষ সংরক্ষণ ও প্রসারে উদ্যোগ নেওয়ার পক্ষে কৃষকরা। তাঁরা মনে করেন, মাঠ থাকবে, বিভিন্ন চাষ থাকবে, কিন্তু চিরচেনা কালোনুনিয়া ধানের সুবাস হারিয়ে গেলে এলাকার নিজস্ব পরিচয়ের একটি স্মৃতি মুছে যাবে।

সুরের মঞ্চে আইসি, বিডিও

পুরাতন মালদা ও হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৫ নভেম্বর : রোজ যাঁদের ব্যস্ততা কাটে আইনশৃঙ্খলা সামলে আর প্রশাসনিক ফাইলপত্র ঘেঁটে, শনিবার সন্ধ্যায় তাঁরা হাতে তুলে নিলেন মাইক্রোফোন! তাও আবার যেমন-তেমন গান নয়, একেবারে বাংলা ও হিন্দি গানের ডালি সাজিয়ে মঞ্চ কাঁপালেন মালদা থানার আইসি গোপাল বিশ্বাস এবং পুরাতন মালদা ব্লকের বিডিও অনীক রায়। শুধু গান গেয়েই ক্ষান্ত হননি, দর্শকদের উৎসাহে তাঁদের নাচতেও দেখা গেল প্রশাসনের এই দুই শীর্ষ কর্তাকে।

শনিবার সন্ধ্যায় কালাচাঁদ হাইস্কুল মাঠে মালদা থানার উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'দীপ জ্বেলে যাই'। সংবর্ধনা পর্ব মিটতে মঞ্চে গায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মালদা থানার আইসি। মাইক্রোফোন হাতে তাঁর গলায় একের পর এক বাংলা ও হিন্দি গান শুনে উপস্থিত দর্শকরা তখন রীতিমতো মুগ্ধ। আইসির সুরের রেশ কাটতে না কাটতেই আসরে নামেন পুরাতন মালদা ব্লকের বিডিও। দুই কর্তার এমন প্রাণবন্ত পারফরমেন্সে দর্শকরাও মেতে ওঠেন আনন্দে।

আইসি বলেন, 'গান আমার কাছে নিছক বিনোদন নয়, গান হচ্ছে ওষুধ। মন ভালো থাকুক কিংবা খারাপ, গান সবসময় আমার সাথ দেয়।' পিছিয়ে থাকলেন না বিডিও। তাঁর কথায়, 'গান গাওয়া আমার শখ। গান গেয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়াটা একটা আলাদা মাত্রা পায়।'

অন্যদিকে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বাইসা গ্রামে দুঃস্থ পরিবারের শিশুদের সপ্তাহে দু'দিন করে পড়াবেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সুমিত ঘোষ। শনিবার শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আদিবাসী শিশুদের সঙ্গে সময় কাটানোর পর এমন ঘোষণা করেন তিনি। তিনি বলেন, 'আগামীতে কাজকর্মের ফাঁকে সপ্তাহে অন্তত দু'দিন ওদের পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য করার চেষ্টা করব।'

মাদ্রাসার স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় একজোট

মুরতুজ আলম

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ চলবে না। দ্রুত মেটাতে হবে শূন্যপদ ও ডাই-ইন-হারনেস নিয়োগের জট। এমনই একাধিক দাবিকে সামনে রেখে সরকারের মাদ্রাসা সংক্রান্ত নীতির প্রতিবাদে এবার বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিল বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরাম (অরাজনৈতিক)। স্কুল সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে মাদ্রাসা কমিশনকে জুড়ে দেওয়ার কোনও উদ্যোগ মানা হবে না বলে স্পষ্ট জানাল ওই সংগঠন।

রবিবার শিলিগুড়ির পাঁচকেলগুড়িতে রঘুকুল ভবনে ফোরামের উত্তরবঙ্গ জোনের সভায় এসব নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় মালদা, দুই দিনাজপুর, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং থেকে ২০০-র বেশি প্রতিনিধি ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি ইসরারুল হক মণ্ডল, সম্পাদক মীর রবিউল ইসলাম সহ অন্যরা।

সভায় ইসরারুল বলেন, 'রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে ৭৫০টি শূন্যপদের জন্য পরীক্ষা হয়েছে। এবার দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। পাশাপাশি ১২টি ডাই-ইন-হারনেস মামলারও দ্রুত নিষ্পত্তি প্রয়োজন। সংগঠন পরিচালনায় নানা প্রতিবন্ধকতা থাকলেও মাদ্রাসা শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বার্থে ফোরাম লড়াই চালিয়ে যাবে।' তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, 'সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে ভালো পদক্ষেপ করলে ফোরাম স্বাগত জানাবে। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বার্থবিরোধী কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'ফোরাম কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নয়। কোনও দলের পৃষ্ঠপোষকতাতেও সংগঠন চলে না। মাদ্রাসাকে শুধুমাত্র মুসলিমদের প্রতিষ্ঠান ভাবা ঠিক নয়। কারণ, কর্মরতদের ৪৩ শতাংশই অমুসলিম। মাদ্রাসা ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করলে প্রভাব সকলের উপরই পড়বে।'

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'সরকার একটি নীতি নিয়েছে। আমার মনে হয় না সেই অবস্থান আর বদলাবে। গণতান্ত্রিক দেশে সকলেরই অধিকার রয়েছে নিজেদের মতামত জানানোর।'



বক্তব্য রাখছেন বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরামের রাজ্য সভাপতি।

এছাড়াও রাজ্যে ৬১৪টি হাই, সিনিয়ার ও জুনিয়ার হাই মাদ্রাসার পাশাপাশি ইংরেজিমাধ্যম, এমএসকে এবং আন-এইডেড মাদ্রাসাও রয়েছে। ১২ বছরের পুরোনো এই সংগঠনকে শক্তিশালী করার কথাও ওঠে। রাজ্য কমিটির সদস্য মহম্মদ মেহেদী হাসানের বক্তব্য, 'শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় ফোরাম নিরন্তর কাজ করে চলেছে। সভায় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সংগঠনের কাজকর্ম নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে।'

এদিনের সভায় কোচবিহার থেকে উত্তম সরকার, জলপাইগুড়ি থেকে আলপনা সাহা, আলিপুরদুয়ার থেকে পুলক কুমার, উত্তর দিনাজপুর থেকে আব্দুস সাকির এবং মালদা থেকে আব্দুর রহিম বক্তব্য রাখেন।

অ্যাফিডেভিট

আমি Tarikul Alam, S/o-Jakir Hossain, গ্রাম-কুশরাক্ষা, পোস্ট : সামসী, থানা-রতুয়া, জেলা-মালদা। আমার আসল নাম Tarikul Alam যা ভোটার কার্ডে উল্লেখিত। কিন্তু আমার আধার কার্ডে Tarikulam Alam উল্লেখ রয়েছে। গত ০৪/১০/২৬ তারিখে চাঁচল এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Tarikul Alam ও Tarikulam Alam একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/124452)

●

আমি জাহেরা খাতুন, স্বামী-মৃত আব্দুল হোসেন, এন.এন. রোড (উত্তর), ওয়ার্ড নং-৯, থানা-কোতোয়ালি, পোঃ+জেলা-কোচবিহার, পঃবঃ আমার আধার কার্ড নং-229531225556-এ আমার নাম ভুলবশত জাহেরা বিবি থাকায় গত ০১/০৪/২৬ Ld. J.M. 1st ক্লাস, সদর, কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমি জাহেরা খাতুন নামে পরিচিত হলাম। জাহেরা খাতুন ও জাহেরা বিবি-একই ব্যক্তি। (C/A)

কর্মখালি

GUP : Walk-In-Interview-18.11.26, 11 AM, Pahari Para, Jalpaiguri. Posts : Zonal Supervisor (1-Jalpaiguri Dist.) & CLW (1-Kalchini Block), LWS Project (WB SAP&CS). Ph : 9091353561 (C/124289)

●

Urgent Hiring-P.S. Enterprise, Siliguri, We are urgently looking for experienced candidates for the following positions : 1. Accountant-Salary : Rs. 1,00,000 per month. Must have relevant work experience. 2. Cashier & Stock Maintenance (Female Candidate Preferred) - Salary : Rs. 40,000 per month. Must have relevant work experience. Preference : Candidates with prior experience in an Advertising Agency will be given preference. Job Location : M.N. Sarkar Road, Chanapatty, Mahananda Para. Contact for Applications: 9749094591/ 9932723926. (C/124291)

আজ টিভিতে



আলোর পথযাত্রী পর্বে কলকাতার 'আলপনা দিদি' রত্নাবলী ঘোষকে নিয়ে দুই পর্বের তথ্যচিত্র। আজ প্রথম পর্ব রাত ৮.৩০ **ডিডি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৮.০০ ধর্মযুদ্ধ, ১০.৩০ মানসকন্যা, দুপুর ২.০০ পাগলু-টু, বিকেল ৫.০০ মিস কল, রাত ৯.৩০ মন মানে না
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, বিকেল ৪.০০ সূর্য, সন্ধে ৭.৩০ দাদাঠাকুর, রাত ১১.০০ আঘাত
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ ভালোবাসা, বেলা ১১.৩০ রূপবান, দুপুর ২.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, বিকেল ৫.০০ সুন্দর বউ, রাত ৮.০০ দেবীবরণ, ১০.৩০ দাদার কীর্তি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পলাতক
কালার্স বাংলা : দুপুর ১২.৩০ রহমত আলি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৩১ দাতা, বিকেল ৪.০৬ দুলহন হম লে জায়েঙ্গে, সন্ধে ৬.৫০ ইতিহাস, রাত ৮.৫২ যশবন্ত, ১১.২৪ দিওয়ার
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪৩ গীতা গোবিন্দম, বিকেল ৪.১৪ করণ অর্জুন, সন্ধে ৭.২৯ ড্রিম গার্ল, রাত ৯.৪৬ গঙ্গাজল
স্টার গোল্ড : বেলা ১১.১৮ জলি এলএলবি-টু, দুপুর ১.৫০ কুলি-দ্য পাওয়ার হাউস, বিকেল ৫.১৭ শুট আউট অ্যাট লোখণ্ডওয়ালা, সন্ধে ৭.৫০ ভুল ভুলাইয়া, রাত ১০.৫৭ চক দে ইন্ডিয়া



ভুল ভুলাইয়া
সন্ধে ৭.৫০ স্টার গোল্ড



পলাতক দুপুর ২.৩০
ডিডি বাংলা

জি বলিউড : বেলা ১১.০২ লোহা, দুপুর ১.৪০ পরিবার, বিকেল ৪.২৭ চায়না গেট, রাত ৮.০০ তেরি মেহরবানিয়াঁ, ১০.৫৯ আখরি গুলাম



লেক লাইফ : বিনিথ দ্য সারফেস
রাত ৯.০৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

পেটের টানে মহানন্দা নদীতে বোতল সাফাই

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৫ নভেম্বর : রবিবার সকাল। ছটপুজো চলছে। মহানন্দার দুই তীরে কাতারে কাতারে মানুষ। সকলে ব্যস্ত উৎসব পালনে। তারই মাঝে নদীর স্রোতে দাঁড় হাতে নৌকায় বসে এক ব্যক্তি। জীর্ণ শরীর। মাথায় ছোট ছোট পাকা চুল। পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি, কালো হাফ প্যান্ট। নদীর দিকে মানুষটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যেন পলক পড়ছে না। নদীতে ভেসে আসা একের পর এক প্লাস্টিকের জলের বোতল ক্ষিপ্র হাতে তুলে নিচ্ছেন তিনি। রাখছেন নৌকায়। নদীর দুই তীরের কোলাহল যেন মানুষটির কানে পৌঁছাচ্ছে না। ধীরে ধীরে নৌকায় বোতল জমতে জমতে পাহাড় হল। মানুষটি নৌকা বেয়ে এগোতে থাকলেন নিজের গন্তব্যে।

কিন্তু কে এই ব্যক্তি? তাঁর কাজটাই বা কী? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মানুষটির নাম ভুটু হালদার। পেশায় মৎস্যজীবী। মালদা শহরের বালুচরে তাঁর বাড়ি। নিয়মিত মহানন্দা নদীতে মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, মহানন্দায় আর আগের মতো মাছ নেই। মাছ ধরে সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব। তবু নিয়মিত নৌকা নিয়ে মহানন্দায় জাল ফেলেন ভুটু। এদিন ছটপুজোয় মহানন্দায় ব্যাপক ভিড় ছিল। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষটি তাই নদীতে ভেসে আসা বোতল তোলা শুরু করেন। তবে শুধু একদিন নয়, জালে বোতল উঠলে তা জমিয়ে বিক্রি করেন ভুটু। নদী যেন অলিখিত ডাস্টবিন। দুনিয়ার যত জঞ্জাল ঠাঁই পায় নদীতে। আবর্জনায় জল দূষিত হয়। মারা যায় মাছ। অথচ কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এই পরিস্থিতিতে পেটের টানে নিজের অজান্তেই ভুটু যেভাবে নদী সাফাই করছেন, তা ভাবলে বিস্ময় জাগে।



মহানন্দায় নৌকা নিয়ে পরিত্যক্ত বোতল সংগ্রহ করছেন ভুটু। মালদায়।

উৎসবের মরশুমে নদী আরও নোংরা হয়। নদীদূষণ রোধ করতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে প্রশাসনের পক্ষেও দুর্গাপুজোর বিসর্জন থেকে কালীপুজোর বিসর্জন, এমনকি ছটপুজোয় সচেতনতামূলক প্রচার করা হলেও নদীতে নোংরা ফেলার প্রবণতা কমেনি। ছটপুজোর পর অনেককেই নদীর জলে নৈবেদ্য-সহ বিভিন্ন সামগ্রী এবং প্লাস্টিকের জলের বোতল ছুড়ে ফেলতে দেখা গেল। আর নদীর স্রোতে দাঁড়িয়ে সেই জলের বোতল সংগ্রহ করলেন ভুটু। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর নৌকায় বোতলের সংখ্যা নেহাত কম হয়নি। তাঁর কথা, '৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয় এই বোতল। তাই নৌকায় জমা করছি। বিক্রি করব পরে।'

> আগের মতো আর নদীতে মাছ পাওয়া যায় না। নদীতে বোতল ভেসে আসে। সেগুলো জল থেকে তুলে জমা করি। বাড়িতে জমিয়ে রাখি। অনেকগুলো হয়ে গেলে একসঙ্গে বিক্রি করি।
>
> **ভুটু হালদার**, মৎস্যজীবী

শুধু বোতল কুড়িয়ে খুব বেশি রোজগার হবে না, তাই এদিন ভুটু ছটব্রতীদের মহানন্দা নদীতে নৌকাবিহার করালেন। মিশন ঘাট থেকে সেতু ব্রিজ পর্যন্ত নৌকাবিহার করিয়ে মাথাপিছু ২০ থেকে ৩০ টাকা নিলেন। ভুটু বলেন, 'আগের মতো আর নদীতে মাছ পাওয়া যায় না। প্রতিদিন তবু নদীতে জাল ফেলি। মাঝেমধ্যে নদীতে বোতল ভেসে আসে। সেগুলো জল থেকে তুলে জমা করি। বাড়িতে জমিয়ে রাখি। অনেকগুলো হয়ে গেলে একসঙ্গে বিক্রি করি। মাছ ধরার পাশাপাশি বোতল কুড়িয়েও সামান্য কিছু রোজগার হয় এইভাবে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে অহেতুক তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। তাড়াহুড়ো করে আজ বিনিয়োগ না করাই ভালো। বৃষ : পারিবারিক প্রয়োজনে খরচ বাড়তে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় পার্টনারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলার চেষ্টা করুন। মিথুন : স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে লাভবান হবেন। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্কট : পুরোনো কোনও বিনিয়োগ থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার ভবিষৎ নিয়ে চিন্তা দূর হবে। সিংহ : অর্থ সংক্রান্ত পুরোনো সমস্যা মিটে যাবে। গুরুত্বপর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুজনের পরামর্শে উপকৃত হবেন। কন্যা : সঞ্চয় ও পারিবারিক সম্পদ নিয়ে আজ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা প্রশংসিত হবে। তুলা : প্রেমে ভুল বোঝাবুঝির অবসান। চাকরিতে নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে শুভ। বৃশ্চিক : বৈষয়িক লেনদেনে বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাড়িতে আলোচনা করুন। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। ধনু : পারিবারিক সম্পত্তির অধিকার নিয়ে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। সন্তানের বিবাহ সংক্রান্ত কথাবার্তা পাকা হবে। মকর : জীবনসঙ্গীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা সফল হবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। কুম্ভ : পাওনা টাকা আদায় করতে পেরে স্বস্তি পাবেন। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটাতে পেরে মানসিক চাপ কমবে। মীন : ব্যবসায় বড় কোনও সিদ্ধান্ত আজ না নেওয়াই ভালো। কোনও সুসংবাদ পেয়ে পরিবারের আনন্দের পরিবেশ।

দিনপঞ্জি

শ্রী মদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ কার্তিক, ভাঃ ২৫ কার্তিক, ১৬ নভেম্বর, ২৯ কাতি, সংবৎ ৭ কার্তিক সুদি, ৫ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৫৫, অঃ ৪।৪৯। সোমবার, সপ্তমী রাত্রি ১২।১। রাত্রি ১২।১ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈষ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। রাত্রি ১১।২১ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ১২।১ গতে দোষ নাই। যোগিনী-বায়ুকোণে, রাত্রি ১২।১ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।১৭ গতে ৮।৩৯ মধ্যে ও ২।৬ গতে ৩।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৪ গতে ১১।২২ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।২৫ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, রাত্রি ১২।১ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) সাধভক্ষণ নামকরণ নবশষ্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন দিবা ১২।১৫ মধ্যে নিষ্ক্রমণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১২।১ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ – দিবা ৭।৩৫ মধ্যে ও ৯।২ গতে ১১।৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩১ গতে ১১।৪ মধ্যে ও ২।৩৮ গতে ৩।৩১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ছট শেষে বাড়ল স্পেশাল ট্রেনের ট্রিপ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৫ নভেম্বর : যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উৎসবের মরশুমে চলা স্পেশাল ট্রেনগুলির ট্রিপ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছে। জানানো হয়েছে, এই মরশুমে ৩১টি ফেস্টিভাল স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে, যা ৮৬৪টি ট্রিপ করবে। তবে এনিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে যাত্রী মহলে। তাঁদের দাবি, ছটপুজোর শেষমুহূর্তে এনং পরে স্পেশাল ট্রেনের ট্রিপ বাড়িয়ে লাভ কী?

দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর সময় কয়েকটি স্পেশাল ট্রেন দেওয়া হয়েছিল। তবে সেই সময় ওই ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের টিকিট পেতে সমস্যায় পড়তে হয়। এরপর ছট উপলক্ষ্যে বহু মানুষের আনাগোনা বেড়েছে রেলপথে। এই সময় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে ৩১ জোড়া ট্রেনে ৮৬৪টি ট্রিপের ঘোষণা করলেও দেখা যাচ্ছে সেগুলির সফরের সময় ছটপুজোর পর। এর মধ্যে রয়েছে ০৩০২৭/০৩০২৮ (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া)। ট্রেনটি নভেম্বর ২০২৬-এর দ্বিতীয়ার্ধে দুই দিক থেকে দুটি করে আরও চারটি অতিরিক্ত ট্রিপ করবে।

০৩০২৭ (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি) ১৮ ও ২৫ নভেম্বর রাত ১১:৫০-এ হাওড়া থেকে ছেড়ে এনজেপি পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রায় ০৩০২৮ (নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া) ১৯ ও ২৬ নভেম্বর নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ছাড়বে। ছটপুজোর পর স্পেশাল ট্রেন নিয়ে সরব হয়েছেন অনেকে। রেলের অবশ্য দাবি, ছটপুজোর পর প্রচুর মানুষ কাজের জায়গায় ফিরবেন। তার জন্যও অতিরিক্ত ট্রেন চললে সুবিধা হবে। এবিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম কুমার জিতেন্দ্র সিংকে ফোন করা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

রাজু সাহানি নামে এক তরুণের কথায়, 'ভিনরাজ্যে কাজ করি। এতদিন ট্রেনের টিকিটের প্রতীক্ষা করছিলাম, আলিপুরদুয়ারে বাড়ি ফিরতে পারলাম না। ছটের শেষে ট্রেন দিলে তাতে কী লাভ হবে?' হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া রুটের ট্রেন ছাড়াও রাঁচি-আলিপুরদুয়ার জংশন স্পেশাল ১৬ ও ২৩ নভেম্বর রাঁচি থেকে ছাড়বে। আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে রাঁচির উদ্দেশে ফিরবে ১৮ ও ২৫ নভেম্বর।একইভাবে কলকাতা-নিউ কোচবিহার স্পেশাল কলকাতা থেকে ২১ ও ২৮ নভেম্বর ছাড়বে ও ২২ ও ২৯ নভেম্বর নিউ কোচবিহার থেকে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করবে।সবক'টি ট্রিপই হবে ছটের পরে। এনিয়ে আরেক কলেজ পড়ুয়া রাহুল চৌধুরীর ক্ষোভ, ছটপুজোর আগে বেশি স্পেশাল ট্রেন ছিল না। যে কয়েকটি ছিল তাতে উপচে পড়া ভিড়। আর এদিকে এখন ট্রেনের ট্রিপ বাড়ছে।

ছয় মাসের মধ্যে সুর বদল শংকরের

মন্ত্রী হলেই সব বলার অধিকার নেই

ক্ষমতার প্রদর্শন নয়, বৃহত্তর পরিসরে কাজ করাই মন্ত্রিত্বের লক্ষ্য, জানালেন শংকর ঘোষ। তবে তাঁর সংযত মন্তব্য ঘিরে বিজেপির অন্দরের সমীকরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তোলাবাজি প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রীর স্বীকারোক্তি এবং শমীক ভট্টাচার্যের বার্তাও বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিরোধী শিবিরও সরব হয়েছে।

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : ভোটের আগে তিনিই বেশ জোর গলায় বলেছিলেন, 'দু'দিন পর আমিই সরকার চালাব'। অথচ রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী হওয়ার পর শংকর ঘোষের মুখে অন্য সুর। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, 'মন্ত্রী হলেই সবকিছু বলার অধিকার জন্মায় না।' তাঁর এই অবস্থান বদল ঘিরে রবিবার রাজ্য রাজনীতিতে বেশ চর্চা চলল। এটি কি নিছক উপলব্ধির কথা, নাকি দলের অন্দরে তৈরি হওয়া অসন্তোষের ইঙ্গিত, সেই প্রশ্নও উঠছে।

শংকরের অবশ্য দাবি, সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে তিনি কথাটি সাধারণ অর্থেই বলেছিলেন। তাঁর মতে, অনেকেই মনে করেন মন্ত্রী মানেই সবজান্তা। কিন্তু মন্ত্রিত্বের একটি আইনি পরিধি ও গরিমা রয়েছে। মাত্র ছ'মাস হল তিনি মন্ত্রী হয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই নিজের উপলব্ধির কথা জানিয়েছেন। তবে তাঁর মন্তব্য এতদূর ছড়িয়ে পড়বে, তা ভাবেননি। কিন্তু বক্তব্য ঘিরে তৈরি হওয়া জল্পনা থামেনি। নানা মহলে এখনও তাঁর কথার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা খোঁজা হচ্ছে। শংকরের স্পষ্ট কথা, 'সব জানি—এই ধরনের ধারণা থেকে বাইরে থাকতে চাই।' এ প্রসঙ্গে রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের বক্তব্য, 'তিনি (শংকর) হয়তো নিজের উপলব্ধি বলেছেন। কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই জেনে-বুঝে কথা বলা প্রয়োজন।'

সম্প্রতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'একদম



চিহ্নিত করুন। দলের রংকে, পতাকাকে যারা কলুষিত করতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করুন। পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আছেন। আমাকে কাগজ দেবেন, আমি ব্যবস্থা নেব।' এর মধ্যেই রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর মুখে তোলাবাজি চলার স্বীকারোক্তি রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলেছে। তার পর শংকরের এই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে জল্পনা আরও বেড়েছে। তবে কি বিজেপি বা মন্ত্রীসভার অন্দরে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে? নাকি একে অপরের বিরুদ্ধে ইঙ্গিতপূর্ণ তোপ দাগছেন নেতারা? এমন নানা প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে জোরালো হতে শুরু করেছে।

শংকর অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁর মন্তব্য নির্দিষ্ট কারও উদ্দেশ্যে নয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্যই কথাটি প্রযোজ্য বলে তাঁর দাবি। সহকর্মী মন্ত্রীদেরও এমন ধারণা থাকা উচিত কি না, সেই প্রশ্নে তিনি জানান, সহকর্মীদের নিয়ে মন্তব্য করা তাঁর দায়িত্ব বা পরিসরের মধ্যে পড়ে না। তবে তাঁদের কাজ ও অভিজ্ঞতার প্রতি তাঁর পূর্ণ সম্মান রয়েছে।

তৃণমূল জমানার 'সবজান্তা' মন্ত্রীদের প্রসঙ্গ টেনে শংকর জানিয়েছেন, ক্ষমতা তাঁর কাছে প্রদর্শনের বস্তু নয়। বরং বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার সুযোগ। রাজ্য সরকারের ছ'মাসের কার্যকালে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও তোলাবাজি চলছে, তা-ও অকপটে স্বীকার করেছেন তিনি। তবে তাঁর দৃঢ় দাবি, 'এই তোলাবাজি বন্ধ হবে।'

বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, 'রাজ্যের শাসকদলের মন্ত্রীরা কখন কী বলছেন, তা বুঝতেই পারছি না। সে সব কথা বলার মানে কী, সেটাই বোধগম্য নয়। এই ধরনের মন্তব্যের বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না।'



ফুটবলে মেতেছে কিশোরের দল। রবিবার কোচবিহারের কেশব আশ্রমে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়।



ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচি নদীর ঘাটে ছটের অর্ঘ্য নিবেদন।



বাগডোগরায় হুলিয়া নদীর কমলপুর ঘাটে ছটব্রতীদের ভিড়।

মহাধুমধামে ছট উৎসব উদযাপন

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৫ নভেম্বর : উৎসাহ এবং নিষ্ঠার সঙ্গে রবিবার ইসলামপুরে ছট পালিত হল। এদিন শহরের ব্লকপাড়ার পুকুর, তিস্তা ক্যানালের একাংশ সহ বিভিন্ন এলাকায় ছটব্রতীরা উৎসবে মেতে ওঠেন। সমস্ত এলাকাতেই পুলিশের নজরদারি ছিল। ছটঘাটগুলি সুন্দর করে সাজানো হয়। একাধিক ছট কমিটি ঘাটে সারারাতব্যাপী ভজন-কীর্তনের আয়োজন করেছে। সোমবার ভোরে ফের অর্ঘ্য দান করবেন ছটব্রতীরা।

অন্যদিকে, খড়িবাড়ি, বাগডোগরা ও মাটিগাড়াতেও সানন্দে ছট পালিত হয়। দার্জিলিং জেলা পুলিশের উদ্যোগে সিসিটিভি ও ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয় খড়িবাড়ির ছটঘাটগুলিতে। ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির মেচি নদীর ঘাটে রবিবার বিকেল থেকে ভারত ও নেপালের ছটব্রতী ও দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা গিয়েছে। অস্তগামী সূর্য দেবকে সান্ধ্য অর্ঘ্য নিবেদন করেন বহু মানুষ। এদিন দুপুরে খড়িবাড়ি ছটপুজো কমিটির উদ্যোগে শিবুজোত বুন নদীর ঘাটে ছটপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ, নকশালবাড়ি সার্কেল ইনস্পেকটর সৈকত ভদ্র, বিএমওএইচ শফিউল আলম মল্লিক, খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহ প্রমুখ। ছটব্রতীদের সুবিধার্থে কমিটির উদ্যোগে বুন নদীতে তিনটি অস্থায়ী সেতু তৈরি করা হয়। এছাড়া খড়িবাড়ি ব্লকের অধিকারী ও বাতাসির বুন নদী, ভালুকগাড়ার স্বর্ণমতি নদী এবং বুড়াগঞ্জের ডুমুরিয়া নদীঘাটেও ছিল একই ছবি। খড়িবাড়ি ছটপুজো কমিটির পক্ষ থেকে ছটঘাট ও খড়িবাড়ি-ভালুকগাড়া সড়কে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

বাগডোগরা থেকে মাটিগাড়ায় হুলিয়া থেকে বালাসন, বুড়িবালাসন, লচকা, মাগুরমারি, রোহিণী ও রক্তি নদী ছাড়াও ঝোরাগুলিতেও এদিন ছটপুজো হয়েছে। বাগডোগরার কমলপুরে হুলিয়া নদীর ঘাটে এবং মাটিগাড়ায় বালাসন নদীর ঘাটে ভিড় উপচে পড়ে। হুলিয়া নদীর সেতুর পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে প্রায় আড়াই হাজার ছটপুজোর বেদি করা হয়েছে। আপার বাগডোগরার পানিঘাটা মোড় থেকে নদীর ঘাট পর্যন্ত ভিড় সামাল দিতে পুলিশকে হিমসিম খেতে হয়।

পাশাপাশি বাগডোগরা হরেকৃষ্ণপল্লি, ক্ষুদিরামপল্লি, মসজিদপাড়া, ভুজিয়াপানি বিমাননগর ঘাটেও পুজো হয়।

গাছে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : আশিঘর ফাঁড়ির ভোলানাথপাড়া এলাকায় রবিবার এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মৃতের বাড়ি কোচবিহার জেলায়। সম্ভবত তিনি ভোলানাথপাড়ার কোনও ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে ওই এলাকায় একটি গাছে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠায়। ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কারণ রয়েছে, জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

দ্রুত দখলমুক্ত হবে ফুটপাথ : শংকর

উৎসবের পরে অভিযান সেবক রোডে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : সেবক রোডে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে তৈরি ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের দখলে চলে গিয়েছে। যার জেরে প্রাণ হাতে নিয়ে ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছেন পথচারীরা। ফলে দুর্ঘটনাও ঘটছে নিয়মিত। এমন পরিস্থিতিতে হিলকার্ট রোড, বিধান রোডের পর এবার সেবক রোডের ফুটপাথ দখলমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেছেন, 'ফুটপাথ পথচারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা নিজের জায়গায় ব্যবসা করুন। ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা মেনে নেওয়া হবে না।' তিনি আরও জানান, উৎসবের মরশুম কাটলেই সেবক রোডের ফুটপাথও দখলমুক্ত করতে পদক্ষেপ করা হবে।

শহরের অন্যতম ব্যস্ততম এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র সেবক রোড। বিগত সরকারের সময়কালের শেষ দিকে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা খরচ করে রাস্তার দুই ধারের ফুটপাথ পেভার্স ব্লক বসিয়ে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়। সেই সময় তৃণমূল পরিচালিত পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বলেছিলেন, 'শহরে যানজট সমস্যা মেটানোর উদ্দেশ্যেই রাস্তা কিছুটা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এই রাস্তা তৈরি হওয়ার পরে আর ফুটপাথ দখল করতে দেওয়া হবে না।' কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, ফুটপাথ ও নিকাশিনালা তৈরি হওয়ার পর থেকে আবার দখলদারি শুরু হয়েছে। সরকার বদলের সুযোগ নিয়ে পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে ইসকন মোড় হয়ে আইটিআই মোড় পর্যন্ত দখলদারি আরও বেড়েছে। অভিযোগ, দিনের পর দিন রাস্তা দখল করে গ্যারাজ, টায়ারের দোকান, হোটেল, চা ও ফলের দোকান তৈরি হচ্ছে। কয়েকটি দোকানের মালিক আবার নিজের দোকানের পরিসর বাড়িয়ে নিয়েছেন। অথচ প্রশাসনের কোনও নজরদারি নেই।

এমনকি দখলদারদেরও এ ব্যাপারে 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব। ফুটপাথ দখল করে একটি গ্যারাজ চলছে। সেখানকার কর্মী সমীর মণ্ডলকে এ নিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, '২০ বছর ধরে এখানে ব্যবসা করছি। বললেই উঠে



ফুটপাথ দখল করে দোকান সেবক রোডে। -সংবাদচিত্র

যেতে হবে? আগে মাটির ওপরে জিনিসপত্র রেখে কাজ করতাম, এখন পেভার্স ব্লকের ওপরে কাজ করছি। এই ব্যবসা করেই সংসার চালাই। আমার মতো প্রায় ১০০ ব্যবসায়ী ফুটপাথে রয়েছেন। সবারই সংসার আছে।' সেবক রোড দিয়ে সারাদিনই অসংখ্য বাস, ছোট গাড়ি, অটো এবং টোটো চলাচল করে। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার উপায় না থাকায় পথচারীরা মূল রাস্তা দিয়ে চলতেই বাধ্য হচ্ছেন। এতে একদিকে যেমন রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়, তেমনই যে কোনও মুহূর্তে বড়সড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীদের প্রশ্ন, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে ফুটপাথ তৈরি করা হল। অথচ তা রক্ষণাবেক্ষণে কোনও নজরদারি নেই। সেবক রোডের বাসিন্দা ওমপ্রকাশ মিশ্র বললেন, 'কেন যে সরকার এত টাকা খরচ করে ফুটপাথ তৈরি করল কে জানে? এতে তো মানুষের কোনও উপকার হল না। উলটে ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া হল।' এ প্রসঙ্গে পূর্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গ নির্মাণ বিভাগের এক বাস্তুকার বলেছেন, 'পথচারীদের জন্যই ফুটপাথ নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু আবার সেই ফুটপাথ দখল হয়ে গিয়েছে। এখন এ নিয়ে রাজ্য সরকার কী নীতি নেবে সেটা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।'

একনিষ্ঠ সেবকের খোঁজে সংঘ

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : রাজ্যে পালাবদলের পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এ যোগদানের হিড়িক পড়ে যায়। সদস্য সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে। বেড়েছে সংঘের শাখা। কিন্তু নিয়মিত শাখায় উপস্থিত থাকবেন, এমন একনিষ্ঠ কার্যকর্তা কই? সূত্রের খবর, সদস্য সংখ্যা বাড়লেও ধারাবাহিকভাবে শাখায় হাজির থাকার মতো কার্যকর্তার অভাব রয়েছে। শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডের একটি ভবনে দু'দিনব্যাপী উত্তরবঙ্গ প্রান্তের শিলিগুড়ি, সিকিম ও কোচবিহার বিভাগের বৈঠকের আয়োজন করেছিল আরএসএস। রবিবার, ওই বৈঠকের শেষ দিন, কীভাবে নিয়মিত শাখায় উপস্থিত থাকতে পারেন এমন স্বয়ংসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়, তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় উত্তরের জেলাগুলির দায়িত্বে থাকা সংঘ কর্তাদের মধ্যে। সংঘের উত্তরবঙ্গের এক কার্যকর্তা বলেন, 'আমাদের কার্যকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধিকে আরও কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।' এছাড়া আরও একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

সূত্রের খবর, শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও নিয়মিত উপস্থিত থাকবেন, এমন একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবকের সংখ্যা হাতেগোনা। ফলে নিয়মিত শাখায় যাবেন, সেরকম কার্যকর্তা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলছে। সেজন্য তিনদিনের প্রারম্ভিক এবং সাতদিনের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এক মাসের প্রথম বর্ষের প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছে। এই প্রশিক্ষণগুলিতেও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার প্রশিক্ষিতদের সংখ্যা ছিল অনেকটা বেশি। তাঁদের দিয়ে কীভাবে শাখায় নিয়মিত সদস্যদের হাজির করানো যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে দাবি।

তবে নিয়মিত শাখা করা স্বয়ংসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণ হিসেবে উঠে এসেছে নানা মন্তব্য। সংঘ কর্তাদের একাংশ জানিয়েছেন, পুরোনো স্বয়ংসেবকদের একাংশের সক্রিয়তা কমেছে। নতুনরা বেশি করে দায়িত্ব পেয়েছেন। ফলে পুরোনোরা সক্রিয় হতে পারছেন না। আবার কেউ পারলেও নানা কারণে চাইছেন না। এই না চাওয়ার বেশ কিছু

> **আমাদের কার্যকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধিকে আরও কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।**
>
> **সংঘের উত্তরবঙ্গের এক কার্যকর্তা**

যুক্তি রয়েছে। অভিযোগ, সংঘের মধ্যে বেনোজল ঢুকছে। সেই বেনোজলে হাঁফিয়ে উঠছেন কিছু পুরোনো এবং মতাদর্শের পথে চালিত স্বয়ংসেবক। নতুন স্বয়ংসেবকদের কিছু অংশের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠছে। সেজন্য পুরোনোদের অনেকে আর সংগঠনের কাজে সক্রিয় হয়ে থাকতে চাইছেন না বলে সূত্রের খবর। কার্যত ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র মতো পুরোনো স্বয়ংসেবকরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন বলে দাবি।

এর ফলে নিয়মিত শাখা করা আদর্শবান স্বয়ংসেবক তুলে আনা কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে বলে সংঘের একাংশের বক্তব্য। এবার এই সমস্যা থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তা নিয়ে বৈঠকে বিশ্লেষণ হয়েছে।

এদিনের বৈঠকে সংগঠন বৃদ্ধি এবং আগামী কর্মসূচির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন কয়েকজন। বৈঠক শেষে দণ্ড নিয়ে শারীরিক কসরত করতে দেখা গিয়েছে সংঘের কার্যকর্তাদের। শিলিগুড়ির এক নেতা বললেন, 'আগামীদিনে সংঘের কাজ বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা মুখ্য বিষয়। প্রচারক বৃদ্ধিতেও নজর থাকবে।'

বৈঠকে দাবি

নাগরাকাটা, ১৫ নভেম্বর : পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের জন্য পৃথক প্রশাসনের দাবিতে সরব হয়েছে 'ডুয়ার্স, তরাই, হিল কোঅর্ডিনেশন কমিটি'। শনিবার লুকসানের বেসরকারি হোটেলে ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে পৃথক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি কেন্দ্রে জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। গোর্খা অ্যাপেক্স কমিটি, অল আদিবাসী ইউনাইটেড ফোরাম সহ কয়েকটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা ছিলেন।

বাড়ি ছাই

খড়িবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : ছটপুজোর সন্ধ্যায় নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন খড়িবাড়ির দেবীগঞ্জে সিঙ্গিয়াজোত এলাকায় আগুনে ছাই হয়ে গেল একটি বাড়ি। ভস্মীভূত হয়েছে একটি গবাদিপশু সহ সমস্ত সম্পত্তি। রবিবার সন্ধ্যায় আগুন লাগে স্থানীয় বাসিন্দা সন্তোষী গণেশের বাড়িতে। মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা নেভানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে নেপাল থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

পশু হাসপাতাল চালুর আশ্বাস আনন্দময়ের

নকশালবাড়ি ও চোপড়া, ১৫ নভেম্বর : নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা পশু হাসপাতালটি পুনরায় চালু করার আশ্বাস দিলেন রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। রবিবার বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে হাতিঘিসা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে পরিত্যক্ত হাসপাতালটি নজরে আসে আনন্দময় বর্মনের। নকশালবাড়ির হাতিঘিসা হাইস্কুলের মাঠে বিরসা মুন্ডা জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জনজাতীয় গৌরব দিবস আয়োজিত হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন আনন্দময়। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ, বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার এগজিকিউটিভ মেম্বার মোহন ছেত্রী প্রমুখ।

এদিন স্কুল ঘেঁষা এলাকায় বিরসা মুন্ডার মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন মন্ত্রী। এরপর হাতিঘিসায় অবস্থিত প্রাণীসম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোয়ারান্টিন সেন্টারটি তাঁর নজরে পড়ে। ২০০৪ সালে বাম সরকারের উদ্যোগে ওই পশু হাসপাতালটি তৈরি করা হয়। প্রায় চার বিঘা জমিজুড়ে এই কেন্দ্রের একটি দ্বিতল ভবন ও গবাদিপশু রাখার চারটি শেডঘর রয়েছে। সেখানে গবাদিপশুদের ভ্যাকসিন দেওয়া কিংবা কোয়ারান্টিনে রাখার পাশাপাশি এলাকার গৃহপালিত পশুদের চিকিৎসাও করা হত। বাম আমলে পশু হাসপাতালটিতে নিয়মিত পশু চিকিৎসক বসতেন এবং পশুদের জন্য বিনামূল্যে ওষুধপত্রও মিলত। কিন্তু ২০১১ সালে তৃণমূল আসার পর সেটির পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। বছর পাঁচেক আগে তৃণমূল আমলে ফের পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হলেও কর্মীর অভাবে তা থমকে যায়। ফলে পরিত্যক্ত হাসপাতালটি এখন ভূতুড়ে ভবনে পরিণত হয়েছে। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার অভাবে পশু হাসপাতাল চত্বরটি ঝোপঝাড়ে ঢেকে পড়েছে। হাসপাতালটি পুনরায় চালু হলে তাঁদের সুবিধা হবে। তাই দ্রুত সেটি সংস্কার করে চালু করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এদিন প্রতিমন্ত্রী কেন্দ্রটি চালুর আশ্বাস দেওয়ায় আশায় বুক বেঁধেছেন তাঁরা।

এদিন বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন প্রতিমন্ত্রী। সেই প্রসঙ্গেই তিনি বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা পশু হাসপাতালটির দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন। প্রতিমন্ত্রী জানান, গ্রামীণ অর্থনীতির কথা মাথায় রেখে এবং স্থানীয় কৃষকদের স্বার্থে বিজেপি সরকারের উদ্যোগে খুব শীঘ্রই পরিত্যক্ত হাসপাতালটি পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা করা হবে। মন্ত্রীর এই আশ্বাসে নতুন করে আশার আলো দেখছেন হাতিঘিসার সাধারণ মানুষ ও পশুপালকরা।

বিরসা মুণ্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জনজাতি গৌরবময় দিবস পালিত হয়েছে ফাঁসিদেওয়ায়। দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের তরফে ব্লকের বিজলিমণি চা বাগানে একদিনের এই উৎসব হয়েছে। সূচনা করেন প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, বিধায়ক দুর্গা মুর্মু এবং জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা।

সেখানে জমির পাট্টা ও সাইকেল বিলি এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধাগুলি প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তির নিক্ষেপ, মহিলা আর পুরুষ বিভাগে ফুটবল খেলা হয়েছে। দুর্গার বক্তব্য, 'সরকার আদিবাসীদের পাশে রয়েছে। দিনটি উৎসাহের সঙ্গে পালন হয়েছে।' অন্যদিকে, চোপড়ায় আদিবাসী জননায়ক বিরসা মুন্ডার জন্মদিন পালন করা হল রবিবার। অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা বিরসা মোড়ে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করে দিনটি উদযাপন করা হয়।

বোল্লার পুজোয় পুষ্পবৃষ্টি, লেসার শো

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১৫ নভেম্বর : বোল্লা রক্ষাকালীর পুজো মানেই ভক্তির টান, মেলার আনন্দ আর কয়েকদিনের জন্য বদলে যাওয়া এক জনপদের ছবি। রাসপূর্ণিমার পরের শুক্রবার মায়ের বাৎসরিক পুজোকে ঘিরে প্রতি বছরই বোল্লায় মানুষের ঢল নামে। এবার সেই চেনা উৎসবের আবহে জুড়তে চলেছে আধুনিক আয়োজনের ছোঁয়া। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পুজোর দিন আকাশ থেকে ঝরে পড়বে গোলাপের পাপড়ি। মন্দির চত্বর কিংবা পুকুরের জলে দেখা যাবে লেসার শো।

দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লা রক্ষাকালী পুজো শুধু জেলার উৎসব নয়, উত্তরবঙ্গের অন্যতম পরিচিত ধর্মীয় সমাবেশ। বালুরঘাট শহর থেকে বালুরঘাট-মালদা সড়ক ধরে প্রায় ২০ কিলোমিটার গেলেই বোল্লা। পুজোর দিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি প্রতিবেশী এলাকার ভক্তরাও মন্দিরে আসেন। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রাসপূর্ণিমার পরের শুক্রবারেই এখানে মূল পুজো হয়। পুজোকে ঘিরে বসে মেলা। এই রীতির পিছনে রয়েছে স্থানীয় লোককথাও। কথিত আছে, ব্রিটিশ আমলে খাজনা দিতে না পারায় এক জমিদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দেবীর কাছে প্রার্থনার পরের দিনই তিনি মুক্তি পান। কৃতজ্ঞতা জানাতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু করেন ওই জমিদার। সেই বিশ্বাস ও পরম্পরাই আজও বয়ে চলেছে বোল্লার উৎসব।

এবার সেই পরম্পরার সঙ্গে বাড়তি আকর্ষণ জুড়তে উদ্যোগী হয়েছেন জেলার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর উদ্যোগে পুজোর দিন হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে সরকারি অনুমোদন এখনও মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তিনি মৌখিক সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু সরকারি অনুমোদন না আসা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চূড়ান্ত বলা যাবে না। সুকান্তর বক্

রবি-নজরুলের সৃষ্টি হাতে বাড়ি বাড়ি সিপিএম

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : ঠিক যেন 'রানার'। তবে ঝুলিতে চিঠির পরিবর্তে বইয়ের বাহার। এমন ঝুলি নিয়েই বাড়ি বাড়ি ছুটছেন সিপিএম নেতা-কর্মীরা।

দুর্গাপুজোয় রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে ছিল 'বই'। সাধারণ মানুষের মন পেতে রবিবার রাজ্যজুড়ে শুরু হল বামেদের 'ঘরে ঘরে বই' কর্মসূচি। এদিন দেশবন্ধুপাড়া থেকে আশ্রমপাড়া, শক্তিগড় থেকে ফুলবাড়ি- বিভিন্ন প্রান্তে বাম কর্মীদের বইয়ের ঝুলি নিয়ে ছুটতে দেখা গিয়েছে। অংশ নিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন পুরমন্ত্রী ও সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা অশোক ভট্টাচার্যও। ঘরে ঘরে বই কর্মসূচির প্রথম দিন বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি দার্জিলিং জেলায় বুকস্টলের দায়িত্বে থাকা সিপিএম নেতা জীবেশ সরকারের।

টোটোর ওপরে মাইক বাঁধা। লাগানো দলের ঝান্ডা। দড়িতে ঝোলানো হরেকরকমের বই। পাশাপাশি লেনিন আর শিবাজিকে নিয়ে লেখা বই দৃশ্যমান। রয়েছে গোপাল ভাড় থেকে টিনটিনও। দলের নেতাদের গলায় ঝোলানো প্ল্যাকার্ডে বার্তা 'মানুষকে অধ্যয়ন করো, মানুষই জীবন্ত কাব্য', 'ভুখা মানুষ বই ধরো, ওটা হাতিয়ার'।

মার্কসবাদী সাহিত্যের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিবেকানন্দ, গান্ধিজির সৃষ্টি থেকে উপন্যাস, গল্পের বই, ছোটদের বই নিয়ে বাড়ির দোরগোড়ায় বাম নেতা-কর্মীদের দেখে প্রথমে অনেকেই বিস্মিত হন। বাড়িতে বয়ে আনা বই ফিরিয়ে দিতে পারেননি বেশিরভাগ মানুষ। দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা ফণীভূষণ হাইস্কুলের শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা মুখুটি বললেন, 'আমি বই পড়তে খুব ভালোবাসি। বাড়ির



বই হাতে সুভাষপল্লিতে অশোক ভট্টাচার্য। রবিবার শিলিগুড়িতে।

দোরগোড়ায় বই দেখে নিজের পছন্দমতো দুটো কিনেছি।' এদিনের কর্মসূচিতে দশ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামের বই ছিল।

সুভাষপল্লির একাধিক বাড়ি গিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক। তাঁর কথায়, 'আমি আজ আটটার মতো বই বিক্রি করেছি। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেসব কিনেছেন।' রাজনৈতিক মতাদর্শ দূরে ঠেলে সবার বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বামেরা। শুধু বাড়ি পৌঁছে নয়, ভ্রাম্যমাণ বুকস্টল নিয়ে বাজার-রাস্তাতেও দেখা মিলছে লাল ঝান্ডার।

স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া দেবাঙ্গন বসাক। তাঁর পছন্দের বইয়ের দাম ২০ টাকা হলেও সে সময় পকেটে ছিল মাত্র ১০ টাকা। পছন্দের বই নিয়ে দাম দেখে ইতস্ততবোধ করছিলেন তরুণ। পরিস্থিতি বুঝে ১০ টাকার বিনিময়েই তাঁর হাতে বই তুলে দেওয়া হয়। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা একটি কলেজের ছাত্র দেবাঙ্গন জানালেন, তাঁর বই পড়তে ভীষণ ভালো লাগে। কর্মসূচিতে উপস্থিত সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শরদিন্দু চক্রবর্তী বলছেন, 'সকলে যাতে নিজের পছন্দের বই পড়তে পারে, সেটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। বিরোধী মতাদর্শের মানুষও আমাদের কাছ থেকে বই কিনেছেন।'

দুর্গাপুজোর সময় বিভিন্ন জায়গায় বামেদের বুকস্টল ভাঙার অভিযোগ উঠেছিল। রাজনৈতিক বিতর্ক বেধেছিল শিলিগুড়ি সহ রাজ্যে। পুজো শেষে ফের রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে বই। অনেকের মতে, পুরভোটের দিন ঘোষণা না হলেও জনসংযোগে বইকে হাতিয়ার করতে চাইছে বামেরা। রাজনীতির ময়দানে ঘুরে দাঁড়াতে এই ব্যতিক্রমী কৌশল। সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকারের দাবি, 'আশ্রমপাড়া ও হাকিমপাড়ায় ঘুরে ঘুরে ভালো সাড়া পেয়েছি।' হাকিমপাড়ার বাসিন্দা অমিত সরকার বলেন, 'বই পড়ার আগ্রহ বাড়াতে এ ধরনের কর্মসূচি অত্যন্ত কার্যকর।'

সমতলের পাশাপাশি পাহাড়েও বই বিক্রি হয়েছে। কার্সিয়াং এরিয়া কমিটির উদ্যোগে রোহিণীর কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। প্রথম দিন প্রায় ৫০ হাজার টাকার বই বিক্রি হয়েছে বলে দাবি জীবেশের। ২২ নভেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে।



ছটঘাটের উদ্বোধনে বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। রবিবার শিলিগুড়িতে।

পুরভোটে চোখ, ছটে তৎপর পদ্ম

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : মাথায় ফলের ঝুড়ি নিয়ে ঘাটে যাচ্ছিলেন এক পুণ্যার্থী। সিঁড়ি বেয়ে নদীর দিকে নামছিলেন তিনি। ঝুড়ির ভারে তিনি হোঁচট খেতে পারেন ভেবে তাঁকে সাহায্যের জন্য ছুটে যান এক বিজেপি নেতা। পুজোর ঘাটে ঝুড়ি না নামানো পর্যন্ত তিনি ধরেই ছিলেন। তা দেখে অবাক হন ওই পুণ্যার্থী। যাঁকে কোনও দিন সাহায্যের জন্য ডাকলেও পাওয়া যায় না, সেই নেতাকে এদিন দেখে ওই পুণ্যার্থী একগাল হেসে বললেন, 'ভোটের তো দেরি এখনও।' ওই বিজেপি নেতা পালটা বলছেন, 'আমরা সমস্ত রকমভাবে পুজোতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।' শিলিগুড়ি শহরের মহানন্দা নদীর পার্বতী ঘাটের ছবি।

বাড়ি থেকে নদী অনেকটা দূরে। ঠাকুরের জন্য নৈবেদ্যর ঝুড়ি মাথায় নিয়ে যেতে যেমন পরিশ্রম হয়, তেমনই নানা সমস্যায় পড়তে হয়। তা ছাড়া রাস্তার অবস্থাও বেহাল। এমন পরিস্থিতির কথা এক পুণ্যার্থী জানালেন এলাকার এক বিজেপি নেতাকে। তিনি পুরভোটে প্রার্থী হতে লড়াই করছেন। সমস্যার কথা শুনে ওই নেতা বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন টোটো। সেই টোটোতে করে পুজোর সামগ্রী নিয়ে ঘাটে পৌঁছান পুণ্যার্থী। পরে তিনি বলেন, 'পুজোর মুখে এমন সাহায্য কখনও পাইনি। এবার ঘাটেও নানাভাবে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা এগিয়ে আসছেন।' গঙ্গানগর এলাকার ঘটনা।

ছটপুজোতে এরকম নানা ছবি ধরা পড়েছে শহরে। কোথাও বিজেপির কোঅর্ডিনেটর চায়ের ব্যবস্থা করেছেন, কোথাও স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছেন, কোথাও আবার ঘাটে যাতায়াতের রাস্তায় ব্লিচিং ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি রাস্তা পরিষ্কারের ব্যবস্থাও করেছেন। তা দেখে লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটে আসা পুণ্যার্থী মুক্তা চৌহানের প্রশ্ন, 'কিছুদিন আগেই তো ভোট হয়ে গেল। এর মধ্যে আরও কি কোনও ভোট রয়েছে?' কারণ জানতে চাইলে তাঁর বক্তব্য, 'রাজনৈতিক নেতাদের তো এভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সেভাবে দেখি না, তাই।'

বিজেপির তরফে এবার প্রত্যেকটি নদী ঘাটে ছটপুজোর তদারকির জন্য আলাদা করে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছিল দলীয় নেতাদের। কোথায় কত ঘাট, পুণ্যার্থীদের কোথায় কী সমস্যা, সবটাই খতিয়ে দেখেছেন তাঁরা। সেইসঙ্গে নেতারাও জনসংযোগে কোনও কার্পণ্য করেননি। এদিন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু শহরের বেশ কয়েকটি ঘাট ঘুরে দেখেন দলীয় নেতাদের সঙ্গে। অন্য বছরের তুলনায় শিলিগুড়িতে এবার ছটে উৎসাহ-উন্মাদনা বেশি বলে দাবি করেন তিনি। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের কারণেই এমন উৎসাহ বেড়েছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তাঁর বক্তব্য, 'আমি শিলিগুড়িতে ছটপুজোয় অনেকটা পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। মানুষের উৎসাহ, স্বতঃস্ফূর্ততা বেড়েছে। মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন। নির্ভয়ে পুজো করছেন।' রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ ও দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট শহরের নানা ঘাটে ঘুরেছেন। মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। ছটপুজো নিয়ে বিজেপির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর বিবেক সিং বলেন, 'পুরনিগমের তরফে ঘাট পরিষ্কার থেকে নানাভাবে পুণ্যার্থীদের জন্য কাজ হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেক কাজ আমাকে করতে হয়েছে। নানাভাবে অনেকে সাহায্যও পেয়েছেন।' প্রাক্তন কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো বলেন, 'অনেকভাবেই আমরা সাহায্য করেছি। এর সঙ্গে রাজনীতির যোগ নেই।' বিজেপি নেতা দীনেশ সিং বলেন, 'অনেকে নিজেদের স্বার্থে পুজোতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে আমরা নিঃস্বার্থভাবে অন্য বছরের মতো এবারেও মানুষকে সাহায্য করেছি।'

> **আমি শিলিগুড়িতে ছটপুজোয় অনেকটা পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। মানুষের উৎসাহ, স্বতঃস্ফূর্ততা বেড়েছে। মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন। নির্ভয়ে পুজো করছেন।**
>
> **রথীন্দ্র বসু**
> *অধ্যক্ষ, বিধানসভা*



পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

একান্তে।। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ছবিটি তুলেছেন কল্যাণেন্দু আচার্য।

ঝোপঝাড়ে ঢেকেছে উদ্যান

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিপাড়া এলাকার শিশু উদ্যানটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ পড়ে রয়েছে। দেখভালের অভাবে পার্কজুড়ে ঝোপঝাড় গজিয়েছে। খেলার সামগ্রী, হাঁটার জন্য বসানো পেভার্স ব্লক আগাছায় ঢেকে গিয়েছে। পার্কের সামনে থাকা নামফলকের লেখাও মুছে গিয়েছে। গোটা পার্ক এখন সাপ ও পোকামাকড়ের আখড়ায় পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আগের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ডের তরফে পার্কটি সংস্কার করে খোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দয়াল রায় বলেন, 'তৃণমূলের আমলে পার্কটি কেউ সেভাবে লিজে নিয়ে চালাতে চায়নি। আমরা পার্কটি সংস্কার করে তাড়াতাড়ি লিজে দিয়ে খুলে দেব।'

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যান থাকাকালীন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব শান্তিপাড়ায় এই শিশু উদ্যানটি তৈরি করে দেন। পরে পার্কটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দেখভালে সমস্যা হওয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েত টেন্ডারের মাধ্যমে একটি সংস্থাকে পার্ক পরিচালনার দায়িত্ব দেয়। সূত্রের খবর, ১০ হাজার টাকায় টেন্ডার পেয়ে সেই সংস্থা পার্ক পরিচালনা করত। পার্কে প্রবেশের জন্য পাঁচ টাকার টিকিট কাটতে হত এবং সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছিল।

অভিযোগ, প্রাক্তন প্রধান সুনীতা রায়ের আমলে টেন্ডারের মূল্য ৫০ হাজার টাকা করা হয়। একটি সংস্থা সেই দরে পার্কের দায়িত্ব নিলেও পরে আর তা চালাতে পারেনি। অভিযোগ, টিকিট বিক্রি থেকে সেই পরিমাণ অর্থ উঠছিল না। তার ওপর পরিচর্যা ও কর্মীদের বেতনের খরচও ছিল। ফলে সংস্থাটি পার্কের গেটে তালা ঝুলিয়ে চলে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, টেন্ডারের মূল্য বাড়ানোর সিদ্ধান্তের জেরেই পার্কটি বন্ধ হয়ে যায়।



বেহাল দশা শিশু উদ্যানের।

স্থানীয় বাসিন্দা রচনা সরকারের কথায়, 'আশপাশে আর কোনও পার্ক নেই। বাচ্চাদের খেলার জন্য বিকালে নিয়ে যেতাম। ভালো ভিড় হত। কিন্তু গত বছরের মাঝামাঝি সময় পার্কটি বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে রাত হলেই পার্কের ভেতর নেশাখোররা আস্তানা গাড়ে।'

মঞ্জু সাহা নামে আরেক বাসিন্দা বললেন, 'পার্কের ভেতর সমস্ত বাতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পার্কের বেহাল অবস্থা দেখেও কেউ কিছুই করছেন না। পার্কের ভেতর সাপ রয়েছে। ঝোপঝাড় না কাটার ফলে এই অবস্থা।'

আজ পাহাড়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পাহাড়ে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে শুরু করেছে কংগ্রেস। কালিম্পং এবং কার্সিয়াং পুরসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সংগঠনকে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে দল। সেই লক্ষ্যে সোমবার পাহাড়ে গিয়ে দুই পুরসভার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন প্রদেশ কংগ্রেসের অবজার্ভার প্রকাশ যোশি।

রবিবার শিলিগুড়িতে পৌঁছান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। সেখানে দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেন। সোমবার পাহাড়ে গিয়ে সেখানকার নেতৃত্বের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার কথা রয়েছে তাঁর। পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি, নির্বাচনি প্রস্তুতি এবং আগামীদিনের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কালিম্পং ও কার্সিয়াংয়ের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা সেরে ধূপগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পাহাড়ে কংগ্রেসের এই তৎপরতা রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে চর্চা চলছে। শিলিগুড়িতে অবৈজ্ঞানিকভাবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে বাম, তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসও সরব হয়েছে। বামেরা ইতিমধ্যে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস আগামীতে কী পদক্ষেপ করবে, শিলিগুড়ির ভোট নিয়ে দলের কী রণকৌশল হবে, সেসব নিয়ে এখানকার নেতৃত্বের সঙ্গেও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমবার কথা বলবেন বলে জানা নিয়েছে।

খোঁড়া রাস্তা নিয়ে অন্ধকারে প্রশাসন

চলছে 'ভূতের' খোঁজ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : ঠিকাদারের খোঁজ নেই। প্রশাসনিক আধিকারিক বা জনপ্রতিনিধিরা কিছুই জানেন না। কিন্তু খড়িবাড়ির আড়াই কিলোমিটার পাকা রাস্তা খোঁড়া থাকায় দুর্ভোগে পাঁচ গ্রামের প্রায় দশ হাজার মানুষ। বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ দ্রুত রাস্তা সংস্কার না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি ভূতে খুঁড়ল রাস্তা?

বিধানসভা নির্বাচনের পর মে মাসের শেষদিকে সংস্কারের নামে খুঁড়ে ফেলা হয়েছিল খড়িবাড়ি সুকান্তপল্লির খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়ক থেকে জায়গিরজোত পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ পাকা রাস্তা। কিন্তু তারপর থেকে উধাও ঠিকাদার। আশ্চর্যের বিষয়, রাস্তাটি কোন দপ্তরের অধীনে এবং কে বা কারা আর্থমুভার দিয়ে রাস্তাটি ভাঙল, তা জানেন না গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান থেকে বিডিও— কেউই! প্রশাসনের এই চরম উদাসীনতা ও অজ্ঞতায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কি 'ভূতে' ভাঙল এই পাকা রাস্তা? এদিকে, বেহাল রাস্তার জেরে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন খড়িবাড়ির সুকান্তপল্লি, নেতাজিপল্লি, পানিয়াবস্তি, রূপনজোত ও জায়গিরজোতের বাসিন্দারা। এই রাস্তার ওপর রয়েছে খড়িবাড়ি জেআর হিন্দি হাইস্কুল সহ বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

স্থানীয় বাসিন্দা বিট্টু জয়সওয়াল বলছেন, 'রাস্তার পিচের চাদর মাঝেমধ্যে উঠে গিয়েছিল ঠিকই। তবে চলাচলের উপযুক্ত ছিল। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরপরই একদিন আর্থমুভার দিয়ে রাস্তাটি খুঁড়ে ফেলা হয়। কিন্তু গত পাঁচ মাসে ঠিকাদার বা ওই সংস্থার কোনও কর্মীকে দেখা যায়নি। রাস্তাটি কার্যত মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে।' স্থানীয়দের দাবি, বিষয়টি



- খড়িবাড়ির আড়াই কিলোমিটার পাকা রাস্তা খোঁড়া থাকায় দুর্ভোগে দশ হাজার মানুষ
- কোন দপ্তর বা ঠিকাদার রাস্তাটি ভেঙেছে, কোনও তথ্য নেই প্রশাসনিক স্তরে
- দ্রুত রাস্তা সংস্কার করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসী

বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে জানানো হলেও কেউ নাকি বলতে পারছেন না কোন দপ্তর বা ঠিকাদার কাজের দায়িত্বে। নেতাজিপল্লির সুব্রত বসু ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'রাস্তাটির ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল পাঁচটি গ্রামের মানুষ। রাস্তা খুঁড়ে রাখায় এলাকায় কোনও যানবাহন ঢুকতে পারছে না। ফলে গর্ভবতী ও মুমূর্ষু রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। বিপাকে পড়েছে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া এবং স্থানীয় চাষিরা। উৎপাদিত ফসল বাজারে নিয়ে যেতে চরম সমস্যায় পড়ছেন কৃষকরা।'

খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ বলেন, 'মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। কিন্তু কোন দপ্তর কাজটি করছে, তা জানা নেই।' পঞ্চায়েত সমিতি থেকে এই কাজ করা হচ্ছে না বলে জানান খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নান্টু মণ্ডল। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা বা পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পে মহকুমা পরিষদ থেকে এই রাস্তার কাজের কোনও টেন্ডারই হয়নি।' রাস্তাটি কে বা কোন সংস্থা ভেঙেছিল, তার খোঁজ চলছে বলে জানান খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ। ঘটনার কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক তথা বিজেপির দুর্গা মুর্মু বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে খোঁজ নেওয়া হবে। ওই ঠিকাদারকে খুঁজে বের করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা এবং রাস্তাটি যাতে দ্রুত নতুনভাবে তৈরি করা যায়, সেই উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

অর্থাৎ, রাস্তা খোঁড়া নিয়ে প্রশাসনের কোনও স্তরেই সঠিক তথ্য নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন, প্রশাসনিক কোনও নির্দেশ ছাড়া কি রাস্তা খোঁড়া সম্ভব?

অনশনের ডাক বিক্রমের

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে গোর্খাল্যান্ডের বিল পেশ করার দাবিতে অনশনে বসছেন গোর্খাল্যান্ড সংঘর্ষ সমিতির আহ্বায়ক বিক্রম আদি রাই। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে মিরিকে আমরণ অনশন শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে। রবিবার কার্সিয়াংয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে বিক্রম জানান, বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে গোর্খাল্যান্ডের আশ্বাস দিয়ে আসছে। এখন কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই জায়গাতেই বিজেপি সরকার। ফলে পাহাড়ের দাবি পূরণে আর বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। তাঁর বক্তব্য, 'ডিসেম্বরেই সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে। এই অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সরকারকে পৃথক রাজ্যের জন্য বিল পেশ করতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনশন চলবে।'

পাম্প বিভ্রাটে বন্ধ জলের জোগান

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৫ নভেম্বর : কোথাও বিকল হয়েছে সোলার পাম্প, কোথাও আবার গিয়েছে চুরি। এই দুইয়ের জেরে চোপড়া ব্লকের বেশ কিছু জায়গায় বন্ধ হয়েছে পানীয় জল পরিষেবা। এই সমস্যা পঞ্চায়েতের নজরে এনেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি অবশ্য বলেছেন, 'নির্দিষ্ট অভিযোগ পাইনি। সেরকম সমস্যা হলে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হকের বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ থেকে গত পাঁচ বছরে এলাকায় প্রচুর সোলার পাম্প বসানো হয়েছে। কোথাও সমস্যা হতেই পারে। এগুলি সার্ভে করে দেখা হবে।'

মাঝিয়ালি হাইস্কুলের কাছে সাধারণ মানুষের পানীয় জলের সুবিধার জন্য একটি সোলার সাবমার্সিবল পাম্প বসানো হয়েছিল। অভিযোগ, গত ফেব্রুয়ারি মাসে দুষ্কৃতীরা সাবমার্সিবল সেট খুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। আবার স্থানীয় বেরং ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় বছর দুয়েক আগে গাড়ির ধাক্কায় সোলার পাম্পটি ভেঙে গেলেও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। উপপ্রধান নরেশ সিংহ অবশ্য বলেন, 'এলাকায় পিএইচই-র পানীয় জলের পরিষেবা নিয়ে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। এরই মধ্যে দুটি জায়গায় সোলার পাম্পের পরিষেবা আপাতত বন্ধ। পঞ্চায়েত থেকে সংস্কারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।' হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কালুগছ টংঘর মোড় এলাকা, ঘিরনিগাঁওয়ের মিরচাগছ, লালমনগছ সহ একাধিক জায়গায় পানীয় জলের সোলার প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। ঘিরনিগাঁওয়ের মণ্ডলবাস্তি প্রাইমারি স্কুল চত্বরে সোলার পাম্প দুই বছর থেকে বিকল। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সিরাজুল ইসলাম বলছেন, 'পড়ুয়াদের পাশের মাদ্রাসার কল থেকে জল আনতে হয়।' চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর এলাকায় দুটি সোলার পাম্প বেহাল অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সোহরাব আলি বলছেন, 'ইতিমধ্যে প্রকল্পের নল পর্যন্ত কে বা কারা খুলে নিয়ে পালিয়েছে।'

চোপড়া পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেছেন, 'এলাকায় তিনটি পাম্পে পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। পরিষেবা চালু করতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

দাসপাড়া পঞ্চায়েত প্রধান মনসুর আলম বলছেন, '২০টি বসানো হয়েছে। দু'একটি জায়গায় পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে। পঞ্চায়েত থেকে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।' যদিও বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যানে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। ঠিকাদারদের দাবি, স্থানীয় অফিস থেকে মৌখিকভাব জানানো হয়েছে, কোথাও কাজ ফেলে রাখা যাবে না।

> **গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ থেকে গত পাঁচ বছরে এলাকায় প্রচুর সোলার পাম্প বসানো হয়েছে। কোথাও সমস্যা হতেই পারে। এগুলি সার্ভে করে দেখা হবে।**
>
> **ফজলুল হক,** সহ সভাপতি, চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতি

বিশ্ব সহানুভূতি দিবস

বাগডোগরা, ১৫ নভেম্বর : রবিবার বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে বিশ্ব সহানুভূতি দিবস পালন করল শিবমন্দিরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এদিন ওই সংগঠনটি নিজেদের প্রতিষ্ঠা দিবসও উদযাপন করে। এদিন মাটিগাড়া পতিরাম জোতের বিশেষভাবে সক্ষমদের (দৃষ্টি প্রতিবন্ধী) একটি আবাসনে, তাঁদেরকে নিয়ে সময় কাটায় সংগঠনটি। সংগঠনটির তরফে অনুপ ধর বলেন, 'আমাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনেই বিশ্ব সহানুভূতি দিবস থাকায় একই সঙ্গে দুটোই পালন করি। এখানকার ৬০ জন আবাসিককে নতুন জামকাপড় দেওয়া হয়েছে। দুপুরে সবার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চিকিৎসক প্রতিম রায়, বিশ্বজিৎ ঘোষ, সুশীল আগরওয়াল, রাজেশ আগরওয়াল প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

নির্মীয়মাণ রেল ওভারব্রিজের আড়ালে আক্ষেপ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ নভেম্বর : বাবা মারা গিয়েছেন সাত-আট বছর আগে। তাঁর হাতে গড়া চায়ের দোকানটাই ছিল রাঙ্গাপানি বাজারের বাসন্তী রায়ের পরিবারে রোজগারের একমাত্র সম্বল। সেই দোকানটি এখন ভেঙে গিয়েছে। এখন আশ্রয় হারিয়ে বাসন্তীর মেয়ে রাখি রায়কে স্থানীয় পালপাড়ার কোণে ভাড়াবাড়িতে থাকতে হচ্ছে। রাখির আক্ষেপ, 'বাবা দোকানটা বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। মাকে নিয়ে এতদিন এই দোকানের ভিতরেই থাকতাম। এখন দোকান ভেঙে দেওয়ার পর ভাড়াবাড়িতে থেকে সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়েছে। আমাদের কোনও জমি নেই। সরকার থেকে কোনও সাহায্য বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করা হলও না।' ফাঁসিদেওয়ার অদূরে এই ছবি শুধু বাসন্তীদের নয়। প্রায় দেড়শো পরিবারের জীবনেও নেমেছে একই অনিশ্চয়তা।

রাঙ্গাপানি রেলগেটের আশপাশে কয়েকশো বস্তা সিমেন্ট ও নির্মাণসামগ্রী জমা হয়েছে। ড্রিল মেশিনের শব্দে গমগম করছে এলাকা। একের পর এক দোকান ভাঙা হচ্ছে। ধ্বংসস্তূপে কোথাও নতুন ঠিকানার বোর্ড, কোথাও ক্রেতাদের জন্য নতুন ফোন নম্বর ঝুলছে।

শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের রাঙ্গাপানি ও নিজবাড়ি রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে এনসি-৫ লেভেল ক্রসিংয়ে দীর্ঘদিনের যানজট ও জনগণের দুর্ভোগ কমাতে বহু প্রতীক্ষিত রেলওয়ে ওভারব্রিজ (আরওবি) নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে। প্রায় ৬৯.৭৯ কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাসের পর দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের এনওসি মিলেছে। জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর যৌথ তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে এনওসি দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনে রেলের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাসও দিয়েছিলেন।

কিন্তু কাজ শুরুর মুখেও সেই আশ্বাসের রূপরেখা সাধারণ মান



নতুন সফটওয়্যার

বিনামূল্যে বাসযাত্রার টিকিট বুক করেও যাত্রী না ওঠায় সমস্যায় দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এসবিএসটিসি)। এই প্রবণতা রুখতে সফটওয়্যার আনছে নিগম। বারবার এক কাজ করলে সংশ্লিষ্ট ফোন নম্বর থেকে আর কাটা যাবে না টিকিট।



সমাবর্তন

২৪ ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৯তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে স্নাতক, স্নাতকোত্তরের পড়ুয়া ও পিএইচডির গবেষকদের দুপুর ১২টার মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপেন এয়ার থিয়েটারে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। ওই দিন সাদা পোশাক পরার নির্দেশ।



আধুনিক ল্যাব

জনজাতি গৌরব দিবসে সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার রোগের চিকিৎসায় উন্নত মেশিন স্থাপন করা হল এনআরএস মেডিকেল হাসপাতালে। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানান, এনআরএসেই প্রথম রক্তের রোগ নির্ধারণে আধুনিক ল্যাব তৈরি হল।



গ্রেপ্তার

ভোটপরবর্তী হিংসা মামলায় জড়িত অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ নানুরের তৃণমূল নেতা আবদুল কেরিম খানকে রবিবার গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ২০২১ সালে ভোট-পরবর্তী হিংসা সহ ৩২টি মামলায় অভিযুক্ত তিনি।

মঙ্গলকামনায়



একদিকে ছটঘাটে পুণ্যার্থী, অন্যদিকে শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পাল ও অন্যরা। রবিবার বাবুঘাটে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গে ‘মিশন সাহসী’

পকেটের পেন, ক্লিপে নারীর আত্মরক্ষায় আসরে এবিভিপি

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : রাস্তায় একা বেরোলে আচমকা আক্রমণ! ব্যাগে বা পকেটে তো আর সবসময় অস্ত্র নিয়ে ঘোরা যায় না। কিন্তু যদি হাতের সাধারণ কলম, চুলের ক্লিপ বা ব্যাগের এটিএম কার্ডটাই হয়ে ওঠে আত্মরক্ষার মোক্ষম হাতিয়ার? শুনতে অবাক লাগলেও, এবার রাজ্যের মেয়েদের এমনই অভিনব কায়দায় আত্মরক্ষার পাঠ দিতে আসরে নেমেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। নারী সুরক্ষার প্রশ্নে যখন গোটা বাংলা উত্তাল, ঠিক তখনই মেয়েদের স্বাবলম্বী এবং মানসিকভাবে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে এবিভিপির এই নতুন উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে ‘মিশন সাহসী’।

সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ১৪ থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলছে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রথম পর্যায়। এখানে মূলত সেই সমস্ত প্রশিক্ষককে তৈরি করা হচ্ছে, যাঁরা আগামী মাসে দক্ষিণবঙ্গের ২০টি সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে গিয়ে সাধারণ ছাত্রীদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখাবেন। এই আউটরিচ প্রোগ্রামটি চলবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবিভিপি দক্ষিণবঙ্গের নেত্রী তথা এই শিবিরের ইনচার্জ পারমিতা বিশ্বাস জানিয়েছেন, ‘রাস্তায় বিপদে পড়লে দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসপত্র, যেমন পেন, কার্ড, চামচ বা চুলের ক্লিপ দিয়ে কীভাবে পালটা আঘাত হানতে হয়, সেটাই শেখানো হবে এই শিবিরে। এর পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা, মানসিক স্বাস্থ্য এবং আইনি অধিকার নিয়েও মেয়েদের সচেতন করা হবে।’



বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেয়েদের আত্মরক্ষার পাঠ।

২০১৮ সালে মুম্বইয়ে প্রথম শুরু হয়েছিল এই ‘মিশন সাহসী’। এরপর থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এবারে কলকাতায় প্রশিক্ষণের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন আত্মরক্ষা বিশেষজ্ঞ সুনীতা মুন্ডেকার। এবিভিপি দক্ষিণবঙ্গের রাজ্য সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্যের স্পষ্ট কথা, মেয়েদের কেবল নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে লাভ নেই। বর্তমান যুগে তাঁদের এতটা সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে, যাতে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন।

তবে এবিভিপির এই উদ্যোগকে ভালো চোখে দেখছে না রাজ্যের বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে সরাসরি তোপ দেগে বলেছেন, ‘এবিভিপি এই যে আত্মরক্ষার কথা বলছে, তাতে কি রাজ্যে নারী পাচার, বাল্যবিবাহ, নাবালিকা গর্ভধারণ বা ক্যাম্পাসে মহিলাদের নিরাপত্তার মতো আসল সমস্যাগুলির কোনও সমাধান হবে?’ তাঁর অভিযোগ, আরএসএস এবং বিজেপি উলটে ক্যাম্পাসগুলির পরিবেশ নষ্ট করছে। মেয়েদের স্কলারশিপের টাকা কাটা যাচ্ছে। দেবাঞ্জনের কটাক্ষ, ‘‘সত্যিই যদি এবিভিপি মেয়েদের পাশে দাঁড়াতে চায়, তবে ‘মনুবাদ’ চাপিয়ে দেওয়ার বদলে এই জ্বলন্ত সামাজিক ইস্যুগুলিকে আগে অগ্রাধিকার দিক।’’

> রাস্তায় বিপদে পড়লে পেন, কার্ড, চামচ বা চুলের ক্লিপ দিয়ে কীভাবে পালটা আঘাত হানতে হয়, সেটাই শেখানো হবে এই শিবিরে।
>
> **পারমিতা বিশ্বাস** ইনচার্জ, মিশন সাহসী

যাবজ্জীবন বহাল বিএসএফ জওয়ানের

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্কের জের। এক নারীর সঙ্গে দুই বিএসএফ কর্মীর পরকীয়ার সম্পর্ক। যার ফলে আট বছর আগে বিএসএফ জওয়ানকে খুনের অভিযোগ ওঠে তাঁরই সহকর্মীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় কোচবিহারের দিনহাটার নিম্ন আদালতের দেওয়া যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় দাসের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, নিহত বিএসএফ কর্মীকে ঠান্ডা মাথায় খুন করেছেন তাঁর সহকর্মী। ফলে নিম্ন আদালতের দেওয়া সাজায় হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

ত্রিকোণ প্রেমের মামলায় রায়

আদালত সূত্রে খবর, ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল ২০১৮ সালে। নিহত বিএসএফ জওয়ান অরবিন্দ কুমার ও তাঁর সহকর্মী রঘুনন্দনের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িত ছিলেন স্থানীয় এক মহিলা দশমী মোদক। বিষয়টি পরে জানাজানি হয়। ওই বছরের ২৪ জানুয়ারি বিএসএফের দুর্গানগর বিওপি’র অধীনে আলফা ৯ পয়েন্টে ঘটনার দিন কর্মরত ছিলেন অরবিন্দ। রাতের দিকে তাঁর অন্য সহকর্মীরা বোমা ফাটার শব্দ শুনে পরে গিয়ে হাত-পা বাঁধা ও গুলিবিদ্ধ অবস্থায় অরবিন্দের মৃতদেহ উদ্ধার করেন। ঘটনার তদন্ত চলাকালীন তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ওই রাতে অরবিন্দের টর্চের সংকেত পেয়ে দশমী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন। সেই সময়ে ঘটনাস্থলে অভিযুক্ত রঘুনন্দন উপস্থিত হয়ে গুলি করে হত্যা করে অরবিন্দকে। দশমী তাঁর জবানবন্দিতে জানিয়েছেন, খুনের পর তাঁর সন্তানদের মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল অভিযুক্ত। নিম্ন আদালত সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করে অভিযুক্তকে একাধিক ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল। এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় অভিযুক্ত। তবে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘একজন গ্রামীণ দরিদ্র দুই সন্তানের মা নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়ে এই ধরনের স্পর্শকাতর ঘটনায় মিথ্যে সাক্ষী দেবেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্ক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া ও তীব্র ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে এই হত্যাকাণ্ড।’ এই ঘটনায় ইনসাস রাইফেলের মতো অত্যাধুনিক সার্ভিস অস্ত্র ব্যবহার করে খুন করা কোনও বহিরাগত দুষ্কৃতীর কাজ নয় বলে মনে করেছে আদালত। এছাড়া ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, কল ডিটেইলস রেকর্ড সহ একাধিক তথ্যপ্রমাণের সাপেক্ষে অভিযুক্তের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

কানমলা

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : জলাশয়ে ময়লা ফেললেই জরিমানা, প্রস্রাব করলে কানমলা! জলাশয় ও উদ্যানের সৌন্দর্যায়ন ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে কড়া হুঁশিয়ারি মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের। সৌন্দর্যায়নের দায়িত্ব কর্পোরেট সংস্থাকে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

ছটপুজো পরিদর্শনে গঙ্গাবক্ষে শুভেন্দু

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর: ছটপুজো ঘিরে রবিবার সকাল থেকেই উৎসবের মেজাজে শহর। সূর্যদেবের আরাধনায় গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ভিড় জমিয়েছেন ব্রতীরা। তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি কলকাতা ও হাওড়ার একাধিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি।

সকালে বড়বাজারের গুরুদোয়ারায় গিয়ে গুরুনানক জয়ন্তীর আগে প্রার্থনায় অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বেঁধে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ধর্মীয় আচার মেনে প্রার্থনা করেন। পরে নগরকীর্তনেও যোগ দেন শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিখ সম্প্রদায়ের দেশরক্ষায় অবদানের কথা তুলে ধরেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘শিখরা প্রকৃত রাষ্ট্রবাদী। দেশকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা লড়াই করেছেন।’

পূর্বতন তৃণমূল সরকারের সংখ্যালঘু নীতির সমালোচনা করে তাঁর অভিযোগ, ‘সংখ্যালঘু বলতে শুধু মুসলিমদের বোঝানো হত। অথচ শিখ ও জৈনরাও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।’

বিকেলে শিবপুরের রামকৃষ্ণপুর ঘাটে ছটপুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। গঙ্গাবক্ষে সপারিষদ সুসজ্জিত ভেসেলে নৌকাবিহারে পুরো ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন তিনি। তাঁর সঙ্গে এদিন উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খান ও রাষ্ট্রমন্ত্রী উমেশ রাই। পরে কদমতলা ঘাটে ছটপুজোর অনুষ্ঠানেও যোগদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই সফর ঘিরে ঘাটচত্বর কড়া নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়। পুলিশ ও র‍্যাফের পাশাপাশি প্রচুর সাদা পোশাকের পুলিশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলের কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছিল।

এদিন শহরে ছটপুজোর জন্য পুরসভা ও কেএমডিএ-র অধীনে মোট ১৬৩টি ঘাট ও জলাশয়ে ব্যবস্থা করা হয়। ঘাটে ঘাটে পুলিশ মোতায়েন, আলো, চিকিৎসা, অ্যাম্বুল্যান্স, শৌচাগার ও পোশাক বদলের ঘরের ব্যবস্থা ছিল।

রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবরের পরিবেশের কথা মাথায় রেখে প্রবেশ নিষিদ্ধ রাখা হয়। দুই জলাশয়েই কড়া পুলিশি নজরদারি ছিল।

বিক্ষোভের মুখে মালা

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : ছটপুজোর ঘাট পরিদর্শনে গিয়ে বিক্ষোভ ও ‘চোর চোর’ স্লোগানের মুখে পড়লেন তৃণমূলত্যাগী এনসিপিআই সাংসদ মালা রায়। রবিবার টালিগঞ্জের ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডের ১৭ নম্বর মাঠে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান একদল মহিলা। ‘পুরোনো বিজেপি কর্মী’ পরিচয় দিয়ে তাঁদের অভিযোগ, তৃণমূলে থাকাকালীন রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তাঁদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছেন মালা। বিক্ষোভের মুখেও অবশ্য এলাকা ছাড়েননি সাংসদ। পালটা তাঁর অভিযোগ, সরকারি মাঠ দখল করে এলাকায় অশান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী।

কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে শহরে ১৬৩টি বিকল্প ছটপুজোর ঘাট তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে ১৭ নম্বর মাঠে কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলার হিসেবে রবিবার সেখানে পৌঁছাতেই শুরু হয় বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ১৫ বছর ধরে তাঁদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছেন সাংসদ। তাঁদের দাবি, ছটপুজো বানচাল করতেই সেখানে এসেছেন মালা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে মালার দাবি, তিনি কখনও অন্যায়-অত্যাচারের রাজনীতি করেননি এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোনও থানায় অভিযোগও নেই।

শমীকের অভিযোগ

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : বিজেপি সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে প্রশ্ন তুলে ৬ মাসে একাধিক মামলা দায়ের করেছে সিপিএম। কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ডবিন্যাস সংক্রান্ত মামলার জেরে আপাতত ভোট নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই ভোট নিয়ে টানাপোড়েনের কারণে এবার সিপিএম ও তৃণমূলকে একাসনে বসিয়ে নিশানা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নিউ আলিপুরের ট্রাইঅ্যাঙ্গুলার পার্কে শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে ছিলেন শমীক ভট্টাচার্য। তখনই ভোটে দেরি হওয়া নিয়ে দায়ী করেন সিপিএম ও তৃণমূলকে। তিনি বলেন, ‘কলকাতা পুরসভার মেয়রকে আমরা কেউ চলে যেতে বলিনি। পশ্চিমবঙ্গের কোনও মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন ভেঙে দিইনি আমরা। কলকাতা, হাওড়া-সহ কর্পোরেশনগুলিতে অচলাবস্থা তৈরি করেছে তৃণমূল। তৃণমূল এখন সিপিএম-কে কোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছে।’

শমীক আরও বলেন, ‘গত ১৫ বছর ধরে রাজ্যে আর এক ‘ভগবান’-এর কথা শোনা গিয়েছে। নিউ আলিপুরে ভগবান বিরসা মুন্ডা গাছের তলায় থাকেন, আর অন্য ‘ভগবান’ সুসজ্জিত বাড়িতে থাকতেন।’

কল্যাণের নিশানায় বুদ্ধদেব

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের মেগা সমাবেশের পর বাংলায়ও একজোট হয়ে লড়াই করার জল্পনা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি বেশ কয়েকবার সিপিএমের সঙ্গে জোট প্রসঙ্গকে সময়ের দাবি বলে উল্লেখ করেছেন মমতা-তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ। এবার সেই সিপিএম ও তাদের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে চাঁছাছোলা ভাষায় নিশানা করলেন মমতা-তৃণমূলের লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তিনি বলেন, ‘ব্যক্তিগত স্তরে সৎ হলেও, মানসিকভাবে অসৎ ছিলেন। সব থেকে বেশি অত্যাচার হয়েছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সময়। এখনও সাদা ধুতিতে রক্তের দাগ রয়েছে। খুনি ডাকাত সিপিএমের নায়ক বুদ্ধবাবু। মারা গেলেও বলতে হবে।’ কয়েকদিন আগে নন্দীগ্রাম দিবস উপলক্ষ্যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত সততার স্তুতি শোনা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। সেপ্রসঙ্গ টেনে এদিন কল্যাণের খোঁচা, ‘বুদ্ধবাবু এখন শুভেন্দুর কাছের লোক।’

বাগযুদ্ধ

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : বাগযুদ্ধে জড়ালেন মদন মিত্র ও কুণাল ঘোষ। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে যাওয়া নিয়ে বেলেঘাটার বিধায়ককে নিশানা করেছিলেন কামারহাটির বিধায়ক। পালটা কুণাল রবিবার বলেন, ‘ব্যক্তিগত আক্রমণ করলে এমন জবাব দেব, মুখ দেখাতে পারবেন না।’ পালটা কুণালকে ‘চতুষ্পদ’ বলে কটাক্ষ মদনের।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে বিজেপি কর্মীর মৃত্যু

পানিহাটি, ১৫ নভেম্বর : শাসকদলে ক্রমশ বেড়েই চলেছে অন্তর্দ্বন্দ্ব! যার জেরে পালাবদলের পর দুর্গাপুর, বজবজ, বীরভূম, বারুইপুরে রক্ত ঝরেছে বিজেপি কর্মীদের। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি। অভিযোগ, এখানকার বিজেপির ১ নম্বর যুব মোর্চার সভাপতি ও কর্মীদের একাংশের হাতেই প্রাণ হারিয়েছেন ১ নম্বর মণ্ডল সম্পাদকের স্বামী অরূপ সাহা। নিহতের স্ত্রী রুমা সাহার দাবি, অভিযুক্তদের প্রত্যেকেই রাজ্যে পটপরিবর্তনের পর তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসেছেন।

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার রাতে। পানিহাটির এক ব্যবসায়ীর ওপর যুব মোর্চার সভাপতি রাজদীপ দাসের নেতৃত্বে একদল বিজেপি কর্মী চড়াও হন বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে খবর, ব্যবসায়ীকে মারধর করার প্রতিবাদ করলে মণ্ডল সম্পাদক রুমা সাহাকে গালিগালাজ করেন অভিযুক্তরা। স্ত্রীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন স্বামী অরূপ সাহা। তিনি নিজেও বিজেপি কর্মী। সেইসময় তাঁর ওপর চড়াও হয় কয়েকজন। রুমার দাবি, ঘটনার পর বাড়ি ফিরেই অসুস্থ বোধ করতে থাকেন অরূপ। সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা অরূপকে মৃত ঘোষণা করেন। স্বামীর মৃত্যুর জন্য দলীয় কর্মীদের দায়ী করেছেন রুমা। তিনি বলেন, ‘প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের পোষা গুন্ডারা এই কাজ করেছে। ওদের আমি এতদিন তৃণমূলের হয়ে অত্যাচার করতে দেখেছি। দলের খারাপ সময়ে পার্টিটা করেছি। আজ দলের কর্মীদের হাতেই আমার স্বামীকে মরতে হল।’ রবিবার আক্রান্তের বাড়িতে যান পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ। হামলার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘নির্মল ঘোষ এখন বেল পেয়েছে। আমাদের কিছু লোকও তার সঙ্গে দেখা করছে। ৪ তারিখের পর যারা বিজেপি হয়েছে, তারাই বেশি কাজ পাচ্ছে, সহযোগিতা পাচ্ছে।’

> প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের পোষা গুন্ডারা এই কাজ করেছে। ওদের আমি এতদিন তৃণমূলের হয়ে অত্যাচার করতে দেখেছি। দলের খারাপ সময়ে পার্টিটা করেছি। আজ দলের কর্মীদের হাতেই আমার স্বামীকে মরতে হল।
>
> **রুমা সাহা** মৃতের স্ত্রী

বুধবার দুর্গাপুরে বিজেপি কর্মী শ্যামকুমার দাসকে পিটিয়ে খুন করা হয়। অভিযোগ, ওই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া দুজনও বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। ব্যারাকপুরের বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী বলেন, ‘মানুষ আমাদের খুব আশা-ভরসা নিয়ে ক্ষমতায় এনেছে। তাই যে ঘটনাগুলি ঘটছে সেগুলি ঠিক হচ্ছে না। ৪ তারিখের পর যারা বিজেপিতে এসেছে তারাই এসব করছে।’ এই প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘এক মণ্ডল আরেক মণ্ডলকে খুন করল। তবে প্রশ্নটা হচ্ছে, বিচার পাবেন কি? অভয়ার বিচারও হয়নি।’

শনিবার সকালে ব্যারাকপুরের লালকুঠি এলাকায় ফের বিজেপি কর্মীদের একাংশের বিক্ষোভের মুখে পড়েন কৌস্তভ। তাঁদের দাবি, এদিন মণীশ শুক্লা খুনে অভিযুক্তদের সঙ্গে নিয়েই কৌস্তভ ছটপুজোয় শাড়ি বিলি করতে বেরিয়েছেন। যদিও বিধায়কের দাবি, গ্যাসের বেআইনি কারবার ও সাট্টার ঠেক আটকেছেন বলেই এসব করা হচ্ছে।

ঘরে ঘরে বুকস্টল কর্মসূচি সিপিএমের

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : বুকস্টলে হামলার অভিযোগের প্রতিবাদে এবং পাঠাভ্যাস বাড়াতে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী রাজ্যজুড়ে ‘ঘরে ঘরে বুকস্টল’ কর্মসূচি শুরু করল সিপিএম। রবিবার ঘরে ঘরে বই নিয়ে পৌঁছোল সিপিএম।

এদিন যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বিধাননগর, উত্তরপাড়া ও হলদিয়া সহ বিভিন্ন এলাকায় টোটো, রিকশা, ভ্যান, ঠ্যালাগাড়ি, সাইকেল এবং হেঁটে বাড়ি বাড়ি ও দোকানে বই নিয়ে পৌঁছে যান দলের কর্মী-সমর্থকরা। নভেম্বর বিপ্লবের মাস উপলক্ষ্যে প্রথমে একদিনের কর্মসূচির ভাবনা থাকলেও, টানা সাতদিন ধরে এই প্রচার চলবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

চলতি বছর দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর সময় একাধিক জায়গায় বামেদের বুকস্টল ভাঙচুর এবং বুলডোজার দিয়ে স্টল সরানোর অভিযোগ ঘিরে বিতর্ক হয়। এর পালটা কর্মসূচি হিসেবেই বইকে সামনে রেখে পথে নেমেছে সিপিএম।

এদিন উত্তরপাড়ার ক্রাউন গেট, কাঁঠালবাগান বাজার ও মাখলা বিড়লা মোড় এলাকায় ভ্যানে করে বই নিয়ে ঘোরেন কর্মী-সমর্থকরা।

> ‘বই পোড়ায় না, পড়তে হয়’

ভ্যানের পোস্টারে লেখা ছিল, ‘বই পোড়ায় না, পড়তে হয়’।

যাদবপুরে এই কর্মসূচিতে বিশেষ জোর দেয় দল। পুজোর সময় যাদবপুরে বুকস্টল সরাতে পুলিশের বুলডোজার আনার ঘটনার প্রেক্ষিতে এদিন ‘বুলডোজারকে করল দূর, বইয়ের পাশে যাদবপুর’ এবং ‘হাতে হাতে বই, পাড়ায় পাড়ায় সিপিএম’ স্লোগানে বই বিক্রি ও আদানপ্রদান চলে।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা দেবদূত ঘোষ ও বাম নেত্রী মাণ্ডবী ভট্টাচার্য। দেবদূত ঘোষ বলেন, ‘বইয়ের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদেই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বই গ্রহণ করছেন।’

মাণ্ডবী ভট্টাচার্যের মন্তব্য, ‘এই যাদবপুরে বুকস্টলের ওপর হামলা মানুষ দেখেছে। এই সংকল্প নিয়ে আমরা পাড়ায় পাড়ায় বই নিয়ে হাজির।’ বিধাননগর ও হলদিয়াতেও একইভাবে দলীয় পতাকা ও বই নিয়ে প্রচার চালান কর্মী-সমর্থকরা।

‘জঙ্গলমহলে আর কাঁচা বাড়ি নয়’

বেলপাহাড়িতে একগুচ্ছ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম, ১৫ নভেম্বর : জনজাতিদের উন্নয়নের সঙ্গে কোনও আপোস করবে না বর্তমান সরকার। রবিবার বেলপাহাড়িতে জনজাতি গৌরব দিবসের অনুষ্ঠানে স্পষ্ট ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, ‘জঙ্গলমহলে আর কোনও কাঁচা বাড়ি থাকবে না। সরকারি আবাস যোজনায় সকলের জন্য পাকা কংক্রিটের বাড়ির ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার।’ এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ খগেন মুর্মু, আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু, কৃষি প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিসকু, বিধায়ক লক্ষণ সাউ, প্রণত টুডু, জুয়েল মুর্মু, রাজেশ মাহাত-সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি।

বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উপলক্ষে এদিন সাহাড়ি গ্রামের ফুটবল মাঠে আয়োজিত হয়েছিল মূল অনুষ্ঠান। বেলা একটা নাগাদ হেলিকপ্টারে সেখানে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান শুভেন্দু। তাঁর মাথায় আদিবাসী প্রথা মেনে হলুদ গামছার পাগড়ি বেধে দেন ক্ষুদিরাম টুডু ও খগেন মুর্মু। পাগড়িতে নিমপাতার গোছা গুঁজে দেন প্রণত টুডু। এদিন হস্তশিল্পীদের প্রদর্শনী ঘুরে দেখার পাশাপাশি আদিবাসীদের নাচ-গানের আসরে ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ ধামসাও বাজান তিনি।



ধামসা বাজাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিনের অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ৭৭০ জনের হাতে জমির পাট্টা-সহ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘পাট্টার অধিকার নিয়ে দীর্ঘদিন লড়াই করেছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। এই সরকার সমস্ত আদিবাসীকে জমির অধিকার দেবে।’ গত কয়েকদিন আগেই বন, আদিবাসী ও জমি দপ্তরের সঙ্গে কথা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘সরকারের কাজ শুধু আদিবাসীদের অভাব-অভিযোগ পূরণ করা নয়, তাঁদের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা। তাঁদের অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া।’ এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে বিঁধেছেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, ‘আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য কিছুই করেনি পূর্বতন সরকার। এমনকি, উত্তরবঙ্গে আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে ছবি তোলার জন্য হাত মিলিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেটাও গ্লাভস পরে! তৃণমূল আমলে ভুয়ো এসসি সার্টিফিকেট প্রদান করা হত বলে ঝাড়গ্রামে ফের সরব হয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, ‘সেগুলি বাতিল করে আদিবাসীদের সংরক্ষণ মজবুত করেছে বর্তমান সরকার।’ আদিবাসীদের জল, জঙ্গল ও জমির অধিকার রক্ষার কথাও বলেন তিনি। পাশাপাশি পানীয় জলের সমস্যা মেটানো, রাস্তা ও সেতু নির্মাণ এবং স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘শিক্ষিত সমস্ত বেকার তরুণ-তরুণী চাকরি পাবেন। তাঁদের চাকরি দেওয়ার দায়িত্ব আমার।’

দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি করার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রশংসা করে শুভেন্দু বলেন, ‘আদিবাসীদের অভিমানে আঘাত করা নয়, তাঁদের বন্ধু হওয়াই আমাদের কাজ।’ টোটো, লোধা, শবর-সহ ৭৫ হাজার পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য বিনামূল্যে বিশেষ রেশনের ব্যবস্থার কথাও জানান তিনি। আদিবাসী শিল্পীদের ভাতা এবং ঝাড়গ্রামে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেন। অনুষ্ঠান থেকে জেলার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৭৭ সংখ্যা, সোমবার, ২৯ কার্তিক ১৪৩৩

ক্ষুব্ধ শমীকের হুঁশিয়ারি

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দলের মহিলা মোর্চার বিজয়া সম্মিলনিতে দলীয় কর্মীদের যেরকম কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তাতে পরিষ্কার, একশ্রেণির দলীয় কর্মীর উচ্ছৃঙ্খলতায় তিনি প্রবলভাবে ক্ষুব্ধ এবং এই 'অরাজকতা' বন্ধে সরকারি ব্যর্থতায় তিনি অখুশি। রাজ্য সভাপতির বক্তব্যের প্রায় একই সুরে বক্তব্য রেখেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। দিল্লিতে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর বক্তব্যেও দলের একাংশের তোলাবাজিতে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ স্থান পেয়েছে।

তাঁদের সকলের বক্তব্যেই দল এবং সরকারের মধ্যে টানাপোড়েনের ইঙ্গিত স্পষ্ট। লক্ষ্যণীয়, যাঁরা দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শানিত করছেন, তাঁরা বিজেপির আদি নেতা। বিভিন্ন অভিযোগে বিদ্ধ তৃণমূল সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের বীতরাগ ইভিএম-এ প্রতিফলিত হয়েছিল বলেই রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হয়েছে। কিন্তু নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে বহুবিধ অভিযোগ জমা পড়তে শুরু করে দলের শীর্ষ নেতাদের কাছে।

সরকার গঠনের প্রথম পর্বে রাজ্য সভাপতি জানিয়ে দিয়েছিলেন, সরকারি প্রশাসনের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত এবং দলের দায়িত্ব তাঁর ওপর থাকবে অর্থাৎ দল এবং সরকারের মাঝের সীমারেখাটি তিনি তখনই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। এই রাজ্যে বামপন্থী শাসনের সময় ঠিক এভাবে রাজ্য সরকার পরিচালিত হতে দেখেছে বঙ্গবাসী। সিপিএম মুখ্যমন্ত্রীরা সরকার পরিচালনা করতেন মহাকরণ থেকে এবং দল পরিচালিত হত আলিমুদ্দিন থেকে।

তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীরা বা তাঁদের সতীর্থরা দলের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন বলে তাঁদের দলীয় অনুশাসন মেনে চলতে কোনও অসুবিধা কখনও হয়নি। তৃণমূল সরকারের সময় এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একাধারে মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের প্রধান। সেই সুবাদে দল এবং প্রশাসনের মধ্যে লক্ষণরেখাটি সেসময় মুছে গিয়েছিল। রাজ্যে সরকার গঠনের পর বিজেপি দল এবং সরকারের মধ্যে সেই সীমারেখা টেনে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেই সীমারেখাটি দলের কল্পনাতে রয়ে গিয়েছে, তার কোনও বাস্তবভিত্তি নেই।

এই সীমারেখার অস্তিত্ব না থাকার প্রধান কারণ বিজেপির মধ্যেই নিহিত। মোদি সরকার পত্তনের পর থেকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দিকে ঝুঁকেছে। গণতান্ত্রিক পরিসর সৃষ্টির পরিবর্তে ক্ষমতার জাল বিস্তারে মন দেওয়া অধিক শ্রেয় মনে করেছে। গণতান্ত্রিক ভারতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতেই ক্ষমতার রাশ। বিজেপি নিজে এই দর্শনে প্রবলভাবে বিশ্বাসী। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতার রাজদণ্ডটি ধরা আছে, সেটি মোটেও দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের হাতে নেই।

যেখানে প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত থাকেন, সেখানে দলীয় কর্মকর্তারা পিছনের সারিতে চলে যান। ক্ষমতার দলিলের সারাৎসারটি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বা দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানেন না- এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। সমস্যার শুরু এখান থেকেই। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পর্ক তিক্ত হলেও তৃণমূলের কর্মী বা নেতাদের অনেকের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট প্রীতির সম্পর্ক।

তৃণমূল দলের অনেক প্রাক্তনী এই সুবাদে বঙ্গ বিজেপিতে আশ্রয় পেয়ে গিয়েছেন, এমনকি মন্ত্রীসভায় প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছেন। ওপরতলায় প্রতিপক্ষ দলের নেতাদের অবাধ প্রবেশ ঘটলে নীচুতলাতেও সেটা হয়ে থাকে। আদি বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল থেকে আগত নব্য বিজেপি কর্মীদের বিভিন্ন কাজকর্ম মেনে নিতে পারছেন না। ফলে প্রথম দিন থেকেই উভয়পক্ষের অদৃশ্য সংঘাত শুরু হয়েছে। একথা বিজেপি নেতৃত্ব খোলাখুলি স্বীকার না করলেও বিভিন্নজনের বক্তব্যে তার প্রতিফলন ঘটছে।

রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমা হচ্ছে দেখে শমীক ভট্টাচার্য শঙ্কিত। এই ঘটনা চলতে থাকলে বিজেপির জনপ্রিয়তার টান পড়তে পারে। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বললেও তিনি দলের পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে তাঁর সতর্কবার্তাটি পাঠিয়ে দিলেন।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

পুনরুজ্জীবনের পরে কার হাতে নিয়ন্ত্রণ?

সরকারি মূলধনের সহায়তায় ঘুরে দাঁড়ানো ব্যাংক বিক্রির সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তুলছে কর্মী সংগঠন।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়



সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার আইডিবিআই ব্যাংকে থাকা তাদের এবং লাইফ ইনসুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার (এলআইসি) মালিকানাধীন মোট ৬০.৭২ শতাংশ শেয়ার কানাডার ফেয়ারফ্যাক্স ফিন্যান্সিয়াল হোল্ডিংসের সঙ্গে যুক্ত একটি কোম্পানির কাছে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের দাবি, এর ফলে ৫২,৮৭৮ কোটি টাকা প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আসবে। বিষয়টিকে ঘিরে দেশজুড়ে রীতিমতো বিতর্ক দানা বেঁধেছে। বিশেষত প্রথমে এই আইডিবিআই ব্যাংকের শেয়ারের ন্যূনতম দর ৯৪.৪২ টাকা নির্ধারিত হলেও কোন জাদুবলে সেটা পরে প্রতিটি শেয়ারের দাম ৭৫ টাকা নির্ধারিত হল তা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা।

এই ব্যাংকের বিলগ্নিকরণ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ইতিমধ্যেই আইডিবিআই ব্যাংকের অফিসার এবং কর্মীদের ধর্মঘট করতেও দেখা গিয়েছে। তাছাড়া ইউনাইটেড ফোরাম অফ আইডিবিআই অফিসার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ এই ব্যাংককে ফেয়ারফ্যাক্স ফিন্যান্সিয়াল হোল্ডিংস-এর একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রির প্রস্তাব নিয়ে নানাভাবে প্রশ্ন তুলেছে। তারা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও-র কাছে মূল্যায়ন, স্বচ্ছতা, চাকরির নিরাপত্তা এবং আমানতকারীদের সুরক্ষা সহ মোট ১৬টি বিষয়ে লিখিত জবাব চেয়েছে। পাশাপাশি তাদের প্রশ্ন, এই চুক্তির ফলে আমানতকারী, ঋণগ্রহীতা, কর্মী এবং এলআইসি পলিসিধারকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে কি কেবল বিদেশি প্রতিষ্ঠানটিই লাভবান হবে? তাদের অভিযোগ, এই কৌশলগত বিলগ্নিকরণ কোনও ধরনের স্বচ্ছতা ছাড়াই যেন একটি গোপন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হচ্ছে। ফোরামটি দরদাতা, উপদেষ্টা, মূল্যায়নকারী সংস্থা এবং শেয়ার ক্রয় চুক্তির খসড়া- এই সবকিছুর বিস্তারিত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানিয়েছে।

১৯৬৪ সালে পার্লামেন্টের একটি আইনের অধীনে রিজার্ভ ব্যাংকের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আইডিবিআই) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা ছিল- শিল্পের বিকাশকে উৎসাহিত করা, অর্থায়নের ব্যবস্থা করা। তখন সংস্থাটি কারখানা, সড়ক ও বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পগুলিতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের পাশাপাশি শিল্পের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণে সহায়তা করতে ভারতের স্বনির্ভরতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে ১৯৭৬ সালে আইডিবিআই-এর মালিকানা রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আইডিবিআই নতুন শিল্প প্রকল্প এবং বিদ্যমান শিল্পের সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ও বৈচিত্র্যকরণের লক্ষ্যে টাকা ও বৈদেশিক মুদ্রা- উভয় মাধ্যমেই আর্থিক সহায়তা প্রদান করত। এদিকে ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে আইডিবিআই-এর পাবলিক ইস্যুর পর, সংস্থাটিতে সরকারের মালিকানাধীন শেয়ারের পরিমাণ ১০০ শতাংশ থেকে কমে ৭৫ শতাংশে নেমে আসে। পরবর্তীকালে, ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাংক আইডিবিআই-কে একটি 'শিডিউলড ব্যাংক' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। ২০০৫ সালে আইডিবিআই-এর বাণিজ্যিক ব্যাংকিং শাখা 'আইডিবিআই ব্যাংক'-কে মূল 'আইডিবিআই'-এর সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করা হয়।



মুম্বইয়ে আইডিবিআই ব্যাংকের সদর দপ্তর। -ফাইল চিত্র

একদা শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া আইডিবিআই ব্যাংক পরে অনুৎপাদক সম্পদ ও লোকসানের চাপে সংকটে পড়ে। এলআইসি-র মূলধন বিনিয়োগ এবং কেন্দ্রের সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দাঁড়ায়। ২০২৫-'২৬ অর্থ বছরে ব্যাংকের নিট মুনাফা দাঁড়িয়েছে ৯,৫১৩ কোটি টাকা। এমন সময়ে কেন্দ্র ও এলআইসি-র হাতে থাকা ৬০.৭২ শতাংশ শেয়ার বিদেশি গোষ্ঠীর কাছে বিক্রির সিদ্ধান্ত ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে। ব্যাংকের কর্মী সংগঠনও মূল্যায়ন, স্বচ্ছতা, চাকরি ও আমানতকারীদের নিরাপত্তা নিয়ে সরব হয়েছে। ধর্মঘটের পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের কাছে ১৬ দফা প্রশ্নও রেখেছে তারা।

কিন্তু ক্রমশ এনপিএ বা অনুৎপাদক সম্পদ বাড়তে থাকায় সংকট দেখা দেয়। ২০১৮-'১৯ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকেই ব্যাংকটির ৩,৬০২.৪৯ কোটি টাকার নিট লোকসান হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটির মোট অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল মোট ঋণের ৩১.৭৮ শতাংশে যা ৬০,৮৭৫.৪৯ কোটি টাকা। তখন আইডিবিআই ব্যাংকের এত বেশি অনুৎপাদক সম্পদ এবং মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত সমস্যার কারণে ভারত সরকার এলআইসি-কে ওই ব্যাংকটিতে মূলধন বিনিয়োগ করতে বলে। এরফলে ২০১৯ সালে মোট ২৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে এলআইসি এই ব্যাংকটির ৫১ শতাংশ নিয়ন্ত্রণকারী মালিকানা অর্জন করে।

এটা ঘটনা এলআইসি-র লগ্নির পরে অবশ্য আইডিবিআই ব্যাংকের আর্থিক স্বাস্থ্যের ক্রমশ উন্নতি হতে থাকে। ২০২০-'২১ অর্থ বছরেই আইডিবিআই ব্যাংকের নিট মুনাফা দাঁড়ায় ১,৩৫৯ কোটি টাকা। ২০২৫-'২৬ সাল নাগাদ তা বেড়ে হয় ৯,৫১৩ কোটি টাকায়। এই ছয় অর্থবছরে ব্যাংকের মোট নিট মুনাফার পরিমাণ প্রায় ৩০,১০৬ কোটি টাকা। মুনাফার এই ধারাবাহিক বৃদ্ধি ব্যাংকটির আর্থিক অবস্থার আমূল পরিবর্তনেরই প্রতিফলন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে : ব্যাংকটি যখন সংকটে ছিল, তখন সরকারি খাত-এর পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব নিয়েছিল। তাহলে ব্যাংকটি লাভজনক হয়ে ওঠার পর, এর ভবিষ্যৎ আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ কেন একটি বেসরকারি গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হবে? পুনঃপুঁজিয়ায়ন কেবল একটি ব্যয় নয়; বরং এটি কোনও প্রতিষ্ঠানের পুনরুদ্ধারের জন্য করা সরকারি বিনিয়োগ। তাই এর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লভ্যাংশ, ভবিষ্যৎ মুনাফা, ঋণ প্রদানের সক্ষমতা এবং সামাজিক সুফল- সবকিছুই বিবেচনায় করা প্রয়োজন। অদ্ভুতভাবে সংকটকালে আইডিবিআই-এর ঝুঁকি বহন করল জনগণের অর্থ, অথচ পুনরুজ্জীবনের ফলে সৃষ্ট সুযোগসুবিধার সুফল যাতে বেসরকারি পুঁজি ভোগ করে তার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এজন্যই কি বলা হয় 'লোকসান হলে জাতীয়করণ এবং মুনাফা করলে বেসরকারিকরণ'?

এদিকে এবছরের অক্টোবরে, অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রীসভা কমিটি যে অনুমোদন দিয়েছে তার ফলে আইডিবিআই-তে থাকা ভারত সরকার তাদের ৩০.৪৮ শতাংশ এবং এলআইসির তরফে তাদের ৩০.২৪ শতাংশ শেয়ার ফেয়ারফ্যাক্স-এর কাছে হস্তান্তর করা হবে। তবে ২০০৪ সালে আইডিবিআই-কে কর্পোরেট কাঠামোয় রূপান্তর যখন করা হয় এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের মর্যাদা প্রদান করা হয় তখন এর আইন ঘিরে লোকসভা ও রাজ্যসভা- উভয় কক্ষেই তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিং উভয় কক্ষকেই আশ্বস্ত করেছিলেন, সরকার যে কোনও পরিস্থিতিতেই অন্তত ৫১ শতাংশ ইকুইটি নিজেদের হাতে রাখবে, যার ফলে এর সরকারি খাতের চরিত্র বজায় থাকবে। কিন্তু সেটাই বা এবার থাকছে কোথায়?

সংসদের ফ্লোরে দেওয়া কোনও প্রতিশ্রুতি কেবল সেই মুহূর্তের জন্য প্রযোজ্য কোনও রাজনৈতিক ঘোষণা নয়; বরং এটি আইনসভার কাছে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতার নীতি বহন করে। তাই সরকারের স্পষ্ট করা প্রয়োজন : সেই প্রতিশ্রুতির বর্তমান অবস্থা কী? কী প্রক্রিয়ায় এই নীতি পরিবর্তন করা হল? কোন গবেষণার ভিত্তিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত হল?

তাছাড়া সরকারি ব্যাংকগুলির মূল্যায়ন কেবল মুনাফার ভিত্তিতে করা উচিত নয়। সরকারি প্রকল্প জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে এবং লক্ষ্য পূরণে এদের সামাজিক ভূমিকা রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। তবে, সংস্কারের একমাত্র পথ হল বেসরকারিকরণ- এই দাবি মেনে নেওয়া যায় না। সরকারি মালিকানাধীন ব্যবস্থাতেও শক্তিশালী পরিচালন পর্ষদ গঠন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনা, পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ, প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা সম্ভব।

অন্যদিকে, বেসরকারিকরণের পক্ষে প্রায়শই দক্ষতা, আধুনিক প্রযুক্তি এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করা হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভেতরেও এগুলোর বিকাশ ঘটানো সম্ভব। বেসরকারি মানেই যে অনিয়ম, স্বার্থের সংঘাত বা নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটবে না- এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের 'অফিস অফ দ্য কম্পট্রোলার অফ দ্য কারেন্সি' 'ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্ট' ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা লঙ্ঘনের দায়ে 'ব্যাংক অফ আমেরিকা'-র উপর ৭৫০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা আরোপ করে। এই পদক্ষেপটি করা হয়েছিল ব্যাংকটির অর্থ পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু গুরুতর ত্রুটি নজরে আসায়। যা প্রমাণ করে, বড় আকারের বিদেশি বেসরকারি ব্যাংকগুলিতেও তদারকি ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে মারাত্মক দুর্বলতা থাকতে পারে। তাছাড়া কিছুদিন আগে ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি ব্যাংক, এইচডিএফসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান অতনু চক্রবর্তীর নৈতিক উদ্বেগের কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করার ঘটনা ঘটেছে। গত তিন-চার বছরে এদেশে অন্য বড় বড় বেসরকারি ব্যাংকগুলি ঘিরে বারবার নানা রকম নেতিবাচক আলোচনা ঘুরেফিরে এসেছে।

বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে 'আত্মনির্ভর ভারত' ও আত্মনির্ভরশীলতার কথা বলে আসছে। সেখানে সরকারি প্রচেষ্টায় পুনরুজ্জীবিত কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ যদি কোনও বিদেশি বেসরকারি গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়, তবে সরকারের এই অবস্থানের সঙ্গে তা কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে? বিদেশি বিনিয়োগ ভারতীয় আইন এবং রিজার্ভ ব্যাংক নিয়মনীতির অধীন থাকলেও নিয়ন্ত্রক তদারকি এবং সরকারি মালিকানা- এই দুটির ভূমিকা ভিন্ন। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ন্যূনতম বাধ্যবাধকতাগুলো নির্ধারণ করে; আর সরকারি মালিকানা উন্নয়নের গতিপথ নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি বাড়তি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সেক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে কি?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩০



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারকা সাঁতারু মিহির সেন।



১৯৭৩

প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন তারকা পুল্লেলা গোপীচাঁদের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত



একটি অভিজাত কলেজ আছে কলকাতা শহরে। সেটার অধ্যক্ষ আসানসোল-বর্ধমানে ধর্মান্তরণ করছেন। এটা চলতে দেওয়া যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে এখন বাবরের সরকার নয়। আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিরোধী। খ্রিস্ট ধর্ম ঐচ্ছিকভাবে পড়াতেই পারেন। কিন্তু জোর করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দুদের বিরোধিতা করলে সেই স্কুল ও সেটা যাঁরা পরিচালনা করছেন, তাঁদের ভাগ্যে অন্য কিছু লেখা থাকবে। যত খ্রিস্টান মিশনারি আছেন, রাস্তায় নামতে পারেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এ জিনিস চলতে দেব না, যে যত বড় শক্তি হোক।

- শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১



পুত্রসন্তান দত্তক নিয়েছিলেন আগ্রার দম্পতি। বিয়েও দিয়েছিলেন। সঞ্চিত ৭৫ লাখ টাকায় বাড়ি গড়েছিলেন। ছেলে সেই বাড়ি ৪৬ লাখে বিক্রি করে স্ত্রীর নামে নতুন বাড়ি কেনেন। বৃদ্ধাশ্রমে প্রবীণ দম্পতির কান্নার মর্মস্পর্শী ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২



গুজরাটের ভদোদরায় প্রার্তঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এক মহিলা। সেই সময় একটি বাঁদর মহিলাকে আক্রমণ করে। তাঁকে মাটিতে ফেলে বাঁদরটি দেহের বিভিন্ন অংশে এলোপাতাড়ি কামড়াতে থাকে। আশপাশের লোকজন ছুটে আসতেই বাঁদরটি পালায়। বনকর্মীরা সেটিকে খাঁচাবন্দি করেন।

জনমন জনমত

পুলিশের লাইব্রেরি-উদ্যোগ সফল করতে কয়েকটি প্রস্তাব

১২ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'কিশোরদের বইমুখী করতে পুলিশের লাইব্রেরি' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে একজন বইপ্রেমী ও শিক্ষক হিসেবে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। বর্তমান ডিজিটাল যুগে কিশোর ও তরুণ সমাজ যখন ক্রমশ স্মার্টফোনের স্ক্রিনে বন্দি হয়ে পড়ছে এবং অসামাজিক কাজের দিকে ঝুঁকছে, তখন শিলিগুড়ি পুলিশের লাইব্রেরি গড়ে তোলার এই উদ্যোগ আক্ষরিক অর্থেই সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। তবে এই মহতী উদ্যোগটিকে আরও বেশি কিশোর-কিশোরীর কাছে পৌঁছে দিতে এবং কার্যকর করতে আমার কয়েকটি গঠনমূলক প্রস্তাব রয়েছে—


-এআই।

প্রথমত, শহরের কেন্দ্রস্থলের পাশাপাশি মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি বা খড়িবাড়ির মতো গ্রামীণ ও প্রান্তিক এলাকায় পুলিশের একটি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি ভ্যান সপ্তাহে অন্তত একদিন পাঠানো যেতে পারে। এতে প্রান্তিক এলাকার পড়ুয়ারা এই সুবিধার আওতায় আসবে। দ্বিতীয়ত, ছুটির দিনে স্থানীয় লেখক, শিক্ষক বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে ছোট ছোট পাঠচক্র বা গল্প বলার আসরের আয়োজন করা যেতে পারে। এতে কিশোরদের মধ্যে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। তৃতীয়ত, চিরায়ত সাহিত্যের পাশাপাশি আধুনিক যুগের কিশোরদের আকৃষ্ট করতে লাইব্রেরিতে কল্পবিজ্ঞান, গ্রাফিক নভেল এবং বর্তমান সময়ের সফল ব্যক্তিদের জীবনীমূলক বই বেশি করে রাখা প্রয়োজন। চতুর্থত, নিয়মিত লাইব্রেরিতে আসা এবং বই পড়ার অভ্যাসের ওপর কিশোরদের মাসিক বা যাণ্মাসিক ভিত্তিতে পুরস্কৃত করলে তাদের উৎসাহ বহুগুণ বাড়বে।

পুলিশের এই ইতিবাচক পদক্ষেপে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা করা একান্ত কর্তব্য। আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই সাধারণ পরামর্শগুলো বিবেচনা করে দেখবেন।

নীলাচল রায়
নির্মলনগর কলোনি, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

রামায়ণ ও শৈশবের হারানো গল্প

মোবাইলের পর্দার বাইরে গল্প, পুরাণ ও মহাকাব্যের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের পরিচয়ের প্রয়োজন।

মাধবী দাস



নীতেশ তিওয়ারির পরিচালনায় এবং নমিত মালহোত্রার প্রযোজনায় নির্মিত 'রামায়ণ : পার্ট ওয়ান' গত ৫ নভেম্বর মুক্তি পেয়েছে। রামায়ণ কেবল একটি মহাকাব্য নয়, হিন্দু ধর্ম তথা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। একে ঘিরে সারা দেশ তথা আন্তর্জাতিক স্তরে আবেগ ও প্রচণ্ড কৌতূহল রয়েছে। উন্নত দৃশ্যপ্রযুক্তি, যুদ্ধের চিত্রায়ণ এবং এআর রহমান ও হান্স জিমারের যৌথ সুরারোপ ছবিটিতে ভিন্ন মাত্রা এনেছে। সীতার চরিত্রে সাই পল্লবীর ব্যক্তিত্বময়ী ও দৃঢ়চেতা উপস্থিতিও নজর কাড়ে। বর্তমান নারীসমাজের কাছে এই রূপ অনুপ্রেরণার হতে পারে। কৃত্তিবাসের সীতা বীরাঙ্গনা নন; তিনি মূলত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সতীত্ব ও আত্মমর্যাদায় উজ্জ্বল এক আদর্শ ভারতীয় নারীচরিত্র। সময়ের সঙ্গে সীতা চরিত্রের নতুন পাঠ সামনে আসা প্রয়োজন ছিল।

রামায়ণের মতো সমৃদ্ধ মহাকাব্যকে কৃত্তিবাস ওঝা কিংবা মধুসূদনের মতো কবিগণ ভিন্ন আঙ্গিকে আবিষ্কার করেছেন। ভবিষ্যতেও দেশের নানা ভাষার কবি, সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকারেরা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে এই আখ্যানকে নতুন করে দেখবেন, সেটাই স্বাভাবিক।

কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণের যুদ্ধকাহিনীর বাইরেও চরিত্রগুলির মানবিক সত্তা ও নৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বকে উজ্জ্বল করেছিলেন। অন্যদিকে, মধুসূদন প্রচলিত বিজয়ীর ইতিহাসের বাইরে গিয়ে পরাজিতের বেদনা ও বীরত্বকে সাহিত্যের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মেঘনাদ কেবল রাবণের পুত্র নন, আত্মমর্যাদা ও বীরত্বের এক স্বতন্ত্র প্রতীক। পুরাণকে প্রশ্ন করা মানে তার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়া নয়। যত প্রশ্ন, তত কৌতূহল, আর তত আবিষ্কার...


রামানন্দ সাগরের 'রামায়ণ'-এর একটি দৃশ্য।

রামায়ণকে চলচ্চিত্রে তুলে ধরার কাজ কেবল দৃশ্যায়ন নয়, বয়সের সীমারেখা পেরিয়ে প্রতিটি স্তরে নতুন প্রশ্ন জাগিয়ে দেওয়াও। 'এরপর কী?' এই কৌতূহল থেকেই পুরাণের প্রতি, নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ তৈরি হতে পারে। বাংলার শিক্ষিকা হিসেবে শ্রেণিকক্ষে 'মেঘনাদবধ কাব্যের' 'অভিষেক' অংশ পড়াতে গিয়ে দেখি, অনেক ছাত্রছাত্রীই রামায়ণের কাহিনী প্রায় জানে না। পরিবারগুলি ছোট হয়ে আসায় অনেক শিশুই শৈশবে ঠাকুরদা ও ঠাকুমার সান্নিধ্য পাচ্ছে না। তাদের আর শোনা হয় না রূপকথা কিংবা রামায়ণ ও মহাভারতের মতো মহাকাব্যিক ও পৌরাণিক আখ্যান। ঠাকুরদা-ঠাকুমা থাকলেও অনেক বাড়ির শিশুরা পড়াশোনা ও নানা ব্যস্ততায় এতটাই জড়িয়ে থাকে যে, গল্প শোনার অবকাশ পায় না। যতটুকু অবসর মেলে, তার অনেকটাই কাটে কার্টুন দেখে বা মোবাইলে গেম খেলে।

আশির দশকে রামানন্দ সাগরের 'রামায়ণ' দূরদর্শনে ধারাবাহিকভাবে সম্প্রচারিত হয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। ১৯৮৭ সালের ২৫ জানুয়ারি শুরু হয়ে ধারাবাহিকটির সম্প্রচার চলে ১৯৮৮ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত। ২০২০ সালের করোনাকালে সেটি ফের সম্প্রচারিত হয়েছিল। তখনও বহু দর্শক পুরোনো স্মৃতি ফিরে পেয়েছিলেন। তবে বর্তমান সময়ে কার্টুন ও মোবাইল গেমের আকর্ষণের মধ্যে শিশুদের কাছে ধারাবাহিক রামায়ণের প্রভাব কতটা, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। নতুন চলচ্চিত্রটি বক্স অফিসে কতটা সাফল্য পাবে, সেই হিসেব না কষে আশা করা যায়, নবপ্রজন্মের কাছে রামায়ণের মতো মহাকাব্য আর অজানা থাকবে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সন্তানদের এগিয়ে দিতে চাইব আমরা, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেইসঙ্গে তাদের স

মোবাইল স্ক্রিনে রাখলেই মাটির রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : কৃষির আধুনিকীকরণ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিতর্কে জড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্প্রতি নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত 'কিষান তক ভারত কৃষি সম্মেলন ২০২৬'-এ অংশ নিয়েছিলেন তিনি। সেখানে স্মার্ট ফার্মিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং কৃষিতে আধুনিক স্টার্টআপের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি এমন এক দাবি করেছেন, যা নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, এমন প্রযুক্তি আসছে যেখানে কৃষকরা তাঁদের মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে এক চিমটে মাটি রাখলেই, ফোনটি সঙ্গে সঙ্গে সেই মাটির স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে দেবে। কোন জমিতে কতটা সার প্রয়োজন এবং কোন ফসল চাষ করা সবচেয়ে লাভজনক হবে, তা নিমেষেই বলে দেবে স্মার্টফোন।

প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের ভিডিও ক্লিপটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে সময় নেয়নি।



কৃষিবৈজ্ঞানিক থেকে শুরু করে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ—সবাই এই দাবির অবাস্তবতা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে কোনও স্মার্টফোনের স্ক্রিন মূলত টাচ সেন্সর এবং ডিসপ্লে প্যানেল দিয়ে তৈরি। মাটির রাসায়নিক গঠন, অম্লত্ব বা পিএইচ মাত্রা, নাইট্রোজেন, ফসফরাস বা পটাশিয়ামের মতো জরুরি খনিজ উপাদান পরীক্ষার জন্য যে স্পেকট্রোস্কোপি, সেন্সর বা রাসায়নিক বিকারক (রিএজেন্ট) প্রয়োজন, তা কোনও সাধারণ মোবাইলের স্ক্রিনে থাকা কার্যত অসম্ভব। ক্যামেরার সাহায্যে মাটির রং হয়তো কিছুটা বিশ্লেষণ করা সম্ভব, কিন্তু স্ক্রিনের ওপর সরাসরি

প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক

মাটি রেখে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করার ধারণাটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।

এই সম্মেলনে কৃষকদের 'অন্নদাতা' থেকে 'উর্জাদাতা' হিসেবে গড়ে তুলতে এবং 'ল্যাব টু ল্যান্ড' বা গবেষণাগার থেকে মাঠে প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের আধুনিক কৃষি-উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার যে রূপরেখা সরকার তুলে ধরছে, তা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। কিন্তু বিশ্লেষকদের মতে, কৃষিতে প্রযুক্তির প্রচার করতে গিয়ে দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের এহেন ভিত্তিহীন দাবি মূল সমস্যাগুলি থেকে নজর ঘুরিয়ে দেয়। বর্তমানে ভারতের কৃষিক্ষেত্র জলবায়ু পরিবর্তন, সেচের জলের তীব্র অভাব এবং জমির উর্বরতা হ্রাসের মতো কঠিন বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি। এই পরিস্থিতিতে কৃষির আধুনিকীকরণের নামে কল্পবিজ্ঞান নির্ভর কথাবার্তা কৃষকদের প্রকৃত কোনও উপকারে আসে না।

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, সম্ভবত প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর পরামর্শদাতারা কোনও অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়েছিলেন, অথবা তিনি কোনও অত্যাধুনিক এক্সটানার্নাল আইওটি সেন্সরের ধারণাকে ভুলভাবে সাধারণ স্মার্টফোনের স্ক্রিনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন।



বরফে ঢাকা গুলমার্গে কাঠের স্লেজ গাড়িতে সওয়ার পর্যটকরা। রবিবার।

বাদ পড়া ভোটারদের আরেক সুযোগ

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : এসআইআর প্রক্রিয়ায় খসড়া ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরা আবার নিজেদের নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ পাবেন। শনিবার সুপ্রিম কোর্টে একটি যৌথ হলফনামা জমা দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যেসব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বর্তমানে এসআইআর চলছে, এই নিয়ম শুধু সেখানকার জন্যই প্রযোজ্য হবে।

গত ২৮ অক্টোবর দিল্লির এসআইআর সংক্রান্ত এক মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত কমিশনকে নির্দেশ দেয়, ভুলবশত 'অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত বা ডুপ্লিকেট' হিসেবে যাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁদের কাছে পৌঁছানোর উপায় খুঁজতে হবে। সেই নির্দেশের ভিত্তিতেই গত ৬ নভেম্বর সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে নতুন নির্দেশিকা পাঠিয়েছে কমিশন। সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, যেসব বাদ পড়া ভোটারের ঠিকানা বদলায়নি, তাঁদের এনুমারেশন ফর্মের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত বিবৃতি (অ্যানেক্সচার-বি) জমা দিয়ে জানাতে হবে, কেন তাঁরা আগে ফর্ম জমা দেননি। সরাসরি ইআরও, এইআরও বা বিএলও-র কাছে নিজে গিয়ে বা পরিবারের মাধ্যমে ফর্ম জমা দেওয়া যাবে। পাশাপাশি ইসিআইনেট পোর্টালে ই-স্বাক্ষরের মাধ্যমে অনলাইনেও আবেদন করার সুযোগ থাকছে।

আজ ভারত সফরে যুবরাজ

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর : ব্রিটেনের যুবরাজ উইলিয়াম ও যুবরানি প্রিন্স অফ ওয়েলস কেট মিডলটন সোমবার বাণিজ্য নগরীতে মাতবেন ঐতিহ্যবাহী গলি ক্রিকেটে। তাঁরা অংশ নেবেন একটি ম্যাচে। ক্রিকেটের প্রতি ভারত এবং ব্রিটেনের অভিন্ন আবেগ নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার কথা রয়েছে উইলিয়ামের। ক্যানসার জয়ের পর এটাই স্বামীর সঙ্গে প্রথম বিদেশ সফর কেটের। প্রায় এক দশক পর ষষ্ঠ আর্থশট প্রাইজ ২০২৬-এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষ্যে তাঁরা ভারতে আসছেন। ২০১৬ সালে সফরে এসে মুম্বইয়ের ওভাল ময়দানে শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছিলেন উইলিয়াম।

যুবরাজ এবং যুবরানির তিনদিনের সফর শুরু ১৬ নভেম্বর। ১৮ নভেম্বর শেষ হবে। তাঁদের ঠাসা কর্মসূচির মধ্যে মুম্বইয়ের ফ্যাশন ও বলিউডের তারকাদের বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। পরিবেশবান্ধব শহরে গণপরিবহণে গুরুত্ব দিতে মেট্রোয় সফর করবেন উইলিয়াম। মঙ্গলবার আর্থশট পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। পরিবেশ রক্ষায় উদ্ভাবনী কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এবার পাঁচজন বিজয়ী এই পুরস্কার পাবেন। তাঁরা প্রত্যেকে পাবেন ১০ লক্ষ পাউন্ড।

ডিসেম্বরে অধিবেশন!

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই সংসদে শীতকালীন অধিবেশন ডাকতে চলেছে মোদি সরকার। ৯৪ দিন ধরে চলা বাদল অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ না হওয়ায় জল্পনা ছড়িয়েছিল, আসন পুনর্বিন্যাস (ডিলিমিটেশন) এবং মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করাতে সরকার বোধহয় বিশেষ অধিবেশন ডাকতে চলেছে। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে, বিশেষ অধিবেশনের বদলে একেবারে নিয়মমাফিক শীতকালীন অধিবেশনেই এই জোড়া বিল পাশ করানোর লক্ষ্য নিয়ে এগোতে চাইছে কেন্দ্র।



বিরসা মুন্ডার ১৫২তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন। রবিবার রাঁচিতে।

ট্রাকভর্তি নথি নিয়ে কমিশনে মমতা শিবির

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : 'আসল তৃণমূল'-কে, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে এখন জোর লড়াই। দলের নাম ও জোড়াফুল প্রতীকের অধিকার দাবি করে বিদ্রোহী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের পর, এবার ট্রাক ভর্তি নথি নির্বাচন কমিশনে জমা দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস। আর এই নথি জমার পরেই দলের অন্দরের সমীকরণ নিয়ে উঠে এল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য।

রবিবার দুপুরে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং দোলা সেনের উপস্থিতিতে পরপর দুটি ট্রাক পৌঁছোয় দিল্লির নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তরে। কল্যাণ জানান, সব মিলিয়ে তাঁদের তিনটি ট্রাক যাচ্ছে এবং নথির হার্ড ও সফট দুই ধরনের কপিই জমা দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, সংবাদমাধ্যমের নজর এড়াতে এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে কড়া পাহারায় রাখা হয়েছিল ট্রাকগুলি।

মমতা শিবিরের জমা দেওয়া নথির বহর থেকে স্পষ্ট, দলের রাশ নিজেদের হাতে রাখতে মরিয়া কালীঘাট। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, লোকসভার ৮ জন এবং রাজ্যসভার ৯ জন মিলিয়ে মোট ১৭ জন সাংসদ এবং ৩২ জন বিধায়কের সই করা হলফনামা তাঁরা জমা দিয়েছেন। পাশাপাশি, অসম ও মেঘালয় থেকে ৫ জন করে মোট ১০ জন ভিনরাজ্যের বিধায়ক, দলের জীবিত ৭ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের

আসল তৃণমূলের নাম-প্রতীকের লড়াই

মধ্যে ৬ জন এবং ২ লক্ষেরও বেশি প্রাথমিক সদস্যের সমর্থনের হলফনামাও জমা পড়েছে। প্রতিটি হলফনামাতেই স্ট্যাম্প পেপারের ওপর ব্যক্তির ছবি ও ভোটার কার্ডের প্রতিলিপি যুক্ত করা হয়েছে।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে জোড়াফুল প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন মোট ৮০ জন বিধায়ক। পরবর্তীকালে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস' গড়ে আলাদা হয়ে যান দলের একটা বড় অংশ। ঋতব্রত শিবিরের নেতা শান্তনু সেনের দাবি, ৬২ থেকে ৬৪ জন বিধায়ক তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন। সেই দাবি সত্যি হলে মমতা শিবিরের কাছে ২০ জনের বেশি বিধায়ক থাকার কথা নয়। অথচ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২ জন বিধায়কের হলফনামা জমা দেওয়ার কথা ঘোষণা করায় জল্পনা, বিদ্রোহী শিবির থেকে কি তবে বিধায়করা ফের মমতার দিকে ঝুঁকছেন? ঋত-শিবিরের বিধায়করাও কি মমতার পক্ষে সই করেছেন, এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে কল্যাণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'হ্যাঁ। ওদের দিকে সই করেনি, আমাদের দিয়েছে।'

এর আগে নিজেদের আসল বলে প্রমাণ করতে ঋতব্রত শিবির ৬টি ট্রাক ভর্তি কয়েক লক্ষ পাতার নথি কমিশনে জমা দিয়েছিল (মোট ৯টি ট্রাক দিল্লি যাওয়ার কথা)। সেই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে কল্যাণ জানান, তাঁরা দেখনদারিতে বিশ্বাস করেন না। বিরোধী শিবিরের জমা দেওয়া নথিতে ভুয়ো সই রয়েছে বলে অভিযোগ তুলে দলের কর্মীদের সাধুবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের সব কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'

ভারতের শর্ত খারিজ ঢাকার

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ ঘিরে ভারত ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক টানাপোড়েন আরও এক ধাপ বাড়ল। সম্প্রতি হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে ভারত দুটি শর্ত দিয়েছে, যার অন্যতম তাঁর মৃত্যুদণ্ডের রায়ের পুনর্বিচার। তবে রবিবার বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম স্পষ্ট জানিয়েছেন, মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে নতুন করে বিচার বা পুনর্বিচারের কোনও আইনি সুযোগ নেই।

রবিবার প্রধান প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম ভারতের শর্তকে 'উদ্ভট' বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর বক্তব্য, ভারত নিজের দেশে নতুন করে বিচারের বিধান বাতিল করে বাংলাদেশকে পুনর্বিচারের পরামর্শ দিচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশের আইনে একই বিষয়ে দ্বিতীয়বার বিচার করার কোনও সুযোগ নেই। তিনি আরও দাবি করেন, নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার আইনি অধিকারও শেখ হাসিনা হারিয়েছেন। ভারতের অবস্থানের সমালোচনা করে আইনজীবীর প্রশ্ন, 'শেখ হাসিনা ভারতের আশ্রয়ে রয়েছেন। ফলে, যখন বিচার প্রক্রিয়া চলছিল তখন ভারত কেন পরামর্শ দিল না বাংলাদেশে ফিরে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য?'

বয়স জেনে বিয়ে বাতিল

পানীপত, ১৫ নভেম্বর : ডেটিং অ্যাপে আলাপের সূত্র ধরে প্রেমিককে বিয়ে করতে কানাডা থেকে ভারতে এলেও বয়সের ব্যবধানে ভেস্তে গেল বিয়ে। হরিয়ানার যুবক নিতিন জানতে পারেন তাঁর কানাডিয়ান প্রেমিকার বয়স ৬১ বছর, যা তাঁর নিজের বয়সের চেয়ে অনেকটাই বেশি। বিয়ে বাতিল হতেই ওই মহিলা কানাডিয়ান দূতাবাসের দ্বারস্থ হন। পুলিশ দু'জনকেই আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

ট্রায়াল রুমে তরুণী খুন

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : দিল্লির মোতীনগরে একটি পোশাকের দোকানের ট্রায়াল রুম থেকে শবনম নামে এক তরুণীর গলাকাটা দেহ উদ্ধার হল। শনিবার সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করার সময় রক্ত গড়িয়ে আসতে দেখে কর্মীরা পুলিশে খবর দেন। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এক যুবককে চিহ্নিত করেছে পুলিশ এবং প্রেমঘটিত বিবাদের জেরেই এই খুন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৫০ কোটি মানুষের দারিদ্র্য মুক্তির দাবি

মাও-হিংসার বড় শিকার আদিবাসীরাই : মোদি

গড়চিরৌলি, ১৫ নভেম্বর : 'আদিবাসী সমাজকে মাওবাদী হিংসার সবচেয়ে বেশি মূল্য চোকাতে হয়েছে। আগের সরকারগুলি তাদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। মাওবাদীরা আদিবাসীদের ভোটাধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল।' রবিবার মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলিতে উপজাতি নেতা বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'জনজাতীয় গৌরব দিবস'-এ এমনই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

প্রধানমন্ত্রী জানান, তাঁর সরকারের আমলে দেশ থেকে মাওবাদ নির্মূল হওয়ার পথে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন আদিবাসীরাই। তাঁর কথায়, '২০১৪ সালে ১২৫টি জেলা বাম চরমপন্থার শিকার হয়েছিল। প্রতি বছর শয়ে শয়ে হিংসার ঘটনা ঘটত এবং হাজার হাজার মানুষ মারা যেতেন, যাঁদের অনেকেই ছিলেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের। মাওবাদীরা জোর করে শিশুদের তুলে নিয়ে যেত, যার ফলে পরিবারগুলি অসহায় হয়ে পড়ত। আজ সেই মাওবাদ শেষ, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মা-বোনেরা আমাদের আশীর্বাদ করছেন।'

গত ১২-১৩ বছরে দেশের প্রায় ৫০ কোটি মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা তাঁর সরকারের অন্যতম বড় সাফল্য বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। বিশ্বব্যাংকের একটি রিপোর্টের উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এই বিরাট বদল কোনও একক সরকারের নয়, বরং এটি সবার সম্মিলিত প্রয়াস এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ফসল।' তিনি জানান, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নে তাঁর সরকার এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করেছে। 'প্রধানমন্ত্রী জনমন যোজনা' এবং 'ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান'-প্রকল্পগুলির মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার দুর্বল আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির কাছে মৌলিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানান মোদি। গরিবদের জন্য ৪ কোটি ঘর নির্মাণ, ১৮ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কথাও বলেন তিনি।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশজুড়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭৩টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ৭৩টি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এগুলির মধ্যে রয়েছে ৩৮টি একলব্য মডেল আবাসিক স্কুল এবং ১০০টি মাল্টি-পারপাস সেন্টার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা, মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে (ভার্চুয়াল)। এদিন ঝাড়খণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবসও পালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝাড়খণ্ডবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।



> ২০১৪ সালে ১২৫টি জেলা বাম চরমপন্থার শিকার ছিল। প্রতি বছর শয়ে শয়ে হিংসার ঘটনা ঘটত এবং হাজার হাজার মানুষ মারা যেতেন, যাঁদের অনেকেই ছিলেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের।... আজ সেই মাওবাদ শেষ, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মা-বোনেরা আমাদের আশীর্বাদ করছেন।
>
> -নরেন্দ্র মোদি

ব্রেক ছাড়াই ৪৬৩ কিমি ছুটল বন্দে ভারত

রাঁচি, ১৫ নভেম্বর : ঝাড়খণ্ড থেকে উত্তরপ্রদেশ, ব্রেক ছাড়াই টানা ৪৬৩ কিলোমিটার ছুটল 'বন্দে ভারত এক্সপ্রেস'। লোকো পাইলট বারবার সতর্ক করলেও রেলকর্মীদের চূড়ান্ত গাফিলতিতে ট্রেনটিকে ওই বিপজ্জনক অবস্থাতেই চলতে দেওয়া হয়। সৌভাগ্যবশত ট্রেনটি ফাঁকা থাকায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল।

গত ২৪ অক্টোবর একটি খালি বন্দে ভারত রেকে মালবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন জুড়ে ঝাড়খণ্ডের হাতিয়া থেকে উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হাতিয়া ছাড়ার পরেই লোকো পাইলট বুঝতে পারেন, ট্রেনের ব্রেক ঠিকমতো কাজ করছে না। রাঁচি স্টেশনে পৌঁছে তিনি লিখিতভাবে সেকশন ও ট্র্যাকশন কন্ট্রোলারকে বিষয়টি জানান। এরপর মুরি স্টেশনে দায়িত্ব নেওয়া অন্য এক লোকো পাইলটও একই অভিযোগ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রেলের আধিকারিকরা সেই সতর্কবার্তায় কর্ণপাত না করেই ট্রেনটিকে ওই অবস্থাতেই গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

শেষপর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশনে পৌঁছোনোর পর টনক নড়ে কর্তৃপক্ষের। পরীক্ষা করে দেখা যায়, বন্দে ভারতের কোচগুলির ব্রেকিং সিস্টেম ইঞ্জিনের সঙ্গে ঠিকমতো

তদন্তে রেল

জোড়াই হয়নি! ফলে দীর্ঘপথ ট্রেনটি চলেছে শুধু লোকোমোটিভের ইঞ্জিন-ব্রেক এবং রিজেনারেটিভ ব্রেকিংয়ের ভরসায়।

রেলের প্রাথমিক তদন্তে কোচ অ্যান্ড ওয়াগন কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট কন্ট্রোলারদের দায়ী করা হয়েছে। ট্রেন ছাড়ার আগে কেন ফিজিক্যাল ব্রেক পরীক্ষা করা হয়নি এবং বারবার অভিযোগ সত্ত্বেও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হল না, তা জানতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে রেল।

পাঞ্জাব থেকে গ্রেপ্তার ২

চণ্ডীগড়, ১৫ নভেম্বর : ভারত-পাক সীমান্তবর্তী রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরের রামসিংপুরের কাছে অনুপগড়-সুরাটগড় রেললাইনে বিস্ফোরণের ঘটনায় পাক যোগ। পাঞ্জাব থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত তরুণী মহকদীপ কাউর জেরায় জানিয়েছে, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই -এর প্ররোচনা ও টাকার লোভে রেললাইনে নাশকতার ছক কষেছিল। তাকে প্রেমের জালে জড়িয়েছিল দুই পাক হ্যান্ডলার। মহকদীপের পাশাপাশি দেবীন্দর সিং নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, প্রেম ও অর্থের প্রলোভন দেখিয়েই মহকদীপকে ব্যবহার করা হয়েছিল। পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, মহকদীপের স্বামী মাদক মামলায় জেলবন্দি থাকায় সে একাই থাকত। তদন্তকারীদের অনুমান, একা থাকা তরুণীদেরই কৌশলে নিশানা করে পাক হ্যান্ডলাররা। মহকদীপের কাছ থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, ৪৬ রাউন্ড কার্তুজ এবং নগদ ৩০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে।

ছটের টানে বিহারে জাপানি তরুণী

পিরোন্টা (বিহার), ১৫ নভেম্বর : বিদ্বেষমূলক কটাক্ষ ও অনুন্নয়নের আর দারিদ্রের চেনা ছক ভেঙে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পর্যটনে নতুন দিশা দেখাল বিহারের প্রত্যন্ত গ্রাম পিরোন্টা। দেশজুড়ে ছটপুজোর আবহে সূর্যদেবের আরাধনায় অংশ নিতে জাপান থেকে এসেছেন পেশায় শিক্ষক কানা মিয়ামুরা। ভারতের ঐতিহ্য আর ছটব্রতের নিষ্ঠা তাঁকে টেনে এনেছে বিহারের নওদা জেলার আকবরপুর ব্লকের এই গ্রামে। শুক্রবার 'নহায়-খায়' পর্ব দিয়ে শুরু হওয়া চার দিনের ব্রতের প্রথম দিন থেকেই উৎসবে শামিল হয়েছেন তিনি। স্থানীয় রীতি মেনে দেহাতি ঢঙে শাড়ি পরেছেন, সিঁথিতে দিয়েছেন মেটে সিঁদুর। এমনকি অনর্গল গেয়ে চলেছেন ছটের ভোজপুরি লোকগীত।



বিদেশিনীর এই সাবলীল রূপ দেখে অবাক গ্রামের মহিলারা।

উন্নত দেশ জাপানের শিক্ষিত এই তরুণী কেন বিহারের গ্রামে ছুটে এলেন? 'পহিলে পহিলে হম কইনি ছটি মাইয়া ব্রত তোহার...' গান গাইতে গাইতেই কানা জানান, ভারতীয় উৎসবের পবিত্রতা তাঁকে বরাবরই টানে। বিশেষ করে ছটপুজোর আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা ও সম্মিলিত অংশগ্রহণ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর কথায়, 'সবাই মিলে একজোট হয়ে এই ব্রত পালনের অভিজ্ঞতা সারাজীবন মনে থাকবে।'

অনলাইনের পাশাপাশি পিরোন্টা গ্রামের বাসিন্দা ও পেশায় আইনজীবী রঞ্জন কুমারের সূত্রে ভারতীয় উৎসবের সঙ্গে পরিচিত হন কানা। ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন রঞ্জন। এর আগে চলতি বছরের হোলিতেও তাঁর উদ্যোগে জাপান থেকে একদল পর্যটক পিরোন্টায় এসেছিলেন। প্রত্যন্ত গ্রামের সংস্কৃতি বিদেশি অতিথিদের সামনে তুলে ধরাই তাঁর লক্ষ্য বলে জানান রঞ্জন।

কানার কাছে এই অভিজ্ঞতা নতুন হলেও পুণ্যার্থীদের কাছে পিরোন্টা বেশ পরিচিত। এই গ্রামেই রয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন এক সূর্যমন্দির, যাকে কেন্দ্র করে ছটপুজোর সময় ভিড় জমান হাজার হাজার ভক্ত।

ব্রিটেনে ললিতের নাগরিকত্ব

লন্ডন, ১৫ নভেম্বর : আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে ভারত ছাড়ার ১৬ বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটেনের নাগরিকত্ব পেলেন আইপিএলের প্রতিষ্ঠাতা ললিত মোদি। শনিবার রাজা তৃতীয় চার্লসের জন্মদিনে অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বক্তব্য রাখার সময় এই কথা ঘোষণা করেন তিনি। এর ফলে তাঁকে ভারতে ফেরানোর আইনি প্রক্রিয়া আরও জটিল হল।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ললিত জানান, গত ১৫ সেপ্টেম্বর এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেয়েছেন। তিনি বলেন, 'ব্রিটিশ নাগরিক হওয়া অত্যন্ত সম্মানের। এখানকার মানুষ, ঐতিহ্য ও



মূল্যবোধকে আমি শ্রদ্ধা করি।' রাজার জন্মদিনকে এই ঘোষণার জন্য বেছে নেওয়া প্রসঙ্গে রাজপরিবারের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য প্রকাশ করে তিনি লেখেন, 'ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন! লং লিভ দ্য কিং। যে দেশকে এখন আমি গর্বের সঙ্গে নিজের বাড়ি বলে ডাকি, আগামী দিনে সেই দেশের অগ্রগতিতে আরও ইতিবাচক অবদান রাখতে আমি মুখিয়ে রয়েছি।'

২০০৮ সালে ললিতের হাত ধরেই শুরু হয় আইপিএল। কি আর্থিক তছরুপের অভিযোগে ২০১০-এ দেশ ছাড়েন তিনি। ২০১৩ সালে বিসিসিআই তাঁকে আজীবনের জন্য নিবাসিত করে এবং ২০১৫ সালে তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানাও জারি করা হয়। ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাওয়ায় তাঁকে ভারতের প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া বড়সড়ো ধাক্কা খেল।

ভয় নয় ভৌতবিজ্ঞানে

মাধ্যমিক ২০২৭'এর পরীক্ষার্থীদের জন্য সামনের কয়েকটি মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে সঠিক পরিকল্পনা এবং ধারাবাহিক প্রস্তুতি শিক্ষার্থীদের পৌঁছে দিতে পারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।



ঋতুপর্ণা ধর, *শিক্ষক*
হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, অনেকের কাছেই ভৌতবিজ্ঞান বিষয়টি কঠিন মনে হয়। অথচ সঠিক পদ্ধতিতে প্রস্তুতি নিলে এই বিষয়েও ভালো নম্বর পাওয়া সম্ভব। লিখিত পরীক্ষায় ৯০-এর মধ্যে ৯০ পাওয়ার লক্ষ্যও রাখা যায়। প্রয়োজন বিষয়টি বুঝে পড়া, নিয়মিত অনুশীলন এবং নিজের ভুল সংশোধনের অভ্যাস। রইল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ।

❑ খুঁটিয়ে পড়ো পাঠ্যবই :

ভৌতবিজ্ঞানে ভালো ফলের প্রথম শর্ত বিষয়বস্তু বুঝে পড়া। শুধু তথ্য মুখস্থ করলে হবে না, প্রতিটি ধারণার অন্তর্নিহিত যুক্তি উপলব্ধি করতে হবে। একটি অনুচ্ছেদ পড়ার পর নিজেকে প্রশ্ন করো— এখানে মূল বক্তব্য কী? কেন এমনটি ঘটে? এর প্রয়োগ কোথায়? পাশাপাশি নিজের নোটখাতায় গুরুত্বপূর্ণ সূত্র, রাসায়নিক সমীকরণ, সংজ্ঞা, ফ্লোচার্ট ও ডায়াগ্রাম সাজিয়ে রাখো। গ্যাসের আচরণ অধ্যায় থেকে বয়েল এবং চার্লসের সূত্র পড়ার সময় ধ্রুবক রাশিগুলি মনোযোগের সঙ্গে খেয়াল করো। আলো অধ্যায়ের ছবিগুলির ক্ষেত্রে আলোর দিক নির্দেশক তির চিহ্নের ব্যবহারে যত্নবান হও। এমনভাবে নোট তৈরি করো, যাতে পরীক্ষার আগে তা দেখলে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের মূল বিষয়গুলি দ্রুত মনে পড়ে যায়।

❑ নম্বর বিভাজনে স্বচ্ছ ধারণা রাখবে :

পরিকল্পিত প্রস্তুতির জন্য কোন কোন অধ্যায় পড়তে হবে, কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং প্রশ্নপত্রের কাঠামো কেমন— এসব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করো। প্রতিটি অধ্যায়কে গুরুত্ব দিতে হবে। তবে যে অংশগুলিতে তোমার দুর্বলতা রয়েছে, সেগুলিতে তুলনামূলক বেশি সময় দাও। কোনও অধ্যায় কঠিন মনে হচ্ছে বলে এড়িয়ে যেও না, আবার সহজ মনে হচ্ছে বলে অবহেলাও কোরো না। মনে রাখবে, নম্বর বিভাজন জানা মানে কোন অংশ থেকে কত নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে জানার সঙ্গে নিজের প্রস্তুতির অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা।

❑ দেখে নাও বিগত বছরের প্রশ্নাবলি :

বিগত বছরের মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র দেখে নাও। কোন অধ্যায় থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা হয়, কোথায় সূত্রের প্রয়োগ হয়, কোন বিষয়গুলি আরও ভালোভাবে বুঝতে হবে, তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করো। প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি হবে এমন না ভেবে অন্তর্নিহিত ধারণা বুঝে নাও। একই সূত্র বা রাসায়নিক বিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে প্রশ্নের ভাষা বদলে যেতে পারে। তাই উত্তর মুখস্থ করার পরিবর্তে বিষয়টি বুঝে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন সমাধান করো। কোনও প্রশ্নের উত্তর না পারলে সঙ্গে সঙ্গে সমাধান দেখে নিও না। প্রথমে নিজে চেষ্টা করো, প্রয়োজনে পাঠ্যবইয়ের সাহায্য নাও, তারপর সমাধানের সঙ্গে নিজের উত্তর মিলিয়ে ভুল সংশোধন করো।

❑ অনুশীলন করো গাণিতিক সমস্যার :

ভৌতবিজ্ঞানের গাণিতিক সমস্যাগুলি অনেকের কাছেই ভয়ের কারণ। অথচ নিয়মিত অনুশীলন করলে এই অংশে ভালো নম্বর পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। শুধু সূত্র মুখস্থ করলেই চলবে না; কোন পরিস্থিতিতে কোন সূত্র প্রয়োগ করতে হয়, তা বুঝতে হবে। প্রতিটি সমস্যা সমাধানের সময় কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করো—

* প্রশ্নটি মন দিয়ে পড়ে প্রদত্ত রাশিগুলি চিহ্নিত করো।
* কী নির্ণয় করতে বলা হয়েছে, তা স্পষ্ট করে লেখো।
* প্রয়োজনীয় সূত্রটি লিখে সঠিক মান বসাও।
* হিসাবের ধাপগুলি পরিষ্কারভাবে দেখাও।
* সবশেষে প্রাপ্ত ফলের সঙ্গে উপযুক্ত একক উল্লেখ করো।



একটি সমস্যা সমাধান করতে পারলেই থেমে যেও না। একই সূত্রের সাহায্যে ভিন্ন মান দেওয়া থাকলে নতুন করে সমস্যাটি সমাধান করো। এতে সূত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা আরও দৃঢ় হবে। আলো, চলতড়িৎ, তাপের ঘটনা সমূহ এবং পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রাসায়নিক গণনার মতো বিষয়গুলিতে নিয়মিত অনুশীলন প্রয়োজন।

❑ যত্নবান হও এককের ব্যবহারে :

গাণিতিক সমস্যায় সঠিক উত্তর বের করাই শেষ কথা নয়; এককের সঠিক ব্যবহারও সমান গুরুত্বপূর্ণ। দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, তড়িৎ প্রবাহ, বিভবপ্রভেদ, রোধ ও তাপের সঙ্গে সম্পর্কিত রাশিগুলির একক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। সূত্রে মান বসানোর আগে প্রদত্ত রাশিগুলির একক খেয়াল করো। প্রয়োজন হলে উপযুক্ত এককে রূপান্তরিত করে নাও। যেমন, সেন্টিমিটারকে মিটারে বা মিনিটকে সেকেন্ডে পরিবর্তন করতে হবে কি না, তা যাচাই করো।

পাঠ্যবইয়ে নির্ধারিত SI একক, প্রতীক এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে মাত্রা ভালোভাবে অনুশীলন করো। প্রতিটি অঙ্কের শেষে নিজেকে প্রশ্ন করো— প্রাপ্ত রাশিটির একক ঠিক আছে তো? এই ছোট্ট অভ্যাসই হিসাবের নির্ভুলতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

> একটি অনুচ্ছেদ পড়ার পর নিজেকে প্রশ্ন করো- এখানে মূল বক্তব্য কী? কেন এমনটি ঘটে? এর প্রয়োগ কোথায়? পাশাপাশি নিজের নোটখাতায় গুরুত্বপূর্ণ সূত্র, রাসায়নিক সমীকরণ, সংজ্ঞা, ফ্লোচার্ট ও ডায়াগ্রাম সাজিয়ে রাখো।

❑ শেখো সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা :

বাড়িতে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আর পরীক্ষার হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রের উত্তর করা এক বিষয় নয়। তাই বিষয় জানার পাশাপাশি সময়ের সদ্ব্যবহারও শিখতে হবে। টেস্ট পেপার থেকে প্রশ্ন বেছে নির্দিষ্ট সময় ধরে মক টেস্ট দাও। সম্ভব হলে পরীক্ষার পরিবেশ তৈরি করে বসো এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তর লেখা শেষ করার চেষ্টা করো। এতে নিজের প্রস্তুতির পাশাপাশি লেখার গতি ও সময় ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাগুলিও চিহ্নিত করতে পারবে।

❑ তৈরি করো অধ্যায়ভিত্তিক সারাংশ :

সম্পূর্ণ পাঠ্যবই বারবার পড়ার পাশাপাশি প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সারাংশ তৈরি করো। সারাংশ তৈরির অর্থ বইয়ের প্রতিটি বাক্য নকল করে লেখা নয়; বরং মূল ধারণাগুলিকে নিজের ভাষায় সংক্ষেপে সাজিয়ে নেওয়া। পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যায়গুলিতে প্রয়োজনীয় সূত্র, রাশির প্রতীক, একক, সূত্রের প্রয়োগ ও গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা লিখে রাখো। রসায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া, সমীকরণ, বিক্রিয়ার শর্ত, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত আলাদা করে নোট করা যেতে পারে। উল্লেখ্য পর্যায় সারণি বিষয়টি তোমাদের কাছে একেবারে নতুন হওয়ায় মনে রাখার সুবিধার জন্য একটি আধুনিক পর্যায় সারণি পড়ার টেবিলের পাশে ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে।

❑ ভুল থেকে শিক্ষা নাও :

মক টেস্ট শুধু চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে একটি মূল্যায়ন নয়; নিজের প্রস্তুতির দুর্বল দিকগুলি চিহ্নিত করারও সুযোগ। প্রত্যাশিত নম্বর না পেলে হতাশ হয়ে পড়ার পরিবর্তে খুঁজে বের করো, কোথায় ভুল হয়েছে। ভুলের কারণ বিভিন্ন হতে পারে— কোনও ধারণা পরিষ্কার না থাকা, প্রশ্ন ঠিকমতো না বোঝা, সূত্রের ভুল প্রয়োগ, রাসায়নিক সমীকরণে অসংগতি, একক লিখতে ভুলে যাওয়া কিংবা সময়ের অভাবে উত্তর অসম্পূর্ণ রাখা। প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র নিয়ে বিষয়শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করো। যে প্রশ্নগুলির উত্তর ভুল হয়েছে, সেগুলি আবার নিজে সমাধান করার চেষ্টা করো। শুধু সঠিক উত্তরটি জেনে নিলেই হবে না; কেন আগের উত্তরটি ভুল হয়েছিল, তা বুঝতে হবে।

হাতেকলমে পর্যটন শিক্ষা



শিষমী গুহ
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষক, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি
নেতাজি গার্লস হাইস্কুল

বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্পকে জেনে স্কুল শিক্ষার পর ছাত্রছাত্রীদের কর্মমুখী করে তোলাই এই লেখার উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত কিছু প্রশ্ন ও উত্তর রইল যা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করবে।

প্রশ্ন. ১/ পর্যটন বলতে আমরা কী বুঝি?

উঃ- পর্যটন হল প্রধানত বিনোদন বা অবসর যাপনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ অথবা এই অবসর ভ্রমণকে সমর্থন করার জন্য পরিষেবা প্রদান। UN Tourism / UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) এর মতে, পর্যটন বা tourism হল একটি কার্যকলাপ যেখানে কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগত কিংবা পেশাগত কারণে তাঁদের সাধারণ বা চেনা পরিবেশের বাইরে অন্য কোনও দেশ বা জায়গায় ভ্রমণ করেন এবং সেখানে সাময়িকভাবে অবস্থান করেন তখন তাকে tourism বা পর্যটন বলে। এই ভ্রমণ অবশ্যই কম করে ২৪ ঘণ্টা বা এক বছরের কম সময়ের জন্য হতে হবে এবং ভ্রমণস্থলে স্থায়ী চাকরি বা অর্থ উপার্জন করা এর উদ্দেশ্য হতে পারবে না।

প্রশ্ন. ২/ পর্যটন গন্তব্য (tourism destination) কাকে বলে?

উচ্চমাধ্যমিক
চতুর্থ সিমেস্টার



উঃ- পর্যটন গন্তব্য বলতে এমন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক স্থান বা এলাকাকে বোঝায় যেখানে পর্যটকরা তাঁদের আনন্দ ভ্রমণ, ছুটি কাটানো, ব্যবসা বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করার জন্য বেছে নেন এবং সেখানে অন্তত একরাত কাটান। বিশেষজ্ঞদের মতে আদর্শ Tourism destination গড়ে উঠতে প্রধানত ৫টি উপাদান বা 5 A's প্রয়োজন হয় :

Attraction- কোনও জায়গার বিশেষ আকর্ষণ। যেমন- পাহাড় বা সমুদ্র ইত্যাদি।

Accessibility- সেখানে পৌঁছানোর সঠিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। যেমন- রেলপথ, সড়কপথ ইত্যাদি।

Accommodation- সেখানে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা। যেমন Hotel, Resort ইত্যাদি।

Amenities- বিভিন্ন সুযোগসুবিধা। যেমন ডাক্তার, ব্যাংক ইত্যাদি।

Activities- সেখানে পর্যটকদের জন্য বিনোদন কার্যক্রম। যেমন ট্র্যাকিং, শপিং ইত্যাদি।

প্রশ্ন. ৩/ Commercial & non-commercial catering কাকে বলে?

উঃ- Commercial catering বা বাণিজ্যিক কেটারিং বলতে এমন খাদ্য ও পানীয় সংক্রান্ত কার্যক্রমকে বোঝায়, যার মূল ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন করা এবং আয় সৃষ্টি করা। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং গ্রাহকরা তাঁদের পছন্দ— যেমন খাবারের স্বাদ, সেবার মান ও পরিবেশ অনুযায়ী স্বেচ্ছায় এগুলো বেছে নেন। যেমন- রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি।

Non-commercial catering বা অবাণিজ্যিক কেটারিং বলতে এমন খাদ্য পরিষেবাকে বোঝায়, যা কোনও প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে একটি সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে প্রদান করা হয়— যে প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য খাদ্য সরবরাহ করে অর্থ উপার্জন করা নয়, বরং অন্য কোনও উদ্দেশ্য পূরণ করা। এর মূল উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট এক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের কল্যাণ ও যত্ন নিশ্চিত করা। যেমন- বৃদ্ধাশ্রম বা অনাথ আশ্রমে খাদ্য পরিষেবা প্রদান করা।

প্রশ্ন. ৪/ কর্মক্ষেত্রে পরিদর্শনের উদ্দেশ্য কী?

উঃ- স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মসূচির একটি অপরিহার্য অংশ। সমস্ত কর্মক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে পরিদর্শন পরিচালনা করা উচিত। এই পরিদর্শনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে সহায়তা করে :

১. কর্মী ও সুপারভাইজারদের উদ্বেগগুলো সম্পর্কে জানা।
২. বিভিন্ন কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বোঝা।
৩. বিদ্যমান ও সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো শনাক্ত করা।
৪. ঝুঁকিগুলোর মূল কারণ নির্ণয় করা।
৫. সুপারিশকৃত সংশোধনমূলক পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করা।
৬. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাগুলো (যেমন— ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন নীতিমালা ও কার্যপদ্ধতি) পর্যবেক্ষণ করা।

কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি



গোপাল চন্দ্র দাস, *শিক্ষক*
ময়নাগুড়ি রোড উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (প্রশ্নমান 2)

● ক্ষমতা কাকে বলে? ক্ষমতার রাশিমালা কী?

উত্তর : সময়ের সাপেক্ষে কার্য করার হারকে ক্ষমতা বলা হয়। t সময়ে কৃতকার্য W হলে ক্ষমতা, P=W/t

● শক্তির নিত্যতা সূত্রটি লেখ। যান্ত্রিক শক্তি কতপ্রকার ও কী কী?

উত্তর : শক্তি অবিনশ্বর, শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। শক্তিকে কেবলমাত্র এক রূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত করা যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মোট শক্তির পরিমাণ ধ্রুবক।

যান্ত্রিক শক্তি দুই প্রকার স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি।

● CGS ও SI পদ্ধতিতে ক্ষমতার পরম এককের সংজ্ঞা দাও।

নবম শ্রেণি
ভৌতবিজ্ঞান

উত্তর : CGS পদ্ধতিতে ক্ষমতার পরম একক হল erg/s।

1s সময়ে 1erg কার্য করার ক্ষমতা কে 1erg/s বলা হয়।

SI- তে ক্ষমতার পরম একক হল J/S বা W (ওয়াট)।

1s সময়ে 1J কার্য করার ক্ষমতাকে 1W (ওয়াট) বলা হয়।

● কিলোওয়াট ও অশ্ব ক্ষমতা বলতে কী বোঝো?

উত্তর : 1s-এ1000J কার্য করার ক্ষমতা কে বলা হয় 1KW (কিলোওয়াট)। 1KW=1000W

কোন যন্ত্র বা সংস্থা যদি 1s-এ 550ft. lb পরিমাণ কার্য করতে পারে, তবে তার ক্ষমতাকে 1horsepower বা অশ্ব ক্ষমতা বলা হয়।

অতএব, 1 horsepower =550ft. lb/s=746W

● হাইড্রোজেন গ্যাসপূর্ণ বেলুন যত ওপরের দিকে ওঠে বেলুনের গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি উভয়ই বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে কি শক্তির সংরক্ষণ নীতি লঙ্ঘিত হয়?

উত্তর : হাইড্রোজেন গ্যাস সময়তন বায়ুর তুলনায় হালকা। একটি বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাস পূর্ণ করে ছেড়ে দেওয়া হলে বেলুনের ওপর বায়ুর দ্বারা ঊর্ধ্বমুখী প্লবতা বেলুনের ওজন এর চেয়ে বেশি হয়। হলে বেলুনের ওপর একটি ঊর্ধ্বমুখী লব্ধি বল ক্রিয়া করে ও বেলুন ত্বরণ সহ ওপর দিকে উঠতে থাকে। এক্ষেত্রে এই লব্ধি বল দ্বারা কৃতকার্য বেলুনের গতিশক্তি বৃদ্ধি ও স্থিতিশক্তি বৃদ্ধির সমষ্টির সমান। এক্ষেত্রে শক্তি সংরক্ষণ নীতি লঙ্ঘিত হয় না।

মহাকর্ষ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর



পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

■ গ্রহদের গতি সংক্রান্ত কেপলারের সূত্রগুলি লেখো।

উ : কেপলারের প্রথম সূত্র :- সূর্যকে একটি ফোকাসে রেখে প্রতিটি গ্রহ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র :- যে কোনও গ্রহের সঙ্গে সূর্যের সংযোজক সরলরেখা অর্থাৎ, দূরক সমান সময়ের অবকাশে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে।

কেপলারের তৃতীয় সূত্র :- সূর্যের চারদিকে প্রতিটি গ্রহের আবর্তনকালের বর্গ সূর্য থেকে ওই গ্রহের গড় দূরত্বের ঘনফলের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ, কোনও গ্রহের আবর্তনকাল যদি T হয় ও সূর্য থেকে ওই গ্রহের গড় দূরত্ব যদি r হয়,তবে কেপলারের তৃতীয় সূত্রানুযায়ী, T^2/r^3 = ধ্রুবক।

■ মহাকর্ষীয় বিভব ও মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি বলতে কী বোঝো?

উ : একক ভরের কোনও বস্তুকে অসীম থেকে অর্থাৎ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের বাইরে থেকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোনও বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কৃতকার্য করতে হয় তাকে ওই বিন্দুতে ওই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মহাকর্ষীয় বিভব বলে।

কোনও বস্তুকে অসীম থেকে কোনও মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোনও বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কৃতকার্য করতে হয় তাকে ওই বিন্দুতে ওই

একাদশ শ্রেণি
পদার্থবিদ্যা

মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি বলে।

■ মহাকর্ষীয় প্রাবল্য ও মহাকর্ষীয় বিভবের মধ্যে সম্পর্কটি লেখো।

উ : $E= - dV/dr$

যেখানে, E= মহাকর্ষীয় প্রাবল্য ও V= মহাকর্ষীয় বিভব।

■ মুক্তিবেগ বলতে কী বোঝো?

উ : যে ন্যূনতম বেগ দিলে কোনও বস্তু পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে চলে যায়, আর ফিরে আসে না তাকে মুক্তিবেগ বলে।

■ একটি গ্রহের পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ $2m/s^2$ হলে মুক্তিবেগ কত হবে? গ্রহের ব্যাসার্ধ= $4x10^3$ km।

উ : মুক্তি বেগ, $v=(2gR)^{1/2}$

$v=(2x2x4x10^6)^{1/2}$ m/s

$=4x10^3$ m/s



=4 km/s

■ চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই কেন ব্যাখ্যা করো।

উ : চাঁদের ভর পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম হওয়ায় চাঁদের মুক্তিবেগের মান খুব কম হয়। চাঁদের মুক্তিবেগের মান প্রায় 2.4 km/s। সাধারণ উষ্ণতায় বিভিন্ন গ্যাস অণুগুলির rms বেগের মান এই একই ক্রমের হয়। তাছাড়া চাঁদ সৃষ্টির আদিযুগে চাঁদের উষ্ণতা অনেক বেশি ছিল, ফলে বিভিন্ন গ্যাসের অণুগুলির rms বেগও অনেক বেশি ছিল। তাই অধিকাংশ গ্যাসের অণুগুলির বেগ চাঁদের মুক্তিবেগের চেয়ে বেশি হওয়ায় সেগুলি চাঁদের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ ছাড়িয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে। তাই চাঁদে কোনও বায়ুমণ্ডল নেই।

■ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় একটি কৃত্রিম উপগ্রহের প্রতিস্থাপনের শর্তটি লেখো। (পৃথিবীর ব্যাসার্ধ= R, ভর= M)

উ : পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের উচ্চতা h, সুতরাং উপগ্রহটির কক্ষপথের ব্যাসার্ধ হল (R+h)। উপগ্রহের ভর m ও উপগ্রহের প্রদক্ষিণ দ্রুতি যদি v হয় তবে ওই কক্ষপথে ঘোরার জন্য উপগ্রহের প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্র বল $mv^2/(R+h)$।

পৃথিবী ও উপগ্রহের পারস্পরিক মহাকর্ষ বল যদি এই অভিকেন্দ্র বল সরবরাহ করতে পারে তবে উপগ্রহটি ওই কক্ষপথে প্রতিস্থাপিত হয়। মহাকর্ষ বলটি হল $GMm/(R+h)^2$ ।

অতএব প্রয়োজনীয় শর্তটি হল - $mv^2/(R+h)=GMm/(R+h)^2$

বা, $v=\{GM/(R+h)\}^{1/2}$

ইংরেজি লেখনীতে নম্বর তোলার কৌশল



পরীক্ষিৎ ঘোষ, *শিক্ষক*
মিলনপল্লি উচ্চবিদ্যালয়,
ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর

উচ্চমাধ্যমিক ইংরেজির চতুর্থ সিমেস্টারের 'Writing Skill' এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'Essay Writing' নিয়ে আজকের আলোচনা।

What is an Essay :

The etymological meaning of the word 'essay' is an attempt.

An essay is a focused piece of non-fictional writing that discusses a particular topic from a specific point of view. It allows us to present our thoughts, opinions and understanding on various social, environmental, literary or current issues.

'প্রবন্ধ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল একটি প্রচেষ্টা। একটি প্রবন্ধ হল অকাল্পনিক লেখার একটি কেন্দ্রীভূত অংশ যা একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এটি আমাদের বিভিন্ন সামাজিক, পরিবেশগত, সাহিত্যিক বা বর্তমান বিষয়গুলিতে আমাদের চিন্তাভাবনা, মতামত এবং বোধগম্যতা উপস্থাপন করতে সাহায্য করে।

Key Features of an Impressive Essay :

i) Unity (একতা) : Stick to the Main topic. Every paragraph and sentence should relate to the central idea. (মূল বিষয়ের মধ্যে থাকতে হবে। প্রতিটি sentence এবং paragraph মূল বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে)

ii) Coherence (সংগতি) : Arrange your ideas logically. Each paragraph should flow smoothly into the next. (ধারণাগুলোকে যুক্তিযুক্তভাবে সাজাতে হবে। প্রতিটি paragraph সুন্দরভাবে পরের paragraph এর সঙ্গে সংযুক্ত হবে।)

iii) Relevance (প্রাসঙ্গিকতা) :

উচ্চমাধ্যমিক
ইংরেজি

Avoid unnecessary details. Only include information that supports your topic. (অপ্রয়োজনীয় বিশদ বিবরণ এড়িয়ে চলতে হবে। কেবলমাত্র সেই তথ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেগুলো বিষয়বস্তুকে সমর্থন করে)

iv) Proportion (অনুপাত) : Spend more time and space on important points and less on minor ones. (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর জন্য বেশি সময় বা স্থান ব্যবহার এবং কম গুরুত্বপূর্ণগুলোর জন্য অল্প সময় ও স্থান ব্যয় করতে হবে)

v) Clarity (স্পষ্টতা) : Maintain clarity of your thoughts. Don't use round- about thoughts.

(চিন্তাভাবনার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। এলোমেলো চিন্তাভাবনা ব্যবহার করা যাবে না)

vi) Originality (মৌলিকত্ব) : Include unique viewpoints rather than just summarizing existing ideas. (বিদ্যমান ধারণাগুলির সারসংক্ষেপের পরিবর্তে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।)

Steps to Write an Effective Essay :

• Understand the Topic (বিষয়বস্তু বোঝো) : প্রশ্নটি যত্ন করে পড়ো এবং নিশ্চিত হও যে বিষয়ের ওপর লিখতে বলা হয়েছে সেটি তুমি উপলব্ধি করতে পেরেছ।



• Research and Brainstorm (গবেষণা ও ভাবনাচিন্তা করো) : লেখা শুরু করার আগে তোমার চিন্তাগুলো এবং সম্পর্কিত পয়েন্টগুলো লিখে নাও।

• Organise Your Points (পয়েন্টগুলো সাজিয়ে নাও) : তোমার ভাবনাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে নাও যেমন Introduction-Body-Conclusion অর্থাৎ প্রথমে ভূমিকা, তারপর মূল অংশ এবং সবশেষে উপসংহার।

• Maintain Clarity (পরিষ্কার করে লেখ) : সরল ও আনুষ্ঠানিক ইংরেজি (simple & formal) লেখো। কথ্য শব্দ এবং অত্যন্ত জটিল শব্দ ব্যবহার পরিহার করো।

• Maintain Logical Flow (স্বাভাবিকতা রক্ষা করো) : নিশ্চিত করো যে প্রতিটি অনুচ্ছেদ পরেরটির সঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে (orderly) সংযুক্ত।

• Be creative (সৃজনশীল হও) : তোমার ধারণাগুলো নতুনভাবে প্রকাশ করো কিন্তু বোধগম্যতা বিসর্জন দিয়ে সৃজনশীল হতে যেও না।

• Revise and Edit (পুনরায় পড়ো এবং সংশোধন করো) : লেখা হয়ে গেলে ব্যাকরণগত ভুল, যতিচিহ্নের ভুল, বানান ভুল এবং বোধগম্যতা (grammatical mistakes, punctuation errors, spelling errors and clarity) পরীক্ষা করে দেখো।

একটি Essay উদাহরণ হিসেবে লিখে দেখানো হল।

Write an essay on 'Safer Roads, Safer West Bengal' in about 150 words. [10]

SAFER ROADS, SAFER WEST BENGAL

Reckless driving is a major cause of road accidents. Many drivers do not follow traffic rules. Bike riders often ride without helmets and car drivers rarely wear seat belts. Wrong parking, ignoring traffic signals and overtaking add to the danger. Hence the Government of West Bengal launched 'Safer Roads, Safer West Bengal' campaign to inculcate a sense of safe driving.

Road safety is a crucial concern in today's fast-paced world. Everyday, many people lose lives due to irresponsible and reckless driving. The slogan 'Safer Roads, Safer West Bengal' is meant to remedy the loss of lives. This message reminds us that one small mistake on the road can have fatal consequences. As responsible citizens, it is our duty to drive safely and encourage others to do the same. Driver and passengers must be aware of road safety. Vehicles without licences should not be allowed and rule breakers must be punished. We, the students of schools and other educational institutions should join in spreading the message. Law alone cannot put an end to the nuisance. Mass awareness is to be roused. We are to keep in mind that the road are meant for all. We have no right to take away the lives of others risking our own lives.

Let us all take collective pledge to use roads sensibly, drive responsibly and ensure safety of everyone on the roads. 'Safer Roads, Safer West Bengal' is not just a slogan- it should be a motto.

চেষ্টা করো, পারবে

• শব্দভাণ্ডারের উন্নতি করতে এবং বিভিন্ন ধারণা সংগ্রহ করতে খবরের কাগজ এবং পত্রপত্রিকা পড়বে।

• তোমার যুক্তির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি বা তথ্য ব্যবহার করতে পারবে।

• শব্দসীমার কথা মাথায় রাখবে এবং পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে চলবে।

• সঠিক ব্যবধান এবং মার্জিন বজায় রাখার চেষ্টা করবে।

• হাতের লেখার দিকে বিশেষভাবে নজর দেবে যাতে প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য হয়।

• পরিশেষে বলব, বিভিন্ন বিষয়ের উপর Essay লেখা নিয়মিত চর্চা করবে । মনে রাখবে, 'The more you practice the better you'll be...'

ছোট্ট তারা



ইসলামপুর থানা কলোনির বাসিন্দা শ্রেষ্ঠা বিশ্বাস ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। আবৃত্তি ও গানে বেশ ভালো।









রবিবার ছটব্রত উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ির বিভিন্ন ঘাটে ছবিগুলি তুলেছেন সূত্রধর, সঞ্জীব সূত্রধর ও সুশান্ত পাল।

উৎসবের আবহে ব্রত

অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন, মাথায় পুজোর ডালা নিয়ে ঘাটমুখী ব্রতীরা, আর ছট মাইয়ার গানে মুখরিত শহর। নদীর ঘাট থেকে পাড়ার কৃত্রিম জলাশয়—সর্বত্রই উৎসবের আবহে পালিত হল ছটপুজোর প্রথম দিন।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : কোথাও মহানন্দার ঘাটে, কোথাও আবার পাড়ার কৃত্রিম জলাশয়ে ছটপুজোয় শামিল হলেন ব্রতীরা। বাঁশের কুলোয় সাজানো ঠেকুয়া, আখ, ফল ও নানা নৈবেদ্য নিয়ে বিকেল থেকেই ঘাটমুখী হন তাঁরা। অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে রবিবার ছটপুজোর প্রথম দিন কাটল উৎসবের মেজাজে। ছট মাইয়ার গানে মুখরিত হয়ে ওঠে শিলিগুড়ির বিভিন্ন ঘাট। মহানন্দার ঘাট থেকে সন্তোষীনগর, নৌকাঘাট—সর্বত্রই ছিল সাজো সাজো রব।

রাস্তা দিয়ে দণ্ডি কাটতে কাটতে মহানন্দার ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন পুষ্পা শর্মা। তাঁর চলার পথ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। পুষ্পার ননদের কথায়, 'বৌদি মানত করেছিলেন। সেই মনোবাসনা পূরণ হয়েছে। তাই তিনি দণ্ডি কেটে ঘাটের দিকে যাচ্ছেন।'

কৃত্রিম জলাশয়ে

ছটপুজো এখন আর কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে আটকে নেই। মনোবাসনা পূরণের আশায় অনেকেই মানত করেন। সেই মানত পূরণ হলে ছটপুজোয় শামিল হন তাঁরাও। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছটঘাট সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করেও পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। ভিড় এড়াতে ৫ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড-সহ আরও কয়েকটি এলাকায় এই ব্যবস্থা করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মিলন সমিতির মাঠে কৃত্রিম ঘাট ঘিরে বাসিন্দাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সমরনগরের গীতাদেবী ছটঘাটের সূর্যমন্দিরে ছটের গান ও ভক্তদের প্রার্থনায় তৈরি হয়েছিল অন্যরকম আবহ। সূর্যাস্তের সময় জলে নেমে অর্ঘ্য নিবেদন করেন রাকেশ প্রসাদ।





- মহানন্দার ঘাট, সন্তোষীনগর, নৌকাঘাট-সহ বিভিন্ন ঘাটে ছিল ব্রতী ও দর্শনার্থীদের ভিড়
- ভিড় এড়াতে ৫ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড-সহ একাধিক এলাকায় তৈরি করা হয়েছিল কৃত্রিম জলাশয়
- গান্ধিনগরের একটি ঘাটে নালার জল নদীতে মেশা ও আবর্জনা নিয়ে ক্ষোভ ছড়ায়

ভিড় দর্শনার্থীদের

ছটের দিনে ঘাটে শুধু ব্রতীরাই নন, পুজো দেখতে ভিড় জমান অন্যরাও। মহানন্দার ঘাটে বিকেল থেকেই বাড়তে থাকে দর্শনার্থীদের আনাগোনা। কোথাও বেলুন, কোথাও ভাপা পিঠে, আবার কোথাও চায়ের দোকানে ভিড়। মায়ের হাত ধরে ঘাটে এসেছিল বছর ছয়েকের সাথি বিশ্বাস। হাতে বেলুন নিয়ে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে একমনে পুজো দেখছিল সে। সাথি জানায়, সোমবার ভোরেও মহানন্দার ঘাটে আসবে।

নালার জলে ক্ষোভ

তবে উৎসবের আবহের মধ্যেও গান্ধিনগরের একটি ঘাটে নিকাশিনালার জল নদীতে মেশা নিয়ে ক্ষোভ ছড়ায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুজো চলাকালীন নদীর জলে আবর্জনা ভেসে আসছিল। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকজন ছটব্রতী পুজো ছেড়ে উঠে যান। পরে আবর্জনা সরে গেলে ফের পুজো শুরু হয়।

ঘাটে প্রশাসন

এ দিন শহরের বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করে ছটব্রতীদের শুভেচ্ছা জানান মন্ত্রী শংকর ঘোষ। ভিড় সামলাতে পুলিশ-প্রশাসনের পাশাপাশি সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদেরও তৎপর থাকতে দেখা যায়। বিকেলে মহানন্দার ঘাট পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা।

অন্যদিকে, মোহনবাগান অ্যাভিনিউ সংলগ্ন এলাকায় বিজেপির তরফে বইয়ের স্টল খোলা হয়েছিল। দলের নেতা নান্টু পাল জানান, ৬ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ড-সহ ওই এলাকায় মোট তিনটি স্টল করা হয়েছে।

শব্দবাজির দাপট

বিকেলের দিকে ঘাটগুলিতে শব্দবাজির দাপট তেমন না থাকলেও রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের বিভিন্ন এলাকায় শব্দবাজি ফাটতে শুরু করে।

হস্তশিল্পমেলা শেষ হল

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : রবিবার হস্তশিল্পমেলা শেষ হল। ১৫ দিনের এই মেলায় বিক্রিবাটা আশানুরূপ না হওয়ায় রবিবার শেষ দিন মেলা শেষের আগেই অনেক বিক্রেতা পসরা গুটিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেন। মেলার উদ্বোধনে এসে প্রচার নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন দপ্তরের মন্ত্রী দীপক বর্মন। এরপর জোরকদমে প্রচার শুরু হলেও, বিক্রেতাদের কথায় স্পষ্ট যে মেলায় খুব ভালো সাড়া মেলেনি।

চলতি বছর মেলায় মোট ১৪০টি স্টল ছিল। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে শীতলপাটি, পাটের আসন, কাঠের মুখোশ, বাঁশের ঘর সাজানোর জিনিস, শাড়ির পাশাপাশি ভিনরাজ্যের পসরাও এসেছিল। নদিয়ার জগদীশচন্দ্র পাল বলেন, 'শঙ্খ বিক্রি সবথেকে ভালো হয়েছে।' দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে আসা চিমটি সরকার জানান, উল ও পাটের আসনের বিক্রি মোটামুটি হয়েছে। মেলায় ঘুরতে আসা ক্রেতা শিল্পী সরকার বলেন, 'ছুটে ঘুরতে এসে মেলায় এসেছি। সব জিনিস ভালো লেগেছে।'

তবে শেষ দিনের বিক্রির অপেক্ষা করেননি নবদ্বীপের শাড়ি বিক্রেতা মৌরানী দেবনাথ। তাঁর কথায়, 'ছটের জন্য শেষ দিনের ক্রেতা কম হবে। তাই বসে আজকে লাভ নেই।' মেলায় বিক্রি নিয়ে দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, 'মোট কত টাকার বিক্রি হয়েছে সেই হিসেব এখনও করা হয়নি।'

কয়েন ছেড়ে গয়নায় ঝোঁক

এবছর ধনতেরাসে সোনা কেনার চেনা ছকে এসেছে বড় বদল। কয়েনের বদলে ক্রেতারা ঝুঁকেছেন গয়নার দিকে। পাশাপাশি সোনার পাশাপাশি হিরে ও রুপোর গয়না এবং রুপোর মূর্তি বিক্রিতেও লক্ষণীয় বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : ধনতেরাসে সোনা কেনার চেনা ছবিটা এবার কিছুটা বদলেছে। প্রতি বছর এই দিনে সোনার কয়েন কেনার যে প্রবণতা দেখা যায়, এবার তার বদলে গয়নার দিকে ঝুঁকল ক্রেতাদের একাংশ। পাশাপাশি হিরে, রুপোর গয়নার চাহিদাও এবার অনেকটা বেড়েছে।

দুর্গাপুজোর পর থেকে সোনার দামে কিছুটা পতন এবং সেই সুযোগে আগাম বুকিং, দুইয়ের জেরে ধনতেরাসে সোনার গয়নার বিক্রি বেড়েছে বলে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, বিক্রি হওয়া সোনার প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশই এবার গয়না হিসেবে কেনা হয়েছে। বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী ব্যবসায়ী সমিতির ক্ষুদিরামপল্লি ১ নম্বর লোকাল কমিটির সদস্য হরিপদ দাস বলছিলেন, 'আমাদের এবারে সোনার কয়েনের থেকে সোনার গয়নার বিক্রি বেশি হয়েছে। হিসেবটা সত্তর-তিরিশ শতাংশ হতেই পারে।' এর কারণ হিসেবে হরিপদর ব্যাখ্যা, 'আমরা এখন সোনার কয়েন রিটার্ন নিচ্ছি না। অনেক কয়েনে হলমার্ক না থাকায় সেগুলোর শুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন থাকে। সোনা গলানোর পর কিছুই আর পাওয়া যায় না।'

সেবক রোডের একটি সোনার দোকানের মার্কেটিং ম্যানেজার ভাস্কর মণ্ডলের ব্যাখ্যা, কয়েন কিনে পরে তা দিয়ে গয়না তৈরি করতে গেলে দু'বার মেকিং চার্জ দিতে হয়। তাই অনেকেই সরাসরি গয়না কিনছেন। দুর্গাপুজোর পর থেকে সোনার দাম কমতে থাকায় আগাম বুকিংও বেড়েছে।

সুভাষপল্লির বাসিন্দা নবনীতা রায় এবারে শহরের একটি শোরুম থেকে সোনা কিনেছেন। তিনি বললেন, 'বছর দুয়েক পরে ছেলের বিয়ে দেব বলে ঠিক করেছি। অপেক্ষা করছিলাম, সোনার দাম কবে কমে। পুজোর পর থেকেই দেখছিলাম সোনার দাম ওঠানামা করছে। তখনই প্রি বুকিং করে একটা হার কিনলাম।' দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা ঈশানি বিশ্বাসও এবার সোনার দাম কমছে দেখে ধনতেরাসে আংটি কিনলেন। এমনিতে প্রতিবছর সোনার কয়েন কেনেন। এবার দাম কম দেখে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ করলেন।

এদিন এব্যাপারে কথা হচ্ছিল চার পুরুষ ধরে ব্যবসা করে আসা সোনার দোকানের ডিরেক্টর প্রশান্ত দাসের সঙ্গে। সেবক মোড়ে প্রশান্তদের একটি সোনার দোকান রয়েছে। শহর সংলগ্ন মাটিগাড়ার শপিং মলে একটি শোরুমও রয়েছে। তাঁর কথায়, 'আমাদের দুটো দোকানে এবার হিরের বিক্রি প্রায় ৪০ শতাংশ বেড়েছে।'



- আগাম বুকিংয়ের সুযোগে ক্রেতারা কয়েনের পরিবর্তে গয়না কেনার ওপর জোর দিয়েছেন
- বিক্রীত সোনার প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশই গয়না হিসেবে বিক্রি হয়েছে
- তরুণ প্রজন্মের মধ্যে হিরের গয়নার চাহিদা প্রায় ২০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে
- বিনিয়োগ ও আকর্ষণের ক্ষেত্রে রুপোর বার, গয়না কেনার প্রবণতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে

সোনার তুলনায় হিরের চাহিদা বাড়ার কারণ কী? ভাস্কর মণ্ডল বলছিলেন, 'হিরের গয়না এখন লাইটওয়েট গয়নার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন প্রজন্ম এই ধরনের গয়না বেশি পছন্দ করছে।'

আরেকটি সোনার দোকানের তরফে অমিত চৌধুরী অন্য কথা বললেন। এখন আগের থেকে হিরের রিসেল ভ্যালু বেড়েছে। পাশাপাশি অনেক দোকানে আকর্ষণীয় মূল্যে এক্সচেঞ্জ অফারও চালু রয়েছে। ফলে সোনার মতো পরে হিরে বিক্রি করতে চাইলেও লাভ হওয়ায় অনেকে হিরে কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। অমিত জানালেন, তাঁদের দোকানে আগের বারের থেকে হিরের গয়না কুড়ি শতাংশ বেশি বিক্রি হয়েছে।

কথায় কথায় উঠছিল, ধনতেরাসে ইনভেস্টমেন্টের প্রসঙ্গ। মাটিগাড়ার একটি সোনার দোকানের কর্ণধার অমর ভৌমিক বলছিলেন, 'ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রেও রুপো এখন সোনার থেকে এগিয়ে গিয়েছে। কারণ রুপোর দাম বাড়ছে। এখন ক্রেতারা রুপোর বারও কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। যা আগে ভাবাই যেত না।'

তাছাড়া রুপো এখন কয়েনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে মাছ, কচ্ছপ, লক্ষ্মী-গণেশ ইত্যাদি মূর্তি তৈরি করা হচ্ছে। ক্ষুদিরামপল্লির ব্যবসায়ী মদন দাসের কথায়, 'এক গ্রামের সোনা মজুরি দিয়ে কিনতে ১৪ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা লেগে গিয়েছে। ওই টাকায় রুপোর ভালো গয়না পাওয়া যায়। তাই রুপোর গয়না, বিভিন্ন মূর্তি বিক্রি হয়েছে।'





বাইক প্রদর্শনী

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : দেশজুড়ে আনুষ্ঠানিক লঞ্চের আগেই শিলিগুড়ির বাইকপ্রেমীদের জন্য বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করল ইসকন মোড়ের 'কেশনস হন্ডা বিগ উইং'। সেবক রোডের তিন মাইলে একটি অভিজাত হোটেলে রবিবার জাঁকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে এক ছাদের নীচে দেখা গেল হন্ডার চারটি প্রিমিয়াম মডেল এক্সআর ৩০০ র‍্যালি, এক্সআর ৩০০ এল, সিবি ৫০০ এবং এডিভি ১৬০। একই মঞ্চ থেকে ছয়জন গ্রাহকের হাতে তুলে দেওয়া হয় বহুলচর্চিত রেবেল ৩০০ বাইক।

কেশনস হন্ডা বিগ উইংয়ের কর্ণধার সন্দীপ আগরওয়াল জানান, প্রদর্শনীতে রাখা প্রিমিয়াম বাইকগুলি খুব শীঘ্রই দেশজুড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে লঞ্চ হবে। তার আগেই শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের ক্রেতা ও বাইকপ্রেমীরা যাতে মডেলগুলি সামনাসামনি দেখার সুযোগ পান, সেই লক্ষ্যেই এই বিশেষ আয়োজন করা হয়। স্থানীয় ক্রেতাদের কাছে নতুন মডেলগুলি পরিচয় করিয়ে দেওয়াই ছিল প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। তিনি আরও জানান, শোরুমে ইতিমধ্যেই নতুন মডেলগুলির অগ্রিম বুকিং শুরু হয়েছে। দেশজুড়ে আনুষ্ঠানিক লঞ্চের পর ক্রেতাদের হাতে বাইকগুলি তুলে দেওয়া হবে। এদিনের প্রদর্শনীতে বহু বাইকপ্রেমী হাজির ছিলেন।

ভাইরাল ভিডিওতে ঘুষ বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও ঘিরে শিলিগুড়িতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভিডিওটিতে মহাবীরস্থান ট্রাফিক বুথের এক পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে এক তরুণের কাছ থেকে ১০০০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে (ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)।

ভিডিওতে দেখা যায়, ক্যামেরার পেছনে থাকা এক ব্যক্তি এক তরুণের কাছ থেকে এক হাজার টাকায় বিষয়টি 'সেটলমেন্ট' করে নেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করছেন। টাকা নেওয়ার বিষয়ে ওই পুলিশকর্মীকে সরাসরি প্রশ্ন করতেই ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি আচমকা টাকা নিয়েছেন যে তরুণের কাছ থেকে, তাঁকে জড়িয়ে ধরেন।

ভিডিও করতে থাকা ওই ব্যক্তির দাবি, প্রশ্ন শুনেই ওই পুলিশ তরুণকে জড়িয়ে ধরে তাঁর পকেটে টাকাটি ঢুকিয়ে ফেরত দেন। যদিও টাকা পকেটে ঢুকিয়ে দেওয়ার বিষয়টি ভিডিওতে নজরে আসেনি। এ বিষয়ে পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, 'ট্রাফিককে বলা হয়েছে এই বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিতে।'

মন্ত্রীর নির্দেশ উড়িয়ে রাস্তায় তোরণ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : যে কোনও অনুষ্ঠানের আগে সাতদিন এবং পরে তিনদিন পর্যন্ত শহরের রাস্তায় তোরণ, ফ্লেক্স, ফেস্টুন রাখা যাবে। তার পরেই সেগুলি খুলে নিতে হবে। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষ কিছুদিন আগে এই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কালীপুজোর এক সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ির রাস্তায় রাস্তায় এখনও তোরণ, হোর্ডিংয়ের ছড়াছড়ি। রাস্তার অনেকটা অংশ তোরণগুলি দখল করে থাকায় যানবাহন ও সাধারণ মানুষের চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। মন্ত্রী বলেছেন, 'সাতদিন হল পুজো পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও কেন তোরণগুলি খোলা হয়নি, তা পুজো কমিটিগুলির কাছে লিখিতভাবে জানতে চাওয়া হবে। এই বিষয়ে পুর কমিশনারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য বলছি।'

দুর্গাপুজোর আগেই শংকর ঘোষণা করেছিলেন যে, পুজো হোক বা রাজনৈতিক ও সামাজিক—যে কোনও অনুষ্ঠানে রাস্তায় তোরণ, হোর্ডিং, ঝান্ডা, ফেস্টুন লাগালে নিয়ম মানতে হবে। অনুষ্ঠানের সাতদিন আগে এগুলি বসানো যাবে এবং অনুষ্ঠান মিটে যাওয়ার তিনদিনের মধ্যে তা খুলে নিতে হবে। অন্যথায় প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। দুর্গাপুজোর কয়েক দিন পরেও হিলকার্ট রোড সহ বিভিন্ন রাস্তায় কিছু তোরণ থাকায় মন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি শহর পরিদর্শনে বেরিয়ে পুরনিগমের কমিশনারকে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মন্ত্রীর নির্দেশ ছিল, যেসব পুজো কমিটি তিনদিন পরেও তোরণ সরায়নি, তাদের আগামী বার পুজোর অনুমতি দেওয়ার আগে জবাবদিহি চাওয়া হবে।

দুর্গাপুজোর পর কালীপুজোতেও শহরজুড়ে তোরণ, হোর্ডিং বসিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বিধান রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, রাজা রামমোহন রায় রোড সহ বিভিন্ন রাস্তায় রবিবারও প্রচুর তোরণ দেখা গিয়েছে। তোরণগুলি এমনভাবে রাস্তায় বসানো হয় যে, ফুটপাথ তো বটেই, রাস্তার একাংশ দখল হয়ে থাকে। ফলে যানবাহন চলাচল এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। মহকুমা পরিষদ থেকে ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের অফিস হয়ে চিলড্রেন পার্ক পর্যন্ত গ্লোব ট্রটার্স স্পোর্টিং ক্লাবের (জিটিএসসি) বেশ কিছু তোরণ রবিবারও দেখা গিয়েছে। ক্লাবের পুজো কমিটির সম্পাদক সুমন ঘোষের বক্তব্য, 'পুজোর পরে রাস্তায় আর তোরণ থাকুক, এটা আমরাও চাই না। স্কুলবাসগুলি সহ সমস্ত যানবাহন চলাচলে সমস্যা হয়, বুঝি। কিন্তু পুজোর পরে শ্রমিক না পাওয়ায় কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবে আমরা দ্রুত এই তোরণগুলি খুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করছি।' সেবক রোডের অন্যতম বড় কালীপুজো এলিটের কর্মকর্তা দীপঙ্কর আরোরা বলেছেন, 'মন্ত্রীর নির্দেশ মেনে প্রত্যেক পুজো কমিটির সময়মতো তোরণগুলি খুলে নেওয়া উচিত। কেননা রাস্তাজুড়ে তোরণ থাকায় সমস্যা হয়। আমাদের পুজোর তোরণগুলিও খোলা শুরু হয়েছে।'



কালীপুজো পার হলেও রাস্তায় এখনও বিজ্ঞাপনের তোরণ।

মন্ত্রীর নির্দেশ

কোনও অনুষ্ঠান বা পুজোর সাতদিন আগে তোরণ, হোর্ডিং ও ফেস্টুন লাগানো যাবে

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার তিনদিনের মধ্যে সেগুলি খুলে ফেলতে হবে

তোরণ না সরানোর কারণ জানতে পুজো কমিটিগুলিকে জবাবদিহি করতে বলা হবে

বাস্তব পরিস্থিতি

কালীপুজোর এক সপ্তাহ পরেও শিলিগুড়ির বিভিন্ন রাস্তায় তোরণ রয়ে গিয়েছে

কোথায় তোরণ

হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বিধান রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড-সহ শহরের একাধিক রাস্তায়

পৃথিবীর পাঠশালা

পুরুষদের জন্য তৈরি হাইহিল



আজকাল উঁচু হিলের জুতো নারীদের ফ্যাশনের প্রধান অঙ্গ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু এর শুরুটা হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্যভাবে। দশম শতাব্দীতে পারস্যের অশ্বারোহী পুরুষ সৈন্যরা প্রথম এই ধরনের জুতো পরা শুরু করেন। ঘোড়ার পিঠে বসার পর জুতোর এই খাঁজকাটা হিল ঘোড়ার রেকাবে তাঁদের পা শক্ত করে আটকে রাখতে সাহায্য করত। পরে এই জুতো ইউরোপের ধনী পুরুষদের মধ্যে ক্ষমতা আর আভিজাত্য দেখানোর অন্যতম প্রতীক হয়ে ওঠে।



চাঁদের বুকে চিরস্থায়ী ছাপ

অ্যাপোলো অভিযানের সময় মহাকাশচারীরা চাঁদের মাটিতে যে পায়ের ছাপ ফেলে এসেছিলেন, তা আগামী কয়েক লক্ষ বছর ধরে একদম অক্ষত থাকবে। পৃথিবীতে বাতাস, বৃষ্টি এবং জলের কারণে যে কোনও দাগ খুব সহজেই মুছে যায়। কিন্তু চাঁদে কোনও বায়ুমণ্ডল বা বাতাস না থাকায় সেই ধুলোর ওপর পড়া মানুষের প্রথম পায়ের ছাপ মুছতে পারার মতো কোনও প্রাকৃতিক উপায় সেখানে নেই। তাই সেই ছাপ চাঁদের বুকে এক চিরস্থায়ী দলিল হয়ে রয়ে গিয়েছে।



কাতুকুতুতে ইঁদুরের হাসি

মানুষের মতো ইঁদুররাও কিন্তু খুব আনন্দ পেলে হাসতে পারে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, মানুষের আঙুল দিয়ে ইঁদুরের পেটে বা ঘাড়ে আলতো করে সুড়সুড়ি দিলে তারা আনন্দে এক ধরনের অতি সূক্ষ্ম শব্দ করে হাসতে থাকে। এই হাসির আওয়াজ মানুষের কান দিয়ে শোনা সম্ভব নয়, এর জন্য বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। এরা এই আদর খেতে এতই ভালোবাসে যে, বারবার মানুষের হাতের কাছে ছুটে আসে।

মানুষের মুখ চেনে কাক

পাখিজগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম হল কাক। এদের স্মরণশক্তি এতটাই প্রখর যে, এরা মানুষের মুখ অনায়াসে মনে রাখতে পারে। কোনও মানুষ যদি এদের ক্ষতি করে বা তাড়া করে, তবে এরা সেই ব্যক্তির মুখ নিখুঁতভাবে মনে রাখে এবং দলের অন্য কাকদেরও সেই বিপদের কথা জানিয়ে দেয়। বহুকাল পরও সেই নির্দিষ্ট মানুষটিকে দেখতে পেলে এরা একজোট হয়ে তাকে চরম বিরক্ত করতে শুরু করে।



দশ হাজার গঙ্গাসেবিকা নিয়োগ থেকে ওয়াটার মেট্রো চালু

ফরাক্কায় পর্যটনের ৫ দাওয়াই

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ১৫ নভেম্বর : একদিকে গঙ্গার বিশাল জলরাশি, অন্যদিকে দীর্ঘ ফিডার ক্যানাল। তার সঙ্গে সবুজে ঘেরা ডিয়ার ফরেস্ট, গান্ধিঘাট। প্রকৃতি ও নদীকেন্দ্রিক পর্যটনের আকর্ষণ ছড়িয়ে রয়েছে ফরাক্কার আনাচে-কানাচে। তাকে কাজে লাগাতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রের ৬টি মন্ত্রক ও রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের জলশক্তি, জাহাজ, পরিবেশ, পর্যটন, অর্থ ও বন মন্ত্রকের উদ্যোগে ফরাক্কা ব্যারেজ এলাকাকে পর্যটনের মানচিত্রে জায়গা করে দিতে যৌথভাবে পাঁচটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত হলে নদীভ্রমণ থেকে অবসরযাপন, প্রকৃতির সান্নিধ্য থেকে কর্মসংস্থান—একাধিক ক্ষেত্রেই নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

প্রথম পরিকল্পনা, ফিডার ক্যানালের অববাহিকায় উদ্যান গড়ে তোলা এবং সৌন্দর্যায়ন। দীর্ঘ জলপথের দু'পাশে সবুজের সমারোহ, সাজানো বাগান ও মনোরম পরিবেশ তৈরি করে এলাকাটিকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রয়েছে গান্ধিঘাটের সংস্কার। গান্ধিঘাট রয়েছে ফরাক্কা ব্যারেজ টাউনশিপ এলাকায়, গঙ্গার তীরে। গঙ্গা ও ফরাক্কা ব্যারেজের বিশাল জলরাশিকে সামনে রেখে



ফরাক্কার জেটিঘাটগুলোর সৌন্দর্যায়ন করা হবে।

সময় কাটানোর একটি আকর্ষণীয় জায়গা। ইতিমধ্যেই এই এলাকায় সেলফি পয়েন্ট, আলোকসজ্জা এবং সৌন্দর্যায়নের কিছু কাজ হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় হতে পারে জলপথপ্রেমীদের কাছে। ফিডার ক্যানালকে নৌ চলাচলের উপযোগী করে সেখানে ওয়াটার মেট্রো পরিষেবা চালুর ভাবনা রয়েছে। বাস্তবায়িত হলে জলপথে ঘোরার নতুন অভিজ্ঞতা পাবেন পর্যটকরা।

চতুর্থ পরিকল্পনায় রয়েছে ডিয়ার ফরেস্টের সৌন্দর্যায়ন। বর্তমানে শীতের মরশুমে সেখানে পিকনিক করতে আসেন বহু মানুষ। কিন্তু বনাঞ্চলের ভিতরের রাস্তা ভাঙাচোরা। ডিয়ার ফরেস্ট রয়েছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লকের গোবিন্দরামপুর এলাকায়। বনঘেরা পরিবেশের কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এটি অবসরযাপন ও পিকনিকের জায়গা হিসেবেও পরিচিত। ২০০২ সালে ১৩টি চিতল হরিণ নিয়ে এসে এই ডিয়ার পার্ক চালু করা হয়েছিল। যদিও প্রায় এক দশক চলার পর সেটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে কেন্দ্র ও রাজ্যের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে আবার পুরোনো গরিমা ফিরে পেতে পারে এই ডিয়ার পার্ক। সেই এলাকা আরও পরিচ্ছন্ন ও পর্যটনবান্ধব করে তোলার পাশাপাশি কটেজ তৈরির সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখার কথা বলেছেন ফরাক্কার বিডিও সুজয় ব্যাপারী।



- ফিডার ক্যানালে ওয়াটার মেট্রো, গান্ধিঘাট ও ডিয়ার ফরেস্টের সৌন্দর্যায়ন
- গ্র্যান্ড গঙ্গাঘাট ও উদ্যান তৈরির পরিকল্পনা
- ১০ হাজার গঙ্গাসেবিকা নিয়োগের ভাবনা, অনুমোদনের অপেক্ষায় প্রকল্প

পঞ্চম পরিকল্পনা, গ্র্যান্ড গঙ্গাঘাট তৈরি। গঙ্গার তীরে সাজানো এই ঘাট পর্যটকদের কাছে নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে। কাশীর মতো সেখানে গঙ্গারতির আয়োজন করা যায় কি না, সেই আলোচনা চলছে।

এই পাঁচটি পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা—১০ হাজার গঙ্গাসেবিকা নিয়োগ। উদ্যানপালন, আতিথেয়তা, সংরক্ষণ, ঘাটের পরিচর্যা ও পর্যটন এলাকার সৌন্দর্যায়নের কাজে তাঁদের যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ইতিমধ্যেই জলশক্তিমন্ত্রকের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব জমা পড়েছে বলে জানিয়েছেন ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার আরডি দেশপান্ডে। তাঁর কথায়, 'কেন্দ্রের অনুমোদন মিললেই দ্রুত কাজ শুরু হবে। প্রকল্প রূপায়িত হলে ফরাক্কা ও সংলগ্ন এলাকার আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে বড় পরিবর্তন আসবে। তৈরি হবে কর্মসংস্থানের সুযোগও।' ফরাক্কার বিডিও সুজয় ব্যাপারীর বক্তব্য, পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এলাকার। সম্প্রতি গান্ধিঘাট ও ডিয়ার ফরেস্ট ঘুরে দেখেছেন তিনি। জায়গাটি ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের আওতায় থাকায় যৌথভাবে কীভাবে কাজ করা যায়, তা নিয়েও আলোচনা করেছেন।

আশাবাদী এলাকাবাসীও। ফরেস্ট এলাকার বাসিন্দা রতন ঘোষ বলেন, 'ফরাক্কার প্রাকৃতিক পরিবেশ খুব ভালো। এই জায়গা অনেকদিন আগেই পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা উচিত ছিল কিন্তু এতদিন সরকার সেভাবে নজর দেয়নি।' কৌশিক মজুমদার নামে আরেক স্থানী বাসিন্দা মনে করেন, 'উন্নয়নের সব পরিকল্পনাই ফাইলের জটে আটকে যায়। তবে এখন তো ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, আশা করছি এবার পরিকল্পনামাফিক কাজ হবে।'

বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেখা হল না বাহাদুরগঞ্জের বনগামা গ্রামের বাসিন্দা সাহেব লালের (৪৫)। শনিবার রাতে নিমন্ত্রণ সেরে বাড়ি ফেরার পথে বাইকের ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের পর রবিবার পুলিশ তাঁর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয়। ২৫ নভেম্বর তাঁর মেয়ের বিয়ে ছিল। শনিবার রাতে বাহাদুরগঞ্জের জাতীয় সড়কে বাঙালিচকের কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি বাইকের সঙ্গে তাঁর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুই চালকই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই সাহেবের মৃত্যু হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। স্থানীয়দের তৎপরতায় দুজনকে বাহাদুরগঞ্জ গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে সাহেবকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। গুরুতর আহত অপর বাইকচালককে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

কড়া নিরাপত্তা

কিশনগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : কিশনগঞ্জের ১৩৪টি ছটঘাটে এখন জনজোয়ার। রবিবার অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদানের মধ্য দিয়ে এই দিনটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শহরের রমজান নদীর প্রায় ৫০টি ঘাট সহ জেলার মহানন্দা, ডক, মেচি ও অন্যান্য নদীর ঘাটগুলিতে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহকুমা শাসক অনিকেত কুমার জানান, খবর লেখা পর্যন্ত কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

পড়তে হবে

রবিবার সাতের পাতায় প্রকাশিত 'পাহাড়ে দুধ হজমের রহস্য' শীর্ষক খবরে অধ্যাপক কমলেশ মণ্ডলের বদলে গবেষক ডঃ কুমারেশ মণ্ডল পড়তে হবে।

আগে সংগঠন

প্রথম পাতার পর

সভাপতি করা হয় কুন্তল রায়কে। কিন্তু দায়িত্ব পাওয়ার কয়েক মাস কেটে গেলেও এখনও জেলা কমিটি বা অন্য কোনও সাংগঠনিক কমিটি তৈরি হয়নি। প্রতিটি কমিটি গঠনের কাজ দ্রুত শুরু করতে রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ এসেছে। পুরভোটকে সামনে রেখে প্রথম ধাপে শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার সংগঠন চাঙ্গা করতে চাইছে তৃণমূল। তাই ওয়ার্ড সভাপতি মনোনয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দল বিভক্ত হওয়ার পর জেলা চেয়ারম্যান ও সভাপতিকে বাদ দিলে পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি বা অন্য কোনও কমিটি নেই। ফলে দলের কাজকর্মও কার্যত থমকে রয়েছে। সূত্রের খবর, এবার পুরোনো ৪৭টি নয়, পুনর্বিন্যাসের তালিকা অনুযায়ী ৬৩টি ওয়ার্ডেই সভাপতি নিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক ওয়ার্ডে সভাপতি বদল হতে পারে। রাজ্যে পালাবদলের পর অনেকেই দলীয় কাজকর্ম থেকে সরে গিয়েছেন। কেউ কেউ আবার নতুন করে দায়িত্ব নিতে রাজি নন। কুন্তল রায়ের দাবি, দীর্ঘদিন ওয়ার্ড সভাপতির দায়িত্ব সামলানো কয়েকজন নেতাকে ব্লক কমিটিতে নেওয়া হবে। তাই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডগুলিতে নতুন সভাপতি নিয়োগ করা হবে। পাশাপাশি গঠিত হবে তিনটি শহর ব্লক কমিটিও। প্রতিটি কমিটিতে একজন সভাপতি, দু-তিনজন সহ সভাপতি এবং অন্য পদাধিকারীরা থাকবেন। কুন্তল বলেন, 'সামনেই পুরভোট ধরে নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। নভেম্বর মাসের মধ্যেই পুরনিগম এলাকার সমস্ত কমিটি তৈরি করে ডিসেম্বরের শুরু থেকেই ভোটের ময়দানে নামা হবে।'



কৃতিত্বের ঢাকেই বক্সায় বিপত্তি

প্রথম পাতার পর

বাঘের জন্য প্রয়োজন একটি সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র। পর্যাপ্ত শিকার, নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র, অন্য বাঘের সঙ্গে সংঘাত এড়ানোর মতো জায়গা এবং প্রশিক্ষিত বনকর্মী। বক্সায় যে সেই পরিবেশ এখনও তৈরি হয়নি তা বিশেষজ্ঞ এবং খোদ বনকর্তাদের তথ্যেই স্পষ্ট। বাঘের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে, কিন্তু সেই বাঘের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রস্তুতি কতটা? বাঘের প্রত্যাবর্তনকে সাফল্য বলতে হলে এই প্রশ্নগুলির উত্তর জরুরি। বনমন্ত্রী এখন নতুন এনক্লোজার তৈরি, পুরোনো পরিকাঠামো মজবুত করা এবং বনকর্মীদের প্রশিক্ষণের কথা বলছেন। কিন্তু প্রথম বাঘিনী আসার আগে এই প্রস্তুতি নেওয়া হল না কেন? দ্বিতীয় বাঘ আনার আগে যদি নতুন করে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে হয়, তা হলে প্রথম বাঘিনীর পুনর্বাসন কতটা প্রস্তুত পরিবেশে হয়েছিল? একটি প্রকল্পের প্রথম পর্যায় কি তবে প্রস্তুতির পরীক্ষা ছিল, যার মূল্য দিতে হল বাঘিনীকেই? একটি গর্ভবতী বাঘিনীকে তিন দফায় ঘুমপাড়ানি ওষুধ প্রয়োগের পরও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা তার গর্ভাবস্থার কথা জানতে পারেননি। বন্যপ্রাণীর গর্ভাবস্থা শনাক্ত করা সবসময় সহজ নয়, বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ে। কিন্তু সেই অসুবিধা জানা থাকলে ঝুঁকির মাত্রাও তো জানা থাকার কথা। বারবার অ্যানাস্থিশিয়া, দীর্ঘ পরিবহণ, শারীরিক আঘাত ও পরিবেশ পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলির সম্মিলিত প্রভাব বিবেচনায় রেখে কি কোনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা-প্রোটোকল তৈরি হয়েছিল? পশু চিকিৎসক, বনকর্তা এবং বাঘ সংরক্ষণে যুক্ত বিশেষজ্ঞ সংস্থার মধ্যে সমন্বয় কোথায় ছিল? গর্ভপাতের নির্দিষ্ট কারণ তদন্তসাপেক্ষ। কিন্তু ঝুঁকি মূল্যায়নে ঘাটতি ছিল কি না, তার জবাব সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে দিতে হবে। 'বুঝতে পারিনি' কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তো নয়ই, দায়িত্ব এড়ানোর অজুহাতও হতে পারে না।

বনমন্ত্রীর ব্যাখ্যা, বাঘিনী মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে এনক্লোজার থেকে পালিয়েছে। প্রশ্ন হল, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো শক্তিশালী প্রাণীর জন্য নিরাপদ এনক্লোজার তৈরির ন্যূনতম নিয়ম কি বন দপ্তরের অজানা? কংক্রিটের ভিত্তি, মাটির নীচে সুরক্ষা, মজবুত বেড়া এবং পালানোর সম্ভাবনা ঠেকানোর ব্যবস্থা ছাড়া এমন এনক্লোজার ব্যবহারের অনুমতি কে দিলেন? মন্ত্রী যদি জানতেন, তবে দায় তাঁরও। না জানলে আরও বড় প্রশ্ন, নিজের দপ্তরের এত গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর নজরদারি কোথায়?

ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার ভূমিকাও খতিয়ে দেখা জরুরি। এই সংস্থা প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক সহযোগী হলে বাঘিনী বাছাই, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পরিবহণ, মুক্তি এবং পরবর্তী পর্যবেক্ষণের প্রতিটি ধাপে তাদের পরামর্শ কতটা কার্যকর হয়েছিল, তা প্রকাশ্যে আসা দরকার। শুধু গবেষণা ও সুপারিশের দায়িত্ব নিলেই হবে না, বাস্তব প্রয়োগে কোথায় ঘাটতি ছিল, সেটিও স্পষ্ট করতে হবে।

বাঘের ছবি, আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কিংবা সাফল্যের ঘোষণা দিয়ে জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র তৈরি হয় না। দরকার ধারাবাহিক কাজ, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং দায়বদ্ধ প্রশাসন। বক্সায় সেই কাজের হিসাব দিতে হবে বনমন্ত্রীকেই। কারণ বাঘের প্রত্যাবর্তন সরকারের সাফল্য হলে, তার নিরাপত্তার ব্যর্থতাও সরকারেরই দায়।

মৃত্যুদণ্ড রদে একসুরে 'না' ভারত-পাকের

নিউ ইয়র্ক, ১৫ নভেম্বর : দেশের বিচার ব্যবস্থা থেকে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বাতিলের প্রশ্নে একযোগে বিরুদ্ধে ভোট দিল ভারত এবং পাকিস্তান। এমনকি আমেরিকা, চিন এবং ইরানের মতো দেশও মৃত্যুদণ্ড রদে গররাজি। মেক্সিকোর আনা প্রস্তাবের ওপর শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘে ভোটাভুটি হয় ১৯৩ সদস্য দেশের অধিবেশনে। ১৩৩টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে থাকলেও, ৩৩টি দেশ বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। অন্যদিকে ১১টি দেশ মত প্রকাশ করেনি।

২০২৫ সালের পরিসংখ্যানে বিশ্বজুড়ে মৃত্যুদণ্ড বাড়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রস্তাব রাখে মেক্সিকো। এর প্রেক্ষিতে ভারতের প্রতিনিধি, ফার্স্ট সেক্রেটারি ভাবিকা মঙ্গলানন্দন বলেন, 'প্রস্তাবের সপক্ষে বিশ্বের মত সর্বসম্মত নয়। আন্তর্জাতিক আইনে সার্বভৌম দেশে আইনি প্রক্রিয়া মেনে শাস্তি ঠিক করার অধিকার আছে।' এর আগেও ২০১৬, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে একই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে ভারত।

অকুপেন্সি সার্টিফিকেটে অনীহায় রাজস্ব হারাচ্ছে

প্রথম পাতার পর

বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন নিয়ে নির্মাণ শেষ করলেও অকুপেন্সি সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত সেই ভবন বসবাসের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় না। কিন্তু পুর এলাকার বাসিন্দাদের বড় অংশই সেই নিয়ম মানছেন না। ফলে একদিকে পুরনিগমের রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে, অন্যদিকে অভিযোগ উঠছে অবৈধ নির্মাণের সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

বিল্ডিং রুলস ২০০৭ অনুযায়ী, বহুতল নির্মাণের জন্য বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের আগে সংশ্লিষ্ট জমির ভারবহন ক্ষমতা ভালোভাবে খতিয়ে দেখা বাধ্যতামূলক। প্ল্যান পাশের পর নির্মাণকাজ শুরু হলে ভিত বা প্লিন্থ তৈরি করার পর পুরনিগমকে জানাতে হয়। অনুমোদিত নকশা মেনে কাজ হয়েছে কি না, নির্মাণের গুণমান এবং মাপজোখ ঠিক রয়েছে কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন পুরনিগমের বাস্তুকাররা। তাঁদের ছাড়পত্র মিললেই পরবর্তী কাজ শুরু করা যায়। প্রথম ছাদ ঢালাইয়ের পরও একইভাবে পুরনিগমকে জানাতে হয়। তখনও বাস্তুকাররা নির্মাণ পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছাদ ঢালাইয়ের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম মানতে হয়।

অর্থাৎ, নকশা অনুমোদন থেকে ভবন ব্যবহারের ছাড়পত্র পাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে পুরনিগমের নজরদারি থাকার কথা। প্লিন্থ থেকে একের পর এক ছাদ ঢালাই, প্রতিটি পর্যায়েই নিয়ম মেনে কাজের প্রমাণ দিতে হয়। সেই যাচাইয়ের উদ্দেশ্য হল, অনুমোদিত নকশা ও নির্ধারিত মান বজায় রেখে নির্মাণ হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করা। এই নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক। এভাবে ধাপে ধাপে নির্মাণ শেষ হলে অকুপেন্সি সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে হয়। এরপর পুরনিগমের বাস্তুকার, পানীয় জল এবং জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের আধিকারিকরা সবকিছু খতিয়ে দেখেন। তাঁদের সবুজ সংকেত মিললেই শংসাপত্র দেওয়া হয়।

কিন্তু সূত্রের খবর, অনুমোদিত নকশা নিয়ে কাজ শুরু হলেও বহু নির্মাণের ক্ষেত্রে নিয়ম ভাঙা হয়। কোথাও নিজেদের সুবিধার জন্য জেনেবুঝে মাপজোখে গরমিল করা হয়। কোথাও আবার নির্মাণের গুণমান নিয়েও প্রশ্ন থাকে। ফলে অকুপেন্সি সার্টিফিকেটের আবেদন করলে তা বাতিল হতে পারে, এই আশঙ্কায় অনেকেই আবেদন করেন না। আবার কোথাও দীর্ঘ আবেদন প্রক্রিয়াও অনীহার কারণ হয়ে দাঁড়ায় বলে অভিযোগ। তাই কঠোর পদক্ষেপের আগে প্রয়োজনীয় কর্মশালা এবং আবেদন প্রক্রিয়া সরল করার দাবি তুলেছেন এলবিএসদের একাংশ।

শিলিগুড়ি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দুলালচন্দ্র নিয়োগী বলেন, 'কঠোর পদক্ষেপ করার আগে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া ইস্যুতে প্রয়োজনীয় কর্মশালা করা প্রয়োজন। সেইসঙ্গে আবেদন প্রক্রিয়া সরলীকরণ করার প্রয়োজন রয়েছে।' মন্ত্রী শংকর ঘোষ বললেন, 'অনেকেই অভিযোগ করেন অকুপেন্সি সার্টিফিকেট না নেওয়ার পিছনে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম থাকে। সেক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হবে।'

বাঘিনী কই

প্রথম পাতার পর

হাড় বেশি দৃশ্যমান হলে বাঘটি অপুষ্টিতে ভুগছে বা অসুস্থ হতে পারে বলে মনে করা হয়। সুস্থ বাঘের গায়ের লোম সাধারণত মসৃণ ও উজ্জ্বল থাকে। লোম রুক্ষ হয়ে গেলে, জট পাকালে কিংবা শরীরের কোথাও লোম উঠে গেলে চর্মরোগ, পরজীবীর সংক্রমণ অথবা ভিতরের কোনও অসুস্থতার ইঙ্গিত মিলতে পারে। একইসঙ্গে বাঘিনী স্বাভাবিক ছন্দে হাঁটছে কি না, খুঁড়িয়ে চলছে কি না, সেটাও পর্যবেক্ষণ করা হবে। পায়ে কাঁটা ফুটলে বা হাড়ে আঘাত লাগলে চলাফেরায় তার প্রভাব পড়ে। এই পদ্ধতিতে আলাদা করে কোনও শারীরিক পরীক্ষা করা হয় না। বরং চোখে দেখা লক্ষণগুলিই বিচার করা হয়। হাড়ের দৃশ্যমানতা, গায়ের লোমের গঠন এবং হাঁটার ভঙ্গি মিলিয়ে বাঘিনীর পুষ্টি ও শারীরিক অবস্থার একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করবেন বিশেষজ্ঞরা।

দূর থেকে বাঘিনীর শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করেই বক্সা ছাড়বে তদন্তকারী দল। এই পদ্ধতিতে বাঘের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্য বক্সায় এসেছেন ডব্লিউআইআই-এর ওয়াইল্ডলাইফ হেলথ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান বিজ্ঞানী ডাঃ পরাগ নিগমও। এখন অপেক্ষা, বাঘিনী কখন তদন্তকারী দলের নজরে আসে।

সরকারি ভবনে বেসরকারি হাতে ব্যবসা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৫ নভেম্বর : সরকারি অর্থে সরকারি জমিতে তৈরি ভবন। অথচ সেই ভবনের পরিচালনার দায়িত্ব কার হাতে, তা নিয়েই ধোঁয়াশা আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। রোগীর পরিজনদের রাতে থাকার সুবিধার জন্য তৈরি দোতলা ভবনটি বর্তমানে দেখভাল করছেন হাসপাতালের বাইরের এক ব্যক্তি। সেখানে থাকতে মাথাপিছু ১০ টাকা দিতে হয়। শোয়ার সামগ্রী ভাড়া নিলে প্রতিটির জন্য দিতে হয় আরও ১০ টাকা। কিন্তু ভবন পরিচালনার কোনও লিখিত অনুমতিপত্র বা কাগজপত্র নেই। দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি নিজেই তা স্বীকার করছেন।

প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল দাসের বক্তব্য, সরকারি অর্থে তৈরি ওই সম্পত্তির সম্পূর্ণ দায়িত্ব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। অন্যদিকে হাসপাতাল সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডলের দাবি, ভবনটি হাসপাতালের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছিল কি না, সে সংক্রান্ত কোনও নথি তাঁদের কাছে নেই। বিষয়টি রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে তুলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। বর্তমান বিধায়ক পরিতোষ দাস বলেন, 'বিষয়টি জানা ছিল না।' বিষয়টি রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে তুলে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

ঘটনার সূত্রপাত ২০০৭ সালে। তৎকালীন বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে দু'দফায় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে ভবনটি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। নির্মল দাসের দাবি, ওই বছর তৎকালীন পিডব্লিউডি-র তত্ত্বাবধানে নির্মাণকাজ হয়েছিল। মূলত দূরবর্তী এলাকা, বিশেষ করে চা বাগান থেকে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের পরিজনদের কথা ভেবেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

চিকিৎসার প্রয়োজন বা বাড়ি ফেরার দূরত্বের কারণে অনেকেরই রাতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাঁদের যাতে হাসপাতাল চত্বরে নিরাপদে রাত কাটানোর ব্যবস্থা থাকে, সেই উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছিল দোতলা ভবনটি।

এরপর ভবনটির সংস্কারেও সরকারি অর্থ খরচ হয়। ২০১৯ সালে তৎকালীন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভবনটি সংস্কার করা হয়। অর্থাৎ, নির্মাণ ও সংস্কার, দুই পর্যায়েই বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রায় ১৯ বছর পর ভবনটির পরিচালনার দায়িত্ব ও মালিকানা নিয়ে স্পষ্ট কোনও নথি সামনে আসেনি।

১৯ বছরেও নির্দিষ্ট হল না দায়িত্ব

নির্মল দাসের কথায়, 'সেই সময় বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে দু'দফায় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। সরকারি টাকায় সরকারি জমিতে তৈরি এই ভবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। তাঁদের কাছে কাগজপত্র নেই বা তাঁরা জানেন না, বিষয়টি অস্বীকার করছেন কি না, বুঝতে পারছি না। এখন শুনছি ব্যক্তিগতভাবে কেউ সেটি পরিচালনা করছেন। সেটা কেন হবে? দায়িত্ব নিতে না পারলে টেন্ডার করে কোনও সংস্থাকে দেওয়া হোক। সেখানে রোগীর পরিজনেরা থাকছেন। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায়িত্ব কে নেবে?'

বর্তমানে ভবনটি দেখভাল করছেন পঙ্কজ রায়। তাঁর বক্তব্য, তাঁর বাবা জীবন রায় প্রথম থেকেই ভবনটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। বয়সজনিত কারণে জীবনবাবু আর সেই কাজ করতে পারেন না। তাই এখন ছেলে পঙ্কজ দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তবে তাঁদের কাছেও ভবন পরিচালনার কোনও কাগজপত্র নেই।

পঙ্কজের কথায়, 'আগে বাবা দেখাশোনা করতেন। এখন তিনি আর পারেন না বলে আমি দেখাশোনা করি। এখানে যাঁরা থাকতে আসেন, তাঁদের মাথাপিছু ১০ টাকা নেওয়া হয়। এছাড়া শোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভাড়া দেওয়া হয়। প্রতিটি সামগ্রীর জন্য ১০ টাকা করে নেওয়া হয়।'

হাসপাতাল সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল জানিয়েছেন, আগে কী ব্যবস্থায় কাকে ভবনটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা তাঁদের জানা নেই। তাঁর কথায়, 'হাসপাতালের কাছে এই সংক্রান্ত কোনও কাগজপত্র নেই। কিছুদিন আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডাকা হয়েছিল। তিনিও কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। বর্তমানে হাসপাতালে রোগীকল্যাণ সমিতি নেই। সমিতি তৈরি হলেই বৈঠক ডেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পরবর্তীতে জায়গাটি নিজেদের অধীনে নিয়ে টেন্ডারের মাধ্যমে নিয়ম মেনে পরিচালন



ওডিআই সিরিজ জয়ের ট্রফি নিয়ে কুমার কুশাগ্র ও যশ ঠাকুর। পাশে গর্বিত ভারতীয় দল। রবিবার মাউন্ট মাউনগানুইয়ে।

আবার ডোবালেন ব্যাটাররা জয় আনলেন অর্শদীপরা

মাউন্ট মাউনগানুই, ১৫ নভেম্বর : স্টেপআউট করেছিলেন ব্লেয়ার টিকনার। ঠকে গেলেন অক্ষর প্যাটেলের ফ্লাইটে। দ্রুত স্টাম্প করে দিলেন ঈশান কিষান।

২২ রানে ম্যাচ জয় নিশ্চিত করে ফেলল টিম ইন্ডিয়া। সঙ্গে ৩-১ ব্যবধানে একদিনের সিরিজও। টিকনারকে অক্ষর ফেরাতেই বে ওভালের গ্যালারির ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। শুরু হল সাফল্যের উৎসব। আর সেই উৎসবের রেশে গা ভাসিয়ে দিল শ্রেয়স আইয়ারের টিম ইন্ডিয়াও। এমনটাই তো প্রত্যাশিত। কিন্তু শেষ ম্যাচে ৮৯ অল আউটের লজ্জার মধ্যেই রবিবার ফের ব্যাটিং বিপর্যয় ভারতীয় দলের অন্দরে প্রবল চাপের আবহ তৈরি করে দিয়েছিল। সেই চাপ কাটালেন অর্শদীপ সিং (৩০/৩), মহম্মদ সিরাজ (৫০/২), অক্ষর (২৮/২), যশ ঠাকুররা (৩৮/১)। নিট ফল, টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৪২.১ ওভারে ২০৯ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে অর্শদীপদের দুর্দান্ত ও শৃঙ্খলার বোলিংয়ের সামনে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে শেষপর্যন্ত ১৮৭ রানে শেষ নিউজিল্যান্ড।

কোচ গৌতম গম্ভীরকে আপাতত ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের সবচেয়ে সুখী মানুষ বলা যেতে পারে। যদিও গম্ভীর নিজে এমন যুক্তি মানবেন না নিশ্চিতভাবেই। ঘটনা হল, কোচ গম্ভীরের কোচিংয়ে এই প্রথম বিদেশের মাটিতে একদিনের সিরিজ জিতল টিম ইন্ডিয়া। তাও আবার এমন একটা সময় এল ৩-১ ব্যবধানের সিরিজ জয়, যখন দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে নির্ধারিত থাকা ওডিআই বিশ্বকাপের বাজনা বাজতে শুরু করেছে। হতে পারে একদিনের বিশ্বকাপের বাকি এখনও প্রায় এক বছর। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপের বাজনা বাজছে প্রবলভাবেই। সেই ভাবনা ও পরিকল্পনার অংশ হিসেবে রোকোদের নিয়ে তৈরি হয়েছে দুশ্চিন্তা। আজই শেষ হওয়া একদিনের সিরিজের চার ম্যাচে বিরাট করেছেন ৮৬, আর রোহিত ৩০। যা তাঁদের পাশে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টেরও অস্বস্তি বাড়িয়েছে।



তিন উইকেট নেওয়া অর্শদীপ সিংয়ের উচ্ছ্বাস।

শেষ ওডিআই ও সিরিজ জিতল ভারত

কভি খুশি, কভি গম। পেন্ডুলামের মতো দুলছিল ম্যাচটা।

দুইদিন আগে সিরিজের চতুর্থ একদিনের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের ৩৩৩ রানের সামনে ৮৯ রানে অল আউট হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। বিরাট কোহলি (৫), রোহিত শর্মা (৭), অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার (২২), ঈশান কিষান (৪৬), রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১৮), অক্ষররা (৪৬) ব্যর্থ হয়েছিলেন। আজও তারকাখচিত শক্তিশালী ভারতীয় ব্যাটাররা ব্যর্থ। বিপক্ষকে উইকেট উপহার দেওয়ার পরিচিত ও পুরোনো রোগে আক্রান্ত। যার ফলে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে কখনোই স্বস্তিতে ছিল না টিম ইন্ডিয়া। বে ওভালের পিচে বাউন্স ছিলই। সঙ্গে বলটা জায়গায় রাখতে পারলে ছিল সিম মুভমেন্টও। তবে সময়ের সঙ্গে পিচ অনেকটা সহজ হয়েছিল। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটাররা অবশ্য পিচের বদলে যাওয়া চরিত্রের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেননি। পারলে অন্তত ৫০ ওভার ব্যাটিংয়ের ইনটেন্ট দেখাতেন শ্রেয়সরা। শেষ ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কাছে আতঙ্ক হয়ে ওঠা ম্যাট হেনরি আজ ছিলেন না নিউজিল্যান্ডের প্রথম একাদশে। তিনি আপাতত টেস্টের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

কিন্তু যাঁরা ছিলেন, সেই জ্যাকব ডাফি (৬০/৩), ম্যাট ফিশার (২৮/২), কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারদের (৪৭/৩) পেস-স্পিনের দাপটে ভেঙে পড়ে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং। ঈশান ও অক্ষর ব্যাট হাতে কিছু প্রতিরোধ না গড়লে হয়তো ২০০ রানের গণ্ডিও পার হত না টিম ইন্ডিয়া। ভারতের ২০৯ রানের চ্যালেঞ্জ পার করতে নেমে উইল ইয়ং (২২) ও টিম সেইফার্টরাও (১৪) শুরু থেকেই চাপে ছিলেন। অর্শদীপের সঙ্গে শুরু থেকে চলতি কিউয়ি সিরিজে প্রথমবার সুযোগ পেয়ে দারুণ বোলিং করলেন সিরাজও। ফলে ভারতীয় বোলারদের সম্মিলিত দাপটের সামনে কখনোই স্বস্তিতে ছিলেন না কিউয়ি ব্যাটাররা। রোকোর পরামর্শ নিয়ে অধিনায়ক শ্রেয়সও বাইশ গজে পেসারদের সাহায্য রয়েছে বুঝে গিয়ে সিরাজ-অর্শদীপদের দিয়েই টানা বোলিং করিয়ে গেলেন। টিম ইন্ডিয়ার বোলাররা যেমন আজ ব্যাটারদের ব্যর্থতা ঢেকেছেন, ঠিক তেমনই দলের ফিল্ডিং নিয়েও উদ্বেগ রয়েই গিয়েছে। আজও নিউজিল্যান্ড ব্যাটিংয়ের সময় গোটা দুয়েক ক্যাচ হাতছাড়া করেছেন কোহলিরা। যা ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা টেস্ট সিরিজের আগে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে নিশ্চিতভাবেই দুশ্চিন্তায় রাখবে।

ঠিক যেন অ্যাকশন রিপ্লে।

দুই দিন আগে বে ওভালের মাঠে টসে জিতেছিল ভারত। প্রথমে ব্যাটিং করে বড় রান করেছিল নিউজিল্যান্ড। পরে সেই রান তাড়া করতে গিয়ে ব্যাটিং বিপর্যয় হয়েছিল ভারতের। আজ টস জিতে কিউয়ি অধিনায়ক স্যান্টনার ভারতকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিলেন। টিম ইন্ডিয়ার ফের ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর নিজেরাও একইভাবে অর্শদীপদের চাপের সামনে তলিয়ে গেলেন স্যান্টনাররা। শেষ ম্যাচের পর হেনরিরা হেসেছিলেন। আজ সিরিজ জয়ের পর আগামীর উদ্বেগ নিয়ে হাসছেন শ্রেয়সরা।

ব্যাটারদের ব্যর্থতা স্বীকার শ্রেয়সের

বোলারদের কুর্নিশ

মাউন্ট মাউনগানুই, ১৫ নভেম্বর : লড়াই করে ম্যাচ ও সিরিজ জয়। শেষ ম্যাচের ব্যর্থতা ভুলে টেস্ট সিরিজের আগে একদিনের সিরিজ জয়।

স্বাভাবিকভাবেই টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার খুশি। কিন্তু সন্তুষ্ট নন। বরং তাঁর মনে হচ্ছে, দল হিসেবে আরও উন্নতির অনেক জায়গা রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে নির্ধারিত থাকা একদিনের বিশ্বকাপের লক্ষ্যে ভারতীয় দলকে আরও উন্নতি করতে হবে, এমনটা মনে করছেন অধিনায়ক শ্রেয়স।

বে ওভালে আজ শেষ একদিনের ম্যাচে ব্যাটাররা ফের ব্যর্থ হয়েছেন। দলের কষ্টার্জিত জয় নিশ্চিত করেছেন বোলাররা। বিশেষ করে অর্শদীপ সিং ও মহম্মদ সিরাজরা দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। ম্যাচ ও সিরিজ জয়ের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স বোলারদের কুর্নিশ জানিয়েছেন। একইসঙ্গে দলের ব্যাটারদের ব্যর্থতাও স্বীকার করে নিয়েছেন। চলতি একদিনের সিরিজ ব্যাটারদের নয়, বোলারদের ছিল বলে জানিয়ে শ্রেয়স বলেছেন, 'এই সিরিজ ছিল বোলারদের, ব্যাটারদের নয়। তবে কঠিন সময়ে দল হিসেবে সবাই মিলে মাঠে সেরাটা দিয়েছি আমরা। সেভাবেই সিরিজ জয় সম্পূর্ণ হয়েছে।' দলের ধারাবাহিক ব্যাটিং ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিয়ে অধিনায়ক শ্রেয়স বলেছেন, 'পুরো সিরিজেই আমাদের ব্যাটিং ভালো হয়নি। একেবারেই ভালো ব্যাটিং করতে পারিনি আমরা। তবে বোলাররা ধারাবাহিকভাবে দারুণ পারফর্ম করেছে। দল হিসেবে ম্যাচ ও সিরিজ জিতেছি আমরা।'

শুভমান গিলের অনুপস্থিতিতে একদিনের সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করলেন শ্রেয়স। শেষ দুই ম্যাচের সময় মাঠে প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করেছেন তিনি। শ্রেয়সের কথায়, 'নেতৃত্ব আমার কাছে নতুন নয়। আর যখনই দলকে নেতৃত্ব দিতে নামি, উপভোগ করি প্রতিটা মুহূর্ত। দুর্দান্ত একটা একদিনের সিরিজ হল। এই সিরিজ থেকে আমরা দল হিসেবে অনেক কিছু শিখলাম। যা আগামীদিনে আমাদের কাজে লাগবে।' চাপের মুখে হাতে মাত্র ২০৯ রান নিয়ে অর্শদীপ সিংরাই দলের জয় নিশ্চিত করেছেন। দলের বোলারদের নিয়ে কী পরিকল্পনা ছিল অধিনায়ক শ্রেয়সের? ভারত অধিনায়কের কথায়, 'জানতাম পিচে বাড়তি বাউন্স রয়েছে। জোরে বোলাররা এই পিচে সুবিধা পাবে। তাই শুরু থেকে শৃঙ্খলার লাইনে বোলিং করাই ছিল আমার মূল লক্ষ্য। অর্শদীপদের অভিনন্দন, ওরা পরিকল্পনাকে বাস্তব করে তুলেছে।'

সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচের সেরা হয়েছেন অর্শদীপ। বল হাতে তিন উইকেট নিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে বিপক্ষ শিবিরে চাপের আবহও তৈরি করেছিলেন। নিজের বোলিং নিয়ে অর্শদীপ ম্যাচের পর বলেছেন, 'বোলিংয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্য নিয়ে নেমেছিলাম। সেটা করে দেখিয়েছি আমরা।' বল হাতে কিউয়িদের উপর চাপ তৈরির আগে সতীর্থ মহম্মদ সিরাজকে নিয়ে শেষ উইকেটে ২৬ রানের পার্টনারশিপ গড়েছিলেন। ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণে সেই পার্টনারশিপ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। অর্শদীপের কথায়, 'জানতাম অন্তত ২০০ রান তুলতে পারলে এই পিচে ম্যাচ জেতা সম্ভব। সিরাজকে নিয়ে শেষ উইকেটে সেটাই চেষ্টা করেছিলাম। আসলে ১১ নম্বরে ব্যাটিংই আমার পছন্দ।'



আউট ডিন ফক্সক্রফটও। বোলার যশ ঠাকুরের সঙ্গে উচ্ছ্বাস বিরাট কোহলির।

স্কোরবোর্ড

ভারত

রোহিত ক ফক্সক্রফট বো ফিশার	৭
রুতুরাজ ক সেইফার্ট বো ডাফি	১৮
বিরাট ক সেইফার্ট বো ফিশার	৫
শ্রেয়স ক ফিশার বো টিকনার	২২
অক্ষর ক ইয়ং বো ব্রেসওয়েল	৪৬
ঈশান ক ফিশার বো ডাফি	৪৬
নমন ক কেলি বো স্যান্টনার	২২
আকিব ক অ্যালেন বো স্যান্টনার	৫
যশ ক সেইফার্ট বো স্যান্টনার	০
সিরাজ অপরাজিত	১৪
অর্শদীপ বো ডাফি	১৪
অতিরিক্ত	**১০**
মোট (অল আউট, ৪২.১ ওভার) ২০৯	

উইকেট পতন : ২৩/১, ৩৩/২, ৩৪/৩, ৮৬/৪, ১২১/৫, ১৬০/৬, ১৬৬/৭, ১৬৬/৮, ১৮৩/৯, ২০৯/১০।

বোলিং : ডাফি ৮.১-১-৬০-৩, ফিশার ৭-১-২৮-২, ক্লার্ক ২-০-১৩-০, টিকনার ৫-১-২৪-১, স্যান্টনার ১০-১-৪৭-৩, ব্রেসওয়েল ১০-০-৩৫-১।

নিউজিল্যান্ড

ইয়ং ক রুতুরাজ বো অর্শদীপ	২২
সেইফার্ট ক যশ বো সিরাজ	১৪
কেলি বো অর্শদীপ	২৪
ফক্সক্রফট বো যশ	৩১
অ্যালেন বো সিরাজ	১
ব্রেসওয়েল ক নমন বো আকিব	১৯
স্যান্টনার ক অর্শদীপ বো নমন	২৪
ক্লার্ক ক ঈশান বো অর্শদীপ	১৬
টিকনার স্টা ঈশান বো অক্ষর	১৪
ডাফি ক বিরাট বো অক্ষর	৯
ফিশার অপরাজিত	৩
অতিরিক্ত	**১০**
মোট (অল আউট, ৪৮.১ ওভার) ১৮৭	

উইকেট পতন : ২৬/১, ৬৪/২, ৮২/৩, ৮৩/৪, ১১৯/৫, ১১৯/৬, ১৫৮/৭, ১৬১/৮, ১৮১/৯, ১৮৭/১০।

বোলিং : অর্শদীপ ১০-২-৩০-৩, সিরাজ ১০-১-৫০-২, আকিব ১০-১-৩৭-১, যশ ১০-০-৩৮-১, অক্ষর ৬.১-০-২৮-২, নমন ২-০-৪-১।

ম্যাচের সেরা : অর্শদীপ সিং।
সিরিজ সেরা : গুরনুর ব্রার।
ফল : ভারত ২২ রানে জয়ী।
সিরিজ : ভারত ৩-১ ব্যবধানে জয়ী।

কামিন্সের কথা উদ্ভট : সেয়ার্স

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মতে, ঐকমত্যের সম্ভাবনা কম

মেলবোর্ন, ১৫ নভেম্বর : স্যান্ডপেপারগেটের ভূত কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের। রবিবার নতুন করে মুখ খুলেছেন ২০১৮ দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে দলে থাকা প্রাক্তন অজি পেসার চ্যাড সেয়ার্স। তিনি কেপ টাউন টেস্টের পরের ম্যাচে জোহানেসবার্গে খেলেছিলেন। ওটাই দেশের জার্সিতে তাঁর একমাত্র টেস্ট। উসমান খোয়াজার দাবিকে সঠিক বলে তিনি জানিয়েছেন, 'আমি নিশ্চিত হয়ে বলছি ওই দলের প্রত্যেকে জানত যে কী চলছে এবং বল বিকৃতির জন্য কী ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি কারও পক্ষ নিচ্ছি না। নিরপেক্ষভাবেই বলছি।' সেয়ার্সের এই মন্তব্যের পর প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মধ্যে মতপার্থক্য আরও বাড়ল। যার ফলে পরিস্থিতি সামলাতে আসরে নামতে হয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে (সিএ)। বিষয়টিকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টার তারা বলেছে, যত ক্রিকেটার নতুন করে মুখ খুলবে মতানৈক্য ততই বাড়তেই থাকবে। এক বিবৃতিতে সিএ-র মুখপাত্র মন্তব্য করেছেন, 'ওই সিরিজে যারা দলে ছিল, তারা নিজেদের মতামত প্রকাশ করছে। প্রত্যেকের নিজস্ব মতামতকে সম্মান করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তবে ক্রিকেটাররা নিজেদের জায়গা থেকে কথা বলায় মতানৈক্য বাড়ছে এবং সবার ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না, কোনও তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায়।'

> **জানি না কামিন্স কীভাবে খোয়াজাকে আক্রমণ করল? যদিও কারণটা অজানা নয়, তবু এমনটা হওয়া উচিত হয়নি।**
>
> -চ্যাড সেয়ার্স

সেয়ার্স শুধমাত্র খোয়াজার পাশে দাঁড়িয়েই থেমে থাকেননি, তিনি একহাত নিয়েছেন কামিন্সকেও। তিনি বলেছেন, 'কামিন্সের সাংবাদিক বৈঠকটা উদ্ভট লেগেছে আমার। জানি না কীভাবে ও খোয়াজাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করল? যদিও কারণটা অজানা নয়, তবু এমনটা হওয়া উচিত হয়নি।'

প্রাক্তন অজি পেসার কেপ টাউন টেস্ট শেষের পরের ঘটনা তুলে এনেছেন। বলেছেন, 'ওই দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর আমরা সবাই সাজঘরে বসেছিলাম। সম্ভবত এক থেকে দেড় ঘণ্টা কথাবার্তা চলেছিল। আলোচনা হয়েছিল কীভাবে ঘটনাটা ঘটল এবং পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে চলেছে।' একই সঙ্গে 'সত্যিটা' বেরিয়ে আসায় স্বস্তিও পেয়েছেন বলে দাবি সেয়ার্সের। তাঁর মন্তব্য, 'বিষয়টা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে হয়েছিল এবং সত্যিটা বলার উপায় ছিল না। এটা খুবই কঠিন ছিল। ফলে এখন সত্যিটা সামনে আসায়, অনেকটা স্বস্তি পেয়েছি।'

নিজে মুখ খুললেও সেয়ার্স অবশ্য স্যান্ডপেপারগেট কেলেঙ্কারির সমাধান দেখছেন না। তাঁর কথায়, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না সবাই একমত হয়, ততক্ষণ এর সমাধান সম্ভব নয়। ফলে আমার মতে এই বিতর্ক কখনোই শেষ হবে না।'

২০২৯ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হবে ভারতে

দুবাই, ১৫ নভেম্বর : তুমুল উত্তেজনা। তীব্র বাদানুবাদ।

আর তার মধ্যে দিয়েই রবিবার ইন্দোনেশিয়ার বালিতে চলতি আইসিসি বোর্ড মিটিংয়ে ২০৩৫ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যালেন্ডার চূড়ান্ত করে ফেলল আইসিসি। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে সন্ধ্যার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত এই ঘোষণা হয়েছে। যেখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২০২৯ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক দেশ হল ভারত। শুধু তাই নয়, চারটি টি২০ বিশ্বকাপ, দুইটি একদিনের বিশ্বকাপের পাশে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়েও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। আইসিসির সিইও সংযোগ গুপ্তা আজ বৈঠকের শেষে বলেছেন, 'দুনিয়াজুড়ে ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা আগামীর ক্রিকেট ক্যালেন্ডার তৈরি করলাম। যেখানে ২০৩৫ সাল পর্যন্ত ক্রিকেটের প্রসার ও প্রচারের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' জানা গিয়েছে, ২০২৯ সালের ৯-২৮ অক্টোবর পর্যন্ত ভারতের মাটিতে হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ২০৩১ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে একদিনের বিশ্বকাপ আয়োজন করবে ভারত। ২০২৯ ও ২০৩১, আগামী পর্বের দুইটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালই হবে ইংল্যান্ডে। আবার ২০৩০ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আয়োজন করবে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড। ২০২৮ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আসর বসবে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে। জানা গিয়েছে, বিলেতের মাটিতে আগামী দুই পর্বের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল আয়োজন করতে গিয়ে আজ বৈঠকে প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়েছিল আইসিসি।

শাহবাজের বদলির খোঁজে টিম বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : শুরুটা দুঃস্বপ্নের মতো হয়েছে!

গতকাল কর্ণাটকের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়েছে বাংলা। ব্যাটিং বিপর্যয়ে হারতে হয়েছে ম্যাচ। সোমবার চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচের আগে জোড়া দুশ্চিন্তা বাংলা দলের অন্দরে।

দুশ্চিন্তা নম্বর এক, দলের ব্যাটিং বিপর্যয় থামানো। যা একরকম রুটিন হয়ে গিয়েছে বঙ্গ ক্রিকেটে। মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম পর্বের শেষ রনজি ট্রফি ম্যাচের সময়ও দেখা গিয়েছিল বাংলার ব্যাটিং রোগ। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র প্রথম ম্যাচেও একই ছবি। দুশ্চিন্তা নম্বর দুই, বাংলার সেরা অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদের বদলি খোঁজা। গতকাল কর্ণাটক ম্যাচ খেলেই শাহবাজ রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ খেলতে দোহা চলে গিয়েছেন। তাই শাহবাজের বিকল্প কে হবেন, তা নিয়ে বাংলা দলের অন্দরে রীতিমতো চর্চা চলছে। জানা গিয়েছে, আগামীকাল চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে অতিরিক্ত ব্যাটার খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের। যুবরাজ দীপক কেশওয়ানিকে খেলানোর কথা ভাবছে টিম বাংলা।

যদিও রাত পর্যন্ত চূড়ান্ত কিছুই হয়নি। সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'শুরুটা ভালো হয়নি। গতকালের কর্ণাটক ম্যাচে শুরুর ব্যাটিং বিপর্যয়ের পরও ঘুরে দাঁড়ালেও জিততে পারিনি। চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে নতুন শুরু করতেই হবে।' নতুন শুরুর লক্ষ্যে শাহবাজকে না পাওয়াটা যে দলের জন্য ধাক্কা, মেনে নিয়েছেন বাংলার কোচ। লক্ষ্মীর কথায়, 'শাহবাজের পরিবর্ত পাওয়া সহজ নয়। আগামীকাল অতিরিক্ত ব্যাটার খেলানোর কথা ভাবছি আমরা। খেলা শুরুর আগে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করব।' চণ্ডীগড় দলে মনন ভোরা, সন্দীপ শর্মাদের মতো ঘরোয়া ক্রিকেটের তারকারা রয়েছেন।

SYED MUSHTAQ ALI TROPHY

আজ প্রতিপক্ষ চণ্ডীগড়

শতরান তৌহিদের, ৫ উইকেট রাবাদার

জোহানেসবার্গ, ১৫ নভেম্বর : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে চাপে পড়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা। ষষ্ঠ উইকেটে লিটন দাসের (অপরাজিত ৯২) সঙ্গে তৌহিদ হৃদয় ২০৬ রানের জুটিতে প্রথম দিনই বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৩২৭ রানে পৌঁছে গিয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে ২৪২ রানের ইনিংস খেলার পর রবিবার তৌহিদ উপহার দিলেন ১৩৭। দিনের শেষ বলে তাঁকে আউট করেন মার্কো জানসেন। শুরুতে অবশ্য কাগিসো রাবাদা (৫১/৫) অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিলেন টাইগার ব্রিগেডকে। টেস্টের প্রথম বলেই তিনি আউট করেন অভিষেককারী ওপেনার মাহফিজুল ইসলামকে (০)। পরে মোমিনুল হক (০) ও নাজমুল হোসেন শান্তকে (১২) ফিরিয়ে তিনি বাংলাদেশকে ২২/৩ করে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই অপর ওপেনার তানজিদ হাসানকে (৬৭) নিয়ে তৌহিদ প্রথম প্রতিরোধ গড়েন।



১৯৮৯ সালে ১৫ নভেম্বর টেস্ট অভিষেক হয় শচীন তেন্ডুলকারের। এই দিনটাতেই তিনি নিজের সবচেয়ে পুরোনো ব্যাটের ছবি দিলেন।

সিরিজে সমতা ফেরাল ইংল্যান্ড

অ্যাডিলেড, ১৫ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ১৩৫ রানের দাপুটে জয় তুলে নিল ইংল্যান্ড। একইসঙ্গে সিরিজে সমতাও ফেরাল তারা।

তিন ম্যাচের সিরিজে প্রথম ম্যাচে হার। সিরিজে টিকে থাকতে হলে দ্বিতীয় ম্যাচ জিততেই হত ইংল্যান্ডকে। টসে জিতে অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শুরুতেই দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফেরেন ওপেনার বেন ডাকেট (৯)। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ইংল্যান্ডের ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যান ব্যান্টন। ৯৯ বলে ১২১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন জর্ডন কক্স (৬৭) ও জো রুট (৬২)। যার ফলে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৫৫ রানের বিশাল ইনিংস গড়ে ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওডিআইয়ে এটাই তাদের সর্বাধিক স্কোর।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ২৯ রানেই ৪ উইকেট হারায় অজিরা। ক্যামেরন গ্রিন (৬৪) ও ম্যাট রেনশ (৬৩) সেই ধাক্কা সামলে অস্ট্রেলিয়ার আশার আলো জ্বালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা আউট হওয়ার পর কোনও ব্যাটারই গাস অ্যাটকিনসন (২৮/৪), স্যাম কুরানদের (৩৮/২) সামনে দাঁড়াতে পারেননি। শেষপর্যন্ত ৪৪.৩ ওভারে ২২০ রানেই শেষ হয় অজিদের ইনিংস। এই সিরিজের তৃতীয় তথা নির্ণায়ক ম্যাচটি আগামী বুধবার হোবার্টে অনুষ্ঠিত হবে।

খাসির মাংস খেয়ে আজ গুজরাট দখলে স্কাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : তিনি তারকা। কিন্তু তারকাসুলভ মনোভাব নেই!

সকলের সঙ্গে সহজে মিশে যেতে পারেন। আবার মাটিতে বসে পা মুড়ে রুটি ও খাসির মাংস খেতেও পারেন। যদি প্রশ্ন করা হয়, কার কথা বলা হচ্ছে? ক্রিকেটপ্রেমীদের বেশি সময় লাগবে না সূর্যকুমার যাদবের নাম বলতে। কারণ, মুম্বই অধিনায়ক স্কাই এমনই। যার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন গতকাল।

সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে গতকাল ২১ বলে ৬০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন সূর্যকুমার। মুম্বইকে প্রথম ম্যাচেই স্বস্তির অনায়াস জয় এনে দিয়েছেন। আর তারপরই সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে সবার পরিচিত 'মানিক'দার ক্যান্টিনের মাটিতে বসেই গরম রুটি ও খাসির মাংসে ডুব দিয়েছিলেন। এভাবে মাটিতে বসে রুটি ও খাসির মাংস খাওয়া স্কাইয়ের ভিডিও এখন ভাইরাল। সমাজমাধ্যমে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে নিয়ে রীতিমতো চর্চা চলছে। এসব নিয়ে অবশ্য মুম্বই অধিনায়কের তেমন কোনও হেলদোল রয়েছে, এমন খবর নেই।

বরং স্কাই অনেক বেশি করে ডুবে রয়েছেন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ প্রতিযোগিতা নিয়ে। গত ৮ মার্চ আহমেদাবাদে সূর্যকুমারের নেতৃত্বে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। তারপর থেকেই স্কাই জাতীয় দলের বাইরে। দেশকে বিশ্বকাপ জেতানোর পরও ব্রাত্য, এমন নজির ক্রিকেট দুনিয়ায় খুব বেশি নেই। আপাতত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেই জাতীয় দলে আচমকা বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজাটা ভাঙতে চাইছেন স্কাই। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তাঁর গতকালের ৬টি বাউন্ডারি ও ৫টি ছক্কায় সাজানো ইনিংসের পর সাংবাদিকদের বলেছেন, 'আচমকা বাদ পড়ে খুব খারাপ লেগেছিল। এখন সেই খারাপ লাগাটা অনেক কমেছে ঠিকই। এখনও জাতীয় দলে ফেরার ব্যাপারে আমি আশাবাদী। সেই লক্ষ্যপূরণে চলতি ঘরোয়া মরশুম আমার জন্য মহা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।'

সূর্যকুমার আগামীদিনে ফের টিম ইন্ডিয়ায় ফিরবেন কি না, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে গতকালের ইনিংস জাতীয় নির্বাচকদের স্কাইকে নিয়ে ভাবতে বাধ্য করবেই।



সরফরাজ খানকে নিয়েই রুটি-মাংস খেলেন সূর্যকুমার যাদব।

আবেগ থেকেই সেলিব্রেশন : মোহিত

শেষ ওভারে ‘সীতা রাম’ মন্ত্র জপছিলেন শেহবাগ-পুত্র

আল আমিরাত, ১৫ নভেম্বর : সদ্যসমাপ্ত অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের গ্রুপপর্বে ভারতকে ৩ উইকেটে হারানোর পর ‘বন্য’ সেলিব্রেশন করেছিলেন পাকিস্তানের উইকেটকিপার-ব্যাটার হামজা জাহুর। শনিবার ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে নাটকীয়ভাবে ১ উইকেটে জিতে এশিয়া সেরা হয়েছে ভারতের ছোটরা। হারা ম্যাচ জিতে নায়ক বনে গিয়েছেন অলরাউন্ডার মোহিত উলভা।

ম্যাচের শেষ বলে মোহিতের শট বাউন্ডারিতে পৌঁছাতেই লক্ষ্য রাইচন্দানি, আর্যবীর শেহবাগ, অর্জুন রাজপুতরা বাঁধনহারা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। পাকিস্তানি প্লেয়ারদের লাথি দেখান, পাক সমর্থদের দিকে তেড়ে যান। ভিডিওতে দেখা যায়, উল্লাসের মধ্যে পাক উইকেটকিপার হামজা ও অন্যদের দিকে বেশ কিছু আগ্রাসী অঙ্গভঙ্গি করছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, ভারতীয় দলের কোচিং স্টাফরা অর্জুনদের রীতিমতো টেনে ড্রেসিংরুমে নিয়ে যান। তবে পাকিস্তানের ক্রিকেটার বা সমর্থকদের সামনে ‘শো অফ’ করার জন্য নয়, বরং নিখাত ক্রিকেটীয় আবেগ ও ভারত-পাক চিরন্তন লড়াইয়ে জয়ের তৃপ্তি থেকেই মাঠের এই সেলিব্রেশন বলে জানিয়েছেন ফাইনালের নায়ক মোহিত।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে কোনও খেলার যে কোনও পর্যায়ে জিতলে ভারতীয় খেলোয়াড়দের আবেগপূর্ণ আগ্রাসী সেলিব্রেশন নতুন কোনও ঘটনা নয়। উলটোটা হলে পাকিস্তানিরাও এমনটাই করেন। শনিবার আল আমিরাতে সেটাই করেছেন মোহিত-অর্জুনরা। যা নিয়ে পরে মোহিত বলেছেন, ‘এই ধরনের সেলিব্রেশন খুব স্বাভাবিক। একে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ, তার উপর ফাইনাল। আমরা ওদের সামনে কোনও শো অফ করিনি। রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল জেতার সেলিব্রেশন করেছি। এই সেলিব্রেশন সম্পূর্ণ আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছিল। আর কিছুই না।’



ফাইনাল শেষে পাকিস্তানের উইকেটকিপার হামজা জাহুরের দিকে আগ্রাসী সেলিব্রেশন করেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা।

লক্ষ্য-আর্যবীরের ভালো শুরুর পরও পাকিস্তানের ৩৩৭ রানের তাড়া করতে গিয়ে ২৫৮/৮ হয়ে গিয়েছিল ভারত। সেখান থেকে মালান চৌহান ও চিগুরুপতি ভেঙ্কটাকে নিয়ে ২৬ বলে অপরাজিত ৪৯ রানের ইনিংসে মোহিত ম্যাচ ফিনিশ করে আসেন। সৌরাষ্ট্রের অলরাউন্ডার মোহিত বলেছেন, ‘জয়ের জন্য ১ বলে ৩ রান লাগত। শেষ শট বাউন্ডারি লাইন পেরোতেই আমি ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। সবকিছু অবিশ্বাস্য লাগছিল। সতীর্থরা দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল। মনে হচ্ছিল, যেন কোনও স্বপ্ন দেখছি। শেষ বলের আগে পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল, আমি দলকে ফিনিশিং লাইন পার করিয়ে দিতে পারব। কিন্তু সত্যিই যখন আমরা জিতলাম, তখন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।’



জয়ের পর বাবা বীরেন্দ্র শেহবাগের সঙ্গে কথা বলছেন আর্যবীর।

অর্জুন-মোহিতদের আগ্রাসী সেলিব্রেশন নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বলেছেন, ‘এই জয় ছেলেদের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং লড়াকু মানসিকতারই প্রমাণ। একটা সময় মনে হচ্ছিল ম্যাচটা ভারতের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরেও ওরা যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তা ওদের অদম্য আত্মবিশ্বাস আর হার না মানা মনোভাবকেই তুলে ধরে। এত কঠিন পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ বের করে আনার পর ওদের সেলিব্রেট করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আমাদের উচিত ওদের সেটা করতে দেওয়া।’

একটি শতরান ও তিনটি অর্ধশতরান সহ ৩৬১ রান করে প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছেন শেহবাগের ছেলে আর্যবীর। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ভিডিও কলে বাবার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তিনি। তখন পাকিস্তানের সমর্থকরা পিছন থেকে শেহবাগ, শেহবাগ চিৎকার করছিলেন। ভিডিও কলে আর্যবীরকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘বাবা, শেষ ওভারে আমি প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। টেনশনে চোখ বন্ধ করে ‘সীতা রাম’ মন্ত্র জপ করছিলাম। ভাবছিলাম, কোনওভাবে একটা বাউন্ডারি যদি চলে আসত। অবশেষে সেটা শেষ বলে এল।’

> **এই ধরনের সেলিব্রেশন খুব স্বাভাবিক। একে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ, তার উপর ফাইনাল। আমরা ওদের সামনে কোনও শো অফ করিনি। রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল জেতার সেলিব্রেশন করেছি। এই সেলিব্রেশন সম্পূর্ণ আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছিল। আর কিছুই না।**
>
> -মোহিত উলভা
> *(আগ্রাসী সেলিব্রেশন প্রসঙ্গে)*

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছেন আর্যবীর-মোহিতরা। গত বছর অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানের কাছেই হেরেছিল বৈভব সূর্যবংশী, আয়ুষ মাত্রে সমৃদ্ধ ভারতীয় দল। তবে আর্যবীরদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বৈভব সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘অভিনন্দন। অসাধারণ একটা ম্যাচ।’ শুধু তাই নয়, ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আর্যবীরের প্রশংসা করে বৈভব লিখেছেন, ‘স্টারবয়...আর্যবীর শেহবাগ।’ অভিনন্দন জানিয়ে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর বলেছেন, ‘ভয়ডরহীন ক্রিকেট, অবিচল বিশ্বাস! ব্যাটিং অর্ডারে কিছু যায় আসে না-এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন ছেলেরা!’

কথায় বলে, ম্যাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জয়ের সেলিব্রেশন করতে নেই। শনিবার সেই ভুলটাই করেছিল পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ফ্র্যাঞ্চাইজি করাচি কিংস। পাকিস্তান ৯ উইকেটে ৩৩৭ রান তোলার পর প্রযুক্তির সাহায্যে করাচি কিংসের তরফে ‘অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনাল’ নামে একটি হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপ বানানো হয়। যেখানে পাক অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পেসার রিজওয়ানউল্লাহর উইকেট নেওয়ার ছবি দিয়ে লেখা হয়, ‘এই গ্রুপে ভারতীয় ক্রিকেটারদের প্রবেশ নিষেধ। রিজওয়ানউল্লাহ গ্রুপ থেকে ভিকে বিনীত, অর্জুন রাজপুত, আরিয়ান সাবসানিকে ‘আউট’ করে দিয়েছে।’ দিনশেষে ভারত ম্যাচ জিতে যাওয়ায় করাচি কিংসের এই টিটকিরি বুমেরাং হয়ে যায়। মোহিতদের জয়ের পর ভারতীয়দের নেটিজেনদের ব্যঙ্গের মুখে পড়তে হয় করাচি কিংসকে। এক নেটিজেন লেখেন, ‘এবার গ্রুপে মোহিত উলভা, মানাল চৌহান ঢুকে পড়েছে।’ মোহিতের জাতীয় পতাকা নেওয়া ছবি দিয়ে অন্য এক ভারতী সমর্থকের ব্যঙ্গ, ‘মোহিত শুধু ঢুকেই পড়েনি। রিজওয়ানউল্লাহ, পাকিস্তানকে লাথি মেরে বার করে দিয়েছে।’



চ্যাম্পিয়নের পদক গলায় নিয়ে লক্ষ্য সেন। রবিবার।

কুমামোতোয় ইতিহাস লক্ষ্যর

কুমামোতো, ১৫ নভেম্বর : জাপানের মাটিতে ইতিহাস গড়লেন লক্ষ্য সেন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে কুমামোতো মাস্টার্সে খেতাব জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করলেন তারকা শাটলার। রবিবার এক ঘণ্টা চার মিনিটের রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে জাপানি প্রতিপক্ষ কোকি ওয়াতানাবেকে পরাস্ত করেন লক্ষ্য। এই নিয়ে টানা দুইটি মাস্টার্স চ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। ফাইনালে শুরুটা ভালো হয়নি লক্ষ্যর। ১৩-২১ পয়েন্টে হেরে যান প্রথম গেম। তবে এর পর আর ভারতীয় তারকার সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি ওয়াতানাবে। পরের দুই গেমে জাপানি প্রতিপক্ষকে ২১-১৮, ২১-১৪ পয়েন্টে পরাজিত করেন লক্ষ্য।

> **বিডব্লিউএফ ট্যুরে সফলতম মরশুম ভারতের**

এই জয়ের সুবাদে বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালে যোগ্যতা অর্জনের আশাও জিইয়ে রাখলেন ভারতের তারকা শাটলার। মরশুম শেষে ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হলে বিশ্ব ক্রমতালিকায় প্রথম আটের মধ্যে থাকতে হয়। জাপান মাস্টার্সের আগে ৬৪,৯৮০ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে ছিলেন লক্ষ্য। জাপানে চ্যাম্পিয়ন হয়ে লক্ষ্য আরও ৯,২০০ পয়েন্ট পেলেন। তিনি উঠে এলেন ছয় নম্বরে। আগামী মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ্যতা অর্জনের পয়েন্ট তালিকা প্রকাশ করবে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থা। প্রথম ছয়ে চলে এলেও লক্ষ্যের সুযোগ পাওয়া এখনও নিশ্চিত নয়। আগামী হংকং ওপেনের পর চূড়ান্ত হবে তালিকা। ওই প্রতিযোগিতা হবে ১৭ থেকে ২২ নভেম্বর। লক্ষ্য হংকংয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছোতে পারলে বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনাল খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যাবেন।

চলতি বছরে ভারতীয় শাটলাররা বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুরে সুপার ৩০০ বা তার থেকে বেশি পয়েন্টের ৯টি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। সঙ্গে চারটি রানার্স ট্রফিও এসেছে দেশে। যা কোনও এক বছরে ভারতীয়দের সেরা পারফরমেন্স। ৬টি চ্যাম্পিয়ন ও ৩টি রানার্স ট্রফির সুবাদে এতদিন ২০২৩ সালটাই ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের সেরা মরশুম ছিল। লক্ষ্য, পিভি সিন্ধু ও সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি এই বছর দুইটি করে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। রানার্স হন একটি করে প্রতিযোগিতায়।



চেষ্টা করেও ডেনমার্কের বাধা টপকাতে পারলেন না ব্রুনো ফার্নান্ডেজ।

রোনাল্ডোর বিদায়ে বিধ্বস্ত পর্তুগাল

ডেনমার্ক-৪ পর্তুগাল-১
নরওয়ে-৩ ওয়েলস-১

ব্রাগা, ১৫ নভেম্বর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো পরবর্তী যুগের শুরুটা একেবারেই সুখকর হল না পর্তুগালের জন্য। পর্তুগিজ মহাতারকার অবসরের পর প্রথম ম্যাচেই ঘরের মাঠে লজ্জার মুখে পড়ল হোর্গে জেসুসের দল। শনিবার উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে ডেনমার্কের কাছে ১-৪ গোলে হারের স্বাদ পেল পর্তুগাল।

গত ৫ নভেম্বর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানান ৪১ বছরের রোনাল্ডো। শনিবার ডেনমার্কের বিপক্ষে ম্যাচের আগে রোনাল্ডোকে ঘিরে আবেগের জোয়ারে ভাসল ব্রাগার গ্যালারি। ম্যাচ শুরুর আগে পর্তুগালের সব খেলোয়াড় রোনাল্ডোর নাম ও ৭ নম্বর লেখা বিশেষ জার্সি পরে মাঠে নামেন। ম্যাচের ৭ মিনিটের মাথায় পুরো স্টেডিয়াম দাঁড়িয়ে করতালির মাধ্যমে প্রিয় নায়ককে অভিবাদন জানায়।

গ্যালারিতে রোনাল্ডো বন্দনা চললেও মাঠের ফুটবলে পর্তুগালকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় ডেনমার্ক। ৪৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে পিয়েরে এমিল হোয়েবিয়ার গোল করে এগিয়ে দেন ড্যানিশদের। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই পর্তুগালের রক্ষণভাগকে তছনছ করে দেন রাসমাস হোজলুন্ড। দারুণ ভলিতে গোল করেন তিনি। এর সাত মিনিট পর নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করেন হোজলুন্ড। ৭৫ মিনিটে কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন জোয়াকিম অ্যান্ডারসন। শেষদিকে বার্নার্ডো সিলভা একটি গোল করলেও তা পর্তুগালের পরাজয়ের গ্লানি কমাতে পারেনি।

অন্যদিকে উয়েফা নেশনস লিগে শীর্ষ স্তরে জায়গা ধরে রাখার লড়াইয়ে বড় ধাক্কা খেল ওয়েলস। শনিবার নরওয়ের কাছে ৩-১ গোলে হেরে গ্রুপের একেবারে নীচে নেমে গেল তারা। এই হারের ফলে গ্রুপের শেষ ম্যাচ জিতলেও অবনমন প্লে-অফ এড়ানো সম্ভব হবে না ওয়েলসের পক্ষে।

এদিকে, ২২ বছর আগে শেষবার স্পেনে গিয়ে স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের বর্ণবাদী স্লোগান শুনতে হয়। সেই ঘটনার পর প্রথমবার স্পেনে গিয়ে আবারও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুচেল। নেশনস লিগের হাইভোল্টেজ ম্যাচে তাদের মুখোমুখি হওয়ার আগে স্পেনের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দাবি, স্পেনে বর্ণবাদের কোনও অস্তিত্ব নেই। ফুয়েন্তের কথায়, ‘আমি স্পষ্ট করে বলছি, থমাসকেও জানিয়ে দিতে পারেন স্পেনে বর্ণবাদ নেই। আমি এই বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়। আমাদের মধ্যে কেউই বর্ণবাদী নয়।’



ওয়েলসের বিরুদ্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

বিশালের পর প্রাপ্তি ঋতিকের গোলকিপিং

নিউজিল্যান্ড-৩ (সারম্যান, ম্যাকগ্যারি ও ক্রিস)
ভারত-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : প্রথম ম্যাচের পাঁচের পর গোলসংখ্যা কমে হল ৩। ভারতের এই ০-৩ গোলে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারের পর প্রাপ্তি ওই গোলের মার্জিন কমা।

অকল্যান্ডের মতোই ক্রাইস্টচার্চেও ভারত প্রথমার্ধেই ০-৩ পিছিয়ে পড়ে। যদিও এদিন ২২ মিনিটে প্রথম গোল খাওয়ার আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিল, ডিফেন্সের অবস্থা একটু ভালো। কিন্তু গোলটা হতেই অবশ্য ফের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। যদিও ফিন সারম্যানের গোলটার সময়ে ফ্লাইট মিস করাটা উচিত হয়নি বিশাল কেইথের, তবু প্রথমার্ধে তিনি কয়েকটা ভালো সেভ করেন ও বিরতির পর ঋতিক তিওয়ারি তো অসাধারণ। কিউয়িরা এদিন প্রচুর সুযোগ নষ্ট করেন। সম্ভবত তাঁদের আত্মতুষ্টিও খানিক গ্রাস করেছে বলে মনে হল। আসলে কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন যেমন, তেমনই খালিদের কোচিংয়ে ভারতীয় দলও পুরোপুরি দিশা হারিয়েছে। পাঁচ ম্যাচে ১৯ গোল খেয়ে দুটি মাত্র গোল। ডিফেন্স ও অ্যাটাক-দুইয়েরই কী অবস্থা, এর থেকেই বোঝা সম্ভব। অপছন্দের কোচ ছিলেন ইগর স্টিমাক। কারণ ভালো ফল করার আগ্রহ থেকে দলের জন্য সুযোগসুবিধা চাইতেন। না পেলে মুখের উপর সত্যিটা বলে ফেলতেন। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ফুটবল জগতে যে উচ্চতায় বসে আছেন তিনি, তাঁর উপর ছড়ি ঘোরানো সম্ভব ছিল না ফেডারেশনের বড়কর্তাদের। ফলে দ্রুত তাঁকে বিদায় করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন তাঁরা। মানোলো মার্কুয়েজ রোকাও যেহেতু এদেশে ক্লাব কোচিং করতে চান, তাই আর মুখ খোলার সাহস দেখাননি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে। ফলে তাঁর বিদায়ে খালিদের মতো একজন কোচই প্রয়োজন ছিল কল্যাণদের। তাই পাঁচ ম্যাচে ১৯ গোল খাওয়ার পরও তাঁকে নিয়ে কাটাছেঁড়া করলে গোসা হবে ফেডারেশন কর্তা ও তাঁদের কাছের লোকজনদের। সবমিলিয়ে বর্তমান কমিটি মাঠ এবং মাঠের বাইরে ভারতীয় ফুটবলকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল, যেখান থেকে ফিরিয়ে আনা সত্যিই কঠিন।

> **খালিদের কোচিংয়ে পাঁচ ম্যাচে ১৯ গোল খাওয়ার লজ্জা**

মাঠের মতই ক্রাইস্টচার্চের সম্পূর্ণ ভরা গ্যালারিতেও ভারতীয় দর্শক সেভাবে দেখা গেল না! এরকম ম্যাচ যেমন হয় তেমনই হল। ভারতীয় দল ১০ জন, কখনো-কখনো ১১ জন মিলে ডিফেন্স করে গেল। এমনিতেই এদিন পাঁচ ডিফেন্ডারে দল নামান খালিদ। তাতেও তারতম্য কিছু হয়নি খেলায়। কষ্ট হয় রায়ান উইলিয়ামসকে দেখে। ২২-এর পর বাকি দুই গোল হল ৪০ ও ৪৪ মিনিটে। প্রথমটায় সারম্যান করলেন কর্নার থেকে হেড করে। জেমস ম্যাকগ্যারি কোনও সুযোগই দেননি বিশালকে। আর ৪৪ মিনিটে শেষ গোলটা অধিনায়ক ক্রিস উডের।

ভারত : বিশাল (ঋতিক), অভিষেক (বিজয়), মেহতাব, জয়, আকাশ (পরমবীর), রোশন (ডেভিড), অনিরুদ্ধ (তোম্বা), সানান (সুহেল), আশিক (লিস্টন), রায়ান (রামসাঙ্গা) ও মনবীর (নামতে)।



সাইডলাইনে দাঁড়িয়ে দলের আরও একটি হার দেখতে হল খালিদ জামিলকে।

নির্বাচনের পর দমন থেকে নাম কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : শেষপর্যন্ত দমন ও দিউ থেকে নিজের নাম ভোটার হিসাবে পাঠালেন কল্যাণ চৌবে। এদিন নির্বাচনি আধিকারিকের তরফে প্রকাশিত তালিকায় এআইএফএফ সভাপতির নাম নেই। তবে শনিবারই তড়িঘড়ি নির্বাচন হয় এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে। তারপরেই যে নতুন নাম পাঠানো হয় সেই কথা এই তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। গত ১৩ নভেম্বর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ছিল নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন থেকে নাম পাঠানোর সময়সীমা। সেদিনই কল্যাণ চেষ্টা করেন দমন থেকে নিজের নাম পাঠাতে। যা শেষপর্যন্ত পাঠানো সম্ভব হয়নি। নাম আসে আলতামাস শেখ ও ওয়াল্টার পেরেরার। কিন্তু শনিবার নির্বাচনের পরই পরিস্থিতিতে বদল হয়। শেষপর্যন্ত নাম পাঠানো হয় কল্যাণের। নাম এলেও স্ক্রুটিনির পরেই ৩০ নভেম্বর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা। তখনই বোঝা যাবে বৈধ ভোটার হিসাবে ফেডারেশন সভাপতির নাম থাকছে কিনা। ভোটার তালিকায় নাম না ঢোকাতে পারলে কল্যাণের নির্বাচনে লড়া ছিল প্রশ্নের মুখে। কারণ ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত নতুন সংবিধানে লেখা আছে, এআইএফএফ-র পদাধিকারী হতে গেলে তাঁকে অন্তত ২৫ বছর বয়স ও ভারতের নাগরিক হতে হবে। সেই ব্যক্তির জেনারেল বডিতে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকতে হবে। তাই ভোটার হিসাবে নাম থাকাটা জরুরি ছিল বর্তমান সভাপতির কাছে।

এদিকে, ফেডারেশনের সহসচিব এম সত্যনারায়ণের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। সহসচিব ফুটবল হাউস থেকে নিজের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে একটি বিশেষ গ্রুপের হয়ে প্রচার করছেন। এই রকম অভিযোগের ক্ষেত্রে নির্বাচনী আধিকারিক একজন বেতনভুক কর্মীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

ইস্টবেঙ্গলে চিন্তা এডমুন্ডকে নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : ছুটি কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরল ইস্টবেঙ্গল এফসি। রবিবার থেকে নিউটাউনের এআইএফএফ সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের মাঠে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি ম্যাচের মহড়া শুরু করে দিল লাল-হলুদ ব্রিগেড।

দিল্লি ম্যাচের আগে চোটআঘাত নিয়ে রীতিমতো চিন্তায় ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। আনোয়ার আলি কবে মাঠে ফিরবেন তা এখনও নিশ্চিত নয়। এসসি দিল্লির বিরুদ্ধে তো বটেই, ২৯ নভেম্বর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধেও তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এদিন মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি এডমুন্ড লালরিনডিকাও। সাইড লাইনে রিহ্যাব করতে দেখা গেল তাঁকে। দিল্লি ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। লাল-হলুদের এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু-এর স্বপ্ন কার্যত শেষ। আইএসএলেও শেষ ম্যাচে চেন্নাইয়ান এফসি-র সামনে ধাক্কা খেয়েছে হাবাসের ইস্টবেঙ্গল। বলার অপেক্ষা রাখে না দিল্লি ম্যাচের আগে বেজায় চাপে লাল-হলুদ শিবির।

> **অনুশীলনে লি-জেলকোভিচ**

ছুটি কাটিয়ে কলকাতায় এসে বাগান অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন লি এরউইন ও সামির জেলকোভিচ। সামির দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করছেন। তবে মিগুয়েল ফিগুয়েরার সঙ্গে এরউইন ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়েই ব্যস্ত ছিলেন। রবিবার সকালে ঘণ্টা দেড়েকের অনুশীলনে বাগান ফুটবলাররা ছিলেন ফুরফুরে মেজাজে। মিগুয়েল ফিট হয়ে গেলে চার্চিল ব্রাদার্স ম্যাচে প্রায় পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই মাঠে নামবে মোহনবাগান।

উত্তরের খেলা

কোয়ার্টারে বাবলু-প্রদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের অকশন ব্রিজে রবিবার জয় পেয়েছেন দেবব্রত বসু-কমল লাহিড়ি, শ্যামল দাস-বিনোদ বৈদ্য, বিরাজ দে-অভিজিৎ হালদার, বাবলু ভার্মা-প্রদীপ দে, পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়-তাপস কর, ডাঃ এসপি বন্দ্যোপাধ্যায়-দিলীপ সাহা, শ্যামল বাগচী-সঞ্জয় দে ও মৃগাঙ্ক রায়-অভিজিৎ দত্ত। বিজয়ীরা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন।

হ্যাটট্রিক রাজর্ষিপ্রতীমের, চ্যাম্পিয়ন সিন্ড্রেলা

শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জাতীয় স্তরের টেবিল টেনিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : তিরুবনন্তপুরমে আয়োজিত শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জাতীয় স্তরের টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়ল শিলিগুড়ির ট্যালেন্ট স্কাউট টেবিল টেনিস হাবের রাজর্ষিপ্রতীম দত্ত। ইয়ুথ ডাবলসে কলকাতার ঊষাণ নস্করের সঙ্গে জুটি বেঁধে রাজর্ষিপ্রতীম চ্যাম্পিয়ন হয়। সিনিয়ারদের মিক্সড ডাবলসে কলকাতার লগ্নজিতা দাসের সঙ্গে জুটিতেও রাজর্ষিপ্রতীম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মহিলাদের সিঙ্গলসে রানার্স হয়েছেন ট্যালেন্ট স্কাউট টেবিল টেনিস হাবের সিন্ড্রেলা মল্লিক। ফাইনালে তিনি হেরে যান শ্রেষ্ঠা হাজরার কাছে। মহিলাদের ডাবলসে শুভেচ্ছা রায়কে নিয়ে সিন্ড্রেলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ফাইনালে তাঁরা ৩-১ গেমে জিতেছেন শ্রেষ্ঠা ও শ্রুতি দাসের বিরুদ্ধে।



তিনটি মেডেল নিয়ে রাজর্ষিপ্রতীম দত্ত। জোড়া পুরস্কার জিতে সিন্ড্রেলা মল্লিক।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১কোটির বিজয়ী হলেন
মালান্দিঘি-এর এক বাসিন্দা



বাসিন্দা সুকুমার বাউরি - কে 14.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99K 10638 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য এটি যে কোনো ব্যক্তির জন্য একটি আদর্শ মাধ্যম, কারণ এতে খরচ হয় খুবই কম এবং সুবিধাও অনেক বেশি। ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার জীবনে ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, মালান্দিঘি - এর একজন

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।